শ্রীশ্রী গুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি

ওঁ ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ রাধিকানাথ বিষ্ণুপাদানুগত ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য, শ্রীমদ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামী বিষ্ণুপাদ কর্তৃক রচিত

১৩৪৭ সাল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য: ২ টাকা মাত্র

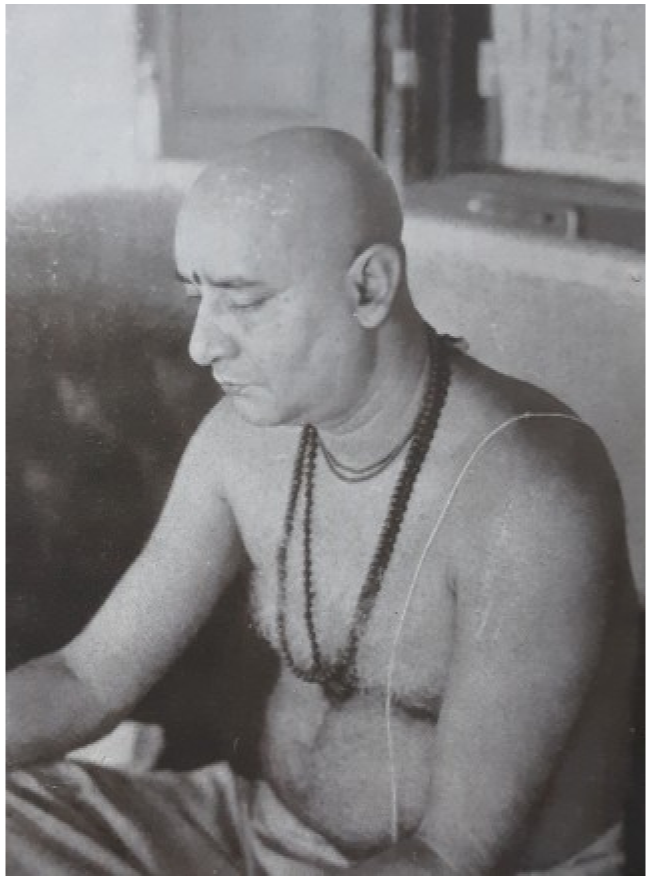

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী

শ্রদ্ধেয় পাঠকগণের প্রতি অনলাইন কর্তার প্রার্থনা!

এই গ্রন্থ খানা জীর্ণ অবস্থায় পেয়েছি তাই শুধু গ্রন্থ খানা সংরক্ষনের জন্য অনলাইন করেছি, ভুল ত্রুটির জন্য নিজগুনে ক্ষমা করবেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম, এসি, কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান:-

১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠ, রামসীতাপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

২। শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী,
৩ই, কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৩। মহেশ লাইব্রেরী,
১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ২১নং,
পটুয়াটোলা লেন,

ক্লাসিক
প্রেসে

শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র
সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রী গুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণকমলের অনুগ্রহে "শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ভক্তি কুসুমাঞ্জলি” বিবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। আশা করি ইহা সর্ব্ব সাধারণের, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত নবীন সাধকের উপকার সম্পাদন করিবে।

সৎ মহতের আশ্রয়েই সাধনের সুচারু আরম্ভ, তাঁহাদের আশ্রয়েই
সাধনের পুষ্টি, এবং তাঁহাদের আশ্রয়েই সাধনের পরিণতি। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া
শেষ পর্যন্ত সৎ মহতের করুণাই সর্বত্র অনুসূ্্যত থাকে। তাঁহাদের করুণা ভিন্ন সাধন রাজ্যে বস্তুতঃ প্রবেশ করাই যায় না। সৎ মহতের করুণাই যে সাধন ভজনের মূল ইহা অন্বয় ব্যতিরেকে শাস্ত্রে বহুধা ঘোষিত হইয়াছে। নিষ্কপট সেবাই সৎ মহতের করুণার ফলোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। শিষ্যজনের পক্ষে মুখ্য সৎ মহৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভক্তিময়তনু ভগবান্শিষ্যকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। এই শ্রীশ্রী
গুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে গ্রন্থকার মদীয় শ্রীগুরুপাদ আমাদের
হিতের জন্য শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজনীয়তা, সেবার মহিমা, সেবার প্রকার, সেবায় সাবধানতা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় শাস্ত্রযুক্তি সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। আনুষঙ্গে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের তত্ত্বও যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীল গ্রন্থকার তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রী গুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি, কৃপাকুসুমাঞ্জলি, সাধনকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ সমূহে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলেও এই গ্রন্থেও ঐ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের করুণা এই মর্ত্ত্য জগতে বহন করিয়া আনেন, সেই শ্রীগুরু বৈষ্ণব এবং তাঁহাদের সেবার তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপ্রবল দার্শনিক আলোচনা সমন্বিত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতীব বিরল প্রচার। আমি আশা করি এই গ্রন্থ সর্ব্ব সাধারণের একটি বিশিষ্ট অভাব পূরণ করিবে।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্যে আসামের শিলচরের হেল্থ অফিসার
মদীয় গুরুভ্রাতা ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় মহোদয় ৫০। সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীমদনগোপাল তাঁহার পরম মঙ্গল বিধান করুন, এই প্রার্থনা করি। নিবেদন ইতি -- শুক্লা বাসন্তী পঞ্চমী, ১৩৪৭ সাল।

শ্রীশ্রীগুরু
বৈষ্ণবচরণকৃপাপ্রার্থী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীশ্রী গুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি

সাধুগুরুকৃপাযুক্তা হরিভক্তিঃ পুমর্থদা। তেনাত্র প্রার্থ্যতে ভক্তির্গুরুবৈষ্ণবলম্বিনী ॥

ভক্তি বলিতে এই স্থলে কায়িক বাচিক মানসিক আনুকূল্যানুশীলনই বুঝিতে হইবে।
শ্রীভগবানকে অধিকার করিয়া অনুকূলভাবে শরীরের যে চেষ্টাদি, বাক্যের যে আলাপাদি, মনের যে স্মরণভাবাদি' উদিত হয়, এই সকলই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।
মোট কথা অনুকূলভাবে কায়িক, বাচিক, মানসিক ভগবদনুশীলনের নামই ভগবদ্ভক্তি। গুরুবৈষ্ণবভক্তি বলিতেও ঐ প্রকার গুরুবৈষ্ণবকে অধিকার করিয়া অনুকূলভাবে যে শারীরিক, বাচিক, মানসিক চেষ্টা সকল প্রকাশ পায়, এবং মানসিক ভাব উদিত হয়, এই সকলই বুঝায়। ভগবদ্ভক্তিই পরমপুরুষার্থরূপে মূলপ্রয়োজন বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ভগবদনুশীলনরূপ ভক্তি বলিতে ভগবান্ এবং ভগবানের সম্বন্ধী যাহা, তাহারই অনুশীলনকে বুঝায়। সুতরাং গুরুবৈষ্ণবভক্তি বলিতেও ভগবদ্ভক্তি বুঝা যায়। ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বত্র সাধ্য এবং সাধন। গুরুবৈষ্ণবের যে আনুকূল্য, তাহা ভগবদানুকূল্যেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া তাহাও ভগবদানুকূল্যরূপ ভগবদ্ভক্তিই। ইহা

ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইতে পারে না। লোকে যে গুরুকরণ করে, তাহা ভগবানের সম্বন্ধ নিয়াই করে। বিশেষতঃ যাঁহারা সদ্বৈষ্ণবের কৃপাময় সঙ্গগুণে যৎকিঞ্চিৎ ভগবদুন্মুখ হইয়া বৈষ্ণবগুরুচরণাশ্রয় করেন, তাঁহারা ভগবদ্ভজন, দীক্ষা, শিক্ষা এবং ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা লইয়াই গুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন। ভগবানেক পরিত্যাগ করিয়া বা ভগবানকে ভুলিয়া কেহ গুরুকরণ করেন না। গুরুবৈষ্ণবের সহিত যে সম্বন্ধটী, তাহা ভগবৎসম্বন্ধহেতুক। মন্দ হউক বা তাব্র হউক, গুরুবৈষ্ণবের সহিত যে সম্বন্ধটী হয়, তাহা ভগবৎসম্বন্ধ নিয়াই হয়। গুরুবৈষ্ণবের সহিত "ইনি গুরু” "ইনি বৈষ্ণব” এই প্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট শিষ্যের বা সাধকের যে সম্বন্ধ, তাহা কখনই ভগবৎসম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না। শ্রীগুরুই জীবের ভগবৎপ্রেমসেবোপযোগী কোনও বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করেন। শ্রীগুরুতে বিশেষতঃ মন্ত্রদাতা গুরুতে ইহাই বৈশিষ্ট্য। আমার লিখিত সাধনকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছি। আমরা গুরু হইতে মন্ত্ররূপ হরিকেই পাইয়াছি। এই মন্ত্ররূপ হরির সেবাই মন্ত্রজপ, হরিকীর্ত্তন শ্রবণার্চ্চনাদি ভজনাঙ্গ। ভক্তিমার্গে "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবাদিদাতা রূপে দীনপালক" জ্ঞানেই এবং এই সম্বন্ধ নিয়াই গুরুকে এবং বৈষ্ণবকে ভক্তি করা হয়, সামান্য কোন প্রাকৃত সম্বন্ধ নিয়া নহে। ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন।

ভগবৎপ্রীতিসম্বন্ধ নিয়াই ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে পরস্পরের
প্রিয়তা। গুরুবৈষ্ণবে যে বৈষ্ণব সাধকের প্রিয়তা, তাহা ভগবৎপ্রিয়তামূলকই। ভক্তির উদ্বুদ্ধের নিমিত্ত এবং ভক্তিরসাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তির স্বভাব বশতঃই ভক্তদিগের পরস্পর প্রীতি হয়। যেমন সিদ্ধভূমিকাতে রসপুষ্টির নিমিত্ত কচিৎ কচিৎ পোষ্য কৃষ্ণের অপেক্ষা পোষক দুগ্ধাদি রক্ষণে প্রীতির আধিক্য নিত্যপার্ষদবর্গে দেখা যায়, তেমনই এই সাধনভূমিতেও ভক্তিরই পুষ্টির নিমিত্ত কচিৎ কচিৎ ভক্তির মূলবিষয় শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদির অপেক্ষাও শ্রীগুরু শ্রীবৈষ্ণব সেবা সাহচর্য্যের প্রতি রুচির আধিক্য সাধকবর্গেও দেখা যায়। যেমন স্তন্যপানে অতৃপ্ত কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধরক্ষার্থ মা যশোদার গমনও কৃষ্ণস্নেহময়ই, ইহা যেমন অপূর্ব্ব প্রেমেরই পরিপাটী (তদ্ভক্ষ্যপেয়াদিবু কাপ্যপেক্ষ্যতা, যয়া পুনঃ সোহপি সমেত্যুপেক্ষ্যতাং । প্রেম্নো বিচিত্রা পরিপাট্যদীরিতা, বোধ্যা তথা প্রেমবতীভিরেব যা ॥), তেমনই কচিৎ ভক্তজনের সাক্ষাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি অপেক্ষা যে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবাদি কর্ম্মে অধিক ভক্তিপরতা, তাহাও কৃষ্ণভক্তিময়ই। আবার যেমন বৈষ্ণবমতে ভজনীয় ভগবান্ ভজনের অধীন, এই হেতু ভজনীয় ভগবান্ হইতেও ভজনে অধিক আগ্রহই উচিত, এই মনে করিয়া সাক্ষাৎ ভগবৎসান্নিধ্য ছাড়িয়াও কোন কোন ভক্তিতৎপর ভক্তের নির্জন ভজনাগ্রহই দেখা যায়, তাহা যেমন দোষাবহ নহে, তেমনই বৈষ্ণব মতে ভগবদ্ভজন শ্রবণকীর্ত্তনাদি

গুরুবৈষ্ণবের কৃপাধীন, এই হেতু ভগবদ্ভজন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অপেক্ষা, গুরু বৈষ্ণবের কৃপার নিমিত্ত, তাঁহাদের প্রসঙ্গময় সাহচর্য্যে সেবাদিতে অধিক আগ্রহই উচিত মনে করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাতৎপর কোন ভক্ত ক্বচিৎ কোন সময়ে স্বতন্ত্র শ্রবণ কীর্ত্তনাদি না করিয়া অথবা তাদৃশ ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চনাদির যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি করিয়া যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবায় তৎপর থাকেন, তাহা দোষাবহ নহে। ইহাকে হরিভক্তিশূন্য গুরুভক্তি বলিয়া দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ইহা হরিভক্তি ছাড়া গুরুভক্তি নহে। কেন না শাস্ত্রে ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষাও ভক্তসঙ্গ অতিশয় বন্দনীয়, অতি প্রশংসনীয় এবং অত্যভিলষনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তুলয়াম লবেনাপীত্যাদি -- ১।১৮ ভাঃ শ্লোকের চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকা দ্রষ্টব্যা। শ্রীগঙ্গাসেবী জন যেমন গঙ্গা সেবার দ্বারা গঙ্গোদ্গমস্থান ভগবৎপাদপদ্মই প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবকজনও গুরুবৈষ্ণবোদ্গমস্তান শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণদাতা গুরুবৈষ্ণবের ভক্তিতেও কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণ পাওয়া যায়।

নবীন ভক্তিসাধকে যদি কোনও সময় শারীরিক আলস্যাদি বশতঃ বা চিত্তের
বৈকল্য বশতঃ মানসিক অবসাদাদিজনিত ভগবদ্ভক্তি শ্রবণ কীর্তনার্চ্চনাদির শৈথিল্য উপস্থিত হয়, যৎকিঞ্চিৎ ভগবদ্ বহির্মুখকার্য্যে অভিনিবেশ বশতঃ কদাচিৎ ভগবদ্বিস্মৃতির ভাব ক্রমশঃ আসিতে থাকে, হইলে সেই ভজন শৈথিল্য নাশের এবং ভগবদ্ বিস্মৃতি নিরসনের প্রধান পরমোপার একমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সান্নিধ্য। শ্রীগুরুচরণ বা বৈষ্ণবচরণের সান্নিধ্য লাভ হইলে তাঁহাদের ভাগবতী তনুর দর্শনে স্পর্শনে শুশ্রূষণে, তাঁহাদের শ্রীমুখোদ্গলিত ভগবৎ কথোপদেশ পরমামৃত পানে, পরমমঙ্গলপ্রদ আশীর্ব্বচন সঞ্জীবনী রস সিঞ্চনে নবীন ভক্তের ভক্তিজীবন নবোদ্দীপ্ত হইয়া সাধনে শৈথিল্য দূরীভূত হয়, ভগবদ্বিস্মৃতি অপসারিত হয়, ভগবৎস্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভক্তিসাধনের পরমোত্তেজক বস্তু। কোন কারণ বশতঃ ভজনক্রিয়ার শৈথিল্য আসিলে, ইঁহাদের দর্শন স্পর্শন শুশ্রূষণ সম্ভাষণাদি সেবা দ্বারাই শিথিলীভূত ভজনক্রিয়া পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ভক্তিদাতা ভক্তিরক্ষক ভক্তির উদ্দীপক গুরুবৈষ্ণবের সেবা পরিচর্য্যাদি কাৰ্য্যও ভগবদ্ভজনই। গুরুভক্তি বৈষ্ণবভক্তি, ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ বলিয়াই শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। গুরুবুদ্ধিতে গুরুসেবা পরিচর্য্যাদি ভক্তিপরায়ণ শিষ্যের, বৈষ্ণব বুদ্ধিতে বৈষ্ণবসেবাপরিচর্য্যাদি ভক্তিপরায়ণ সাধকের ভগবদ্ভজন পরিত্যাগের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট বৈষ্ণবগুরু কৃপালদ্ধ সাধকব্যক্তির যাহা গুরুবৈষ্ণবভক্তি, তাহার ফল শ্রীকৃষ্ণভক্তিই। গুরুবৈষ্ণব স্বয়ংই ভক্তিময় বিগ্রহ। তাঁহাদের সঙ্গগুণে, তাঁহাদের সেবাপরিচর্য্যাদির ফলে সাধকের বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া ভজন উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বলেন, "মার্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়। ”ভক্তিমার্গে গুরুবৈষ্ণব সঙ্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধুসঙ্গ আর কি আছে? যাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবে ভজন মার্জিত হয়, অনাদি অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ পায়, সেই গুরু বৈষ্ণবের সেবা পরিচর্য্যাদি পরায়ণ ব্যক্তির ভগবদ্ভজনের অভাব সম্ভবে না। শাস্ত্রে গুরু বৈষ্ণবকে ভগবদ্রূপ বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। সেই গুরু বৈষ্ণবকে করিয়া যে ভক্তি তাহা ভগবদ্ ভক্তিতেই পর্যবসিত হয়। অহো! যাঁহারা কিছু উপদেশ না করিলেও যাঁহাদের স্বচ্ছন্দ কথাবার্তাও উপদেশতুল্য হয়, যাঁহাদের সান্নিধ্য মাত্রেই জীব কৃতকৃতার্থ হয়, উপদেশেরও অপেক্ষা রাখে না, এই হেতু যাঁহাদের অনুক্ষণ সঙ্গ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়, যথা-

“সদা সন্তোহভিগন্তব্যা যদ্যপ্যূপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথা স্তেষা মুপদেশা ভবন্তি তে॥"

ভুবনপাবন সেই শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবা পরিচর্য্যাদিতে নিরত জনের
ভগবৎসম্বন্ধ ভগবদ্ভাব যে অধিকতর উদ্দীপ্ত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সুনির্ণয়। শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবার সুফল কখনই বিনষ্ট হয় না।

এস্থলে শ্রীগুরুভক্তি শ্রীবৈষ্ণবভক্তি বলিতে গুরুবৈষ্ণবের সেবাই
বুঝিতে হইবে। গুরু বৈষ্ণব সেবাকে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "সৎসেবা” সংজ্ঞা দিয়াছেন। যথা – “শরণাপত্তিশ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবাশ্রবণকীর্ত্তনাদয়ঃ।” ১৩৫, ভক্তিসন্দর্ভ। যাঁহারা একটু বাংলা ব্যাকরণ জানেন তাঁহারা "শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবা” পদটীর "শ্রীগুরুঃ আদির্যেযাং তেষাং সতাং সেবা” এই প্রকার সমাস বিগ্রহ করিয়া অর্থবোধই করিবেন। ইহার বাংলা বলিতে হইলে "শ্রীগুরু আদি সাধুজনের সেবা” ইহাই বলিতে হইবে। ইহার দ্বারা শ্রীগুরুসেবাও যে সাধুসেবার অন্তর্গত তাহাও গোস্বামীর অভিপ্রেয়। ভক্তিশাস্ত্রে সৎ বলিতে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবজনকেই বুঝায়। সাধু, মহৎ, প্রভৃতি শব্দের মুখ্যার্থ ভগবদ্ ভক্তই।

গুরু বলিতে সামান্য বিশেষ দুই অর্থ ই যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করা
যাইতে পারে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বিচার করিলে সাধারণতঃ দ্বিবিধ গুরু দেখা যায়। এক ব্যবহারিক গুরু আর পারমার্থিক গুরু। যাঁহারা জাগতিক হিতেরই মাত্র উপদেশ করেন তাঁহারা ব্যবহারিক গুরু। যথা-

"উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।
মাতুলঃ শ্বশুরঃ মাতা মাতামহপিতামহৌ ॥

বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ সর্ব্বেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।
গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ ॥
তেষামাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা।
যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।”

"সর্ব্বত্রাভ্যাগতো” গুরুঃ" – ইত্যাদি ব্যবহারিক
গুরুগণও যথাযোগ্য পূজ্য। অধিকার ও যোগ্যতানুসারে ইঁহাদের সেবা দ্বারাও কল্যাণ লাভ হয়। ইঁহাদিগের অবমাননা করিলে অনেকস্থলে পরমার্থ সাধন পথেও গুরুতর বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং পরমার্থ সাধন ভজনে প্রবিষ্ট নবীন সাধকগণ শাস্ত্রের এই উপদেশ স্মরণ রাখিয়া পিতা মাতা উপাধ্যায়াদি ব্যবহারিক গুরুবর্গের যথাযোগ্য সেবা বিধান করিবেন। পারমার্থিক মার্গে সামান্যভাবে যৎকিঞ্চিৎ সাধনভজন গ্রহণ করিয়াই যাঁহারা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গকে ব্যবহারিক গুরু কিছুই নহে মনে করিয়া তুচ্ছ বোধ করেন, প্রতিপদে অবজ্ঞা অনাদর করেন, এবং যথাযোগ্য সন্তর্পণাদি সেবা কার্য্যে বিমুখ হন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবৎ সাধন পথ নিষ্কণ্টক নহে। ইহা স্মরণ রাখিয়া নবীন পারমার্থিক সাধকগণ অধিকারানুসারে যথাযোগ্যভাবে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গের সেবা এবং ভগবৎসাধন করিলে অচিরেই ভজনে নিজের নৈষ্ঠিকতাও আনিতে পারেন। আর আত্যন্তিক সংসার দুঃখ নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা পরতত্ত্বের উপদেশ করেন তাঁহারাই পারমার্থিক গুরু। এই প্রবন্ধে গুরু বৈষ্ণব সেবা বলিতে যে গুরু শব্দের প্রয়োগ করা হইবে তাহা পারমার্থিক গুরুপরই। বৈষ্ণব মতে ভগবদ্ভক্ত্যুপদেষ্টা ভক্তরূপ গুরুকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই সেবার মহিমা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

যদ্যপি বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে গুরুসেবাতেও বৈষ্ণবসেবা সম্পন্ন
হয়, আবার মহোত্তম বৈষ্ণবসেবাতেও গুরুসেবা সম্পন্ন হয়, ইহা পরম সত্য, তথাপি গুরুবিগ্রহ সেবায় যে বৈষ্ণব সেবা হয় তাহা গুরুত্ব প্রাধান্তেই হইয়া থাকে, আবার তাদৃশ বৈষ্ণব বিগ্রহ সেবায় যে গুরু সেবা হয় তাহা বৈষ্ণবত্ব প্রাধান্য ভাবেই হইয়া থাকে। সুতরাং গুরুসেবায় সামান্যতঃ বৈষ্ণব সেবা এবং বৈষ্ণব সেবায় সামান্যতঃ গুরুসেবা হইলেও শাস্ত্রে বিশেষভাবে গুরুসেবা এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব সেবাও কর্তব্য বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যথা শ্রীজীবপাদ-“শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাহবিরোধেন চান্যেষামপি বৈষ্ণবানাং শ্রেয়ঃ।” ২৩৮, ভক্তিসন্দর্ভ। তাৎপর্য্যার্থ এই যে পূর্ব্বে “শ্রীগুর্ব্বাদি সৎসেবা” বলায় গুরু হইয়াছেন আদি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য যাঁহাদের মধ্যে এমন সৎবর্গের সেবা, এই প্রকার সমাস বিগ্রহের অর্থ প্রবলভাবে জাগরূক থাকায় শ্রীগুরু

যে সৎশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধু এবং তাঁহার সেবাও যে শ্রেষ্ঠ সাধু সেবা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। তথাপিও "অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং” সেবনটীও কর্ত্তব্য ইহাই গোস্বামিপাদের অভিপ্রায়। গুরু সন্নিধানে বৈষ্ণব সেবা করিতে হইলে গুরু সেবার অবিরোধে এবং গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াই করিতে হইবে। তাহা না হইলে দোষই হইবে। এস্থলেও "অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং” এই বলায় গুরু সেবাও যে বৈষ্ণব সেবা ইহা অভিব্যক্ত হইল। যেমন যদি বলা যায় “কৌণ্ডিন্যান্ ভোজয়অন্যানপি ব্রাহ্মণান্” এস্থলে যেমন কৌণ্ডিন্যাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝায় সেই প্রকার "অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং” বলায় গুরুও বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত হইলেন। গুরু বৈষ্ণব উভয়েই ভগবদ্ভক্তিময় বিগ্রহ। উভয়ের সেবা সৎসেবাই। সৎসেবা দুই প্রকার, -- পরিচর্যারূপা আর প্রসঙ্গরূপা। এই উভয়রূপা সৎসেবারই অচিন্ত্য মহামহিম ফল শাস্ত্রে ভূয়শঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। একের সেবা মহিমা বর্ণন দ্বারা অপরের সেবা মহিমা বলাও সিদ্ধ হয়। কেননা গুরুবৈষ্ণব উভয়েই সৎসামান্যরূপে কথিত হইয়াছেন, অর্থাৎ উভয়েই সৎ এবং উভয়ের সেবাবিধিরও সমতা আছে, অর্থাৎ গুরুসেবা বলিতে যেমন গুরু পরিচর্যা এবং গুরুর সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গরূপা সেবা বুঝায়, সেইরূপ বৈষ্ণব সেবা বলিতেও বৈষ্ণবের পরিচর্যারূপা এবং বৈষ্ণবসহ ভগবৎপ্রসঙ্গরূপা সেবাও বুঝায়। এইরূপ উভয়ের মাহাত্ম্যাদি সেবার ফলেরও সাম্য শাস্ত্রে দেখা যায়। সুতরাং শাস্ত্রে সৎসঙ্গের সৎকৃপার সৎপরিচর্য্যার যে সকল মহিমা বর্ণিত আছে তাহা গুরু বৈষ্ণব উভয়পর বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

ভক্তিমার্গে নবপ্রবিষ্ট ভক্তিসাধনে অজাতনিষ্ঠ নবীন সাধক
ব্যক্তির পক্ষে শ্রীগুরু বৈষ্ণব সঙ্গ বিনা স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে হরি কথা স্মরণ চিন্তনাদি দ্বারা ভগবদ্ভজন সহজসিদ্ধ হয় না। গুরু বৈষ্ণব সঙ্গ ছাড়া হইয়া নবীন সাধক স্বয়ং হরিকথাদির চিন্তনাদি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়শঃ দৈহিক আলস্যাদি এবং চিত্তের চাঞ্চল্য প্রভৃতি হেতু ভজনরসে আবিষ্ট হইতে পারেন না। আবার ভজনে আবিষ্ট হইতে না পারিলে ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা অভিভূত হইতে হয়। ক্ষুৎপিপাসা শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত সাধকের ভক্তিরসাস্বাদন অসম্ভবই হইয়া পড়ে। সুতরাং তাদৃশ সাধকের শ্রীগুরুবৈষ্ণব রূপ সাধুসঙ্গ অনুক্ষণই প্রয়োজন। "মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়।” শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবা পরিচর্য্যাদি ভক্তিময় সঙ্গে তাঁহাদের সেবার আনুসঙ্গিকরূপে স্বতঃই উদিত ভগবৎকথামৃতপানাদিরূপ ভক্তি স্বতঃই সম্পন্ন হয়। অথচ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ তুল্য সাধু গুরুর পরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, দৈহিক আলস্যাদি, মানসিক চাঞ্চল্যাদি অচিরেই দূরীভূত হইতে থাকে। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত হরিকথা সদুপদেশাদি শ্রবণে ভগবানে ঝটিতি আবেশ সঞ্জাত হয়। ইহা মহম্মুখনিঃসৃত হরিকথারই স্বভঃ মহিমা। সাধুগুরু সঙ্গে সাধকের ভজন অনায়াসেই সুসিদ্ধ হয়।

গুরু বৈষ্ণবের সেবা পরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত সাধক ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে সাধন ভজনের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই, কেননা ভগবদ্ভজনময় গুরু বৈষ্ণব বিগ্রহের পরিচর্য্যাদি সেবাময় সৎসঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং সাধন। তাঁহাদের সঙ্গলব্ধ আনুসঙ্গিক ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চনাদির আনুকূল্য করিলেই আপনা হইতেই সাধকের ভজন সিদ্ধ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে শ্রীগুরুসেবার মহিমা প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে "তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবারূপ ভগবদ্ভজনটী ভগবৎপ্রসন্নতালাভের নিমিত্ত অন্য ভগবদ্ভজনকেও অপেক্ষা করে না। একমাত্র গুরুসেবারূপ ভগবদ্ভজন দ্বারাই সাধকের সাধন পথের যাবতীয় দুস্ত্যজ অনর্থরাশির নিবৃত্তি হয়, এবং অচিরেই ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ হয়। গুরু সেবায় নিযুক্ত থাকা কালে সৎশিষ্য ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে আর ভগবদ্ভজন হইতেছে না, অথবা নিজের নিয়মিত ভজনের সংখ্যাদি পূর্ণ হইতেছে না, ইত্যাদি মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হইবেন না, কারণ শ্রীগুরুসেবাও ভগবদ্ভক্তি ভজনেরই অঙ্গ। বিশেষতঃ ভক্তিমার্গে নবপ্রবিষ্ট সাধকের প্রধান ভক্তি অঙ্গ। গুরুসেবার অনুরোধে প্রাত্যহিক সংখ্যাপূর্ব্বক ভজনের নিয়মাদি যাহা অপূর্ণ থাকে, গুরুসেবার আনুসঙ্গিক স্বতঃ অনুষ্ঠিত ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চনাদি দ্বারাই তাহা পূর্ণ হয়। গুরুর পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে শ্রীগুরুদেব স্বয়ং যে সকল ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চনাদি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, সেই গুর্ব্বনুষ্ঠিত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের যথাযোগ্য আনুকূল্য দ্বারাই শিষ্যের ভগবদ্ভজনের যাহাকিছু অপূর্ণতা, তাহার পূর্ত্তি হয়। মনে করুন, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের গৃহে আগমন করিয়াছেন, তখন শিষ্য গুরুসেবাতে নিযুক্ত থাকিবেন। শিষ্য যদি গুরুপরিচর্য্যাদি সেবার কার্য্যে নিযুক্ত না হয়েন, এবং সাতিশয় যত্ন বা আগ্রহ প্রকাশ না করেন, স্বীয় ভজন সাধনের নিয়মরক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করিতেই থাকেন, তাহা হইলে তাহা শাস্ত্র এবং শিষ্ট বিগর্হিতই হইবে। ভগবদ্ভজনপ্রিয় মহদন্তঃকরণক শিষ্যবৎসল সদগুরু শিষ্যের তাদৃশব্যবহারে অসন্তুষ্ট না হইলেও বস্তুতঃ ভগবচ্চরণে তাদৃশ শিষ্যের গুরুতর অপরাধই সৃষ্ট হইবে। যদি মনে করা যায় যে,--- “ শিষ্যাদ্ গুরুর্নহি।” অর্থাৎ যিনি তিনি নিজ সুখের জন্য শিষ্যের ধনজন পরিচর্য্যাদির লিপ্স হইতে পারেন না, শিষ্য হইতে পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সু ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন না, গুরু কৃষ্ণভজনেরই উপদেশ করিয়াছেন, গুরু ত আর তাঁহার নিজের ভজনের উপদেশ করেন নাই, তাহা তিনি করিতেও পারেন না; গুরুর কর্তব্য শিষ্যের দ্বারা কৃষ্ণভজনই করানো, কৃষ্ণভজনই প্রকৃত গুরুসেবা, কৃষ্ণভজনের দ্বারাই সদ্গুরু সন্তুষ্ট হয়েন, আমি সেই কৃষ্ণভজন করিতেছি ইত্যাদি মনোভাব পোষণ করিয়া গুরু সাক্ষাৎ সন্নিহিতেও শিষ্য যদি গুরুপরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিজের দেহমন আদির নিষ্কপট প্রীতিপূর্ণ যত্নাতিশয়

প্রকাশ না করেন, ভগবদ্ ভজনের স্বাধীন আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহা শাস্ত্র সদাচার মতে গুরুতর বিগর্হিত কার্য্যই হইবে। গুরুসেবাশৈথিল্যকর সেই প্রকার ভগবদ্ভজনাগ্রহ কখনই কোন শাস্ত্র বা সদাচারের অনুমোদিত হইবে না। বিশেষতঃ সাধকব্যক্তির পক্ষে তাহা গুরুতর অপরাধই হইবে। সর্ব্বদা গাঢ় কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাভাগবতোত্তম ব্যক্তি কৃষ্ণাবেশে অনেক সময় গুরুকেও বিস্মৃত হন বটে, কিন্তু গুরু সাক্ষাৎ সন্নিহিতে সাধক শিষ্যের বুদ্ধিপূর্ব্বক গুরুসেবাশৈথিল্যকর ভজনাগ্রহ প্রকাশ অপরাধ জনকই হইবে। কিন্তু গুরুসেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকা হেতু শিষ্যের স্বীয় প্রাত্যহিক নিয়মিত সাধনের কোন কোন অংশের অপূর্ণতা হইলেও তাহার পূর্ণতার নিমিত্ত শিষ্য স্বাধীনভাবে ভজনে আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, এবং তাহা সৎশাস্ত্র সদাচার বিগর্হিতও হইবে না। বরং গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবাকার্য্যে শৈথিল্য করিয়া, পৃথক্ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনের অপেক্ষা করিবে না, তাহাই শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। যথা, হিত্বা গৃহান্ সুতান্ ভোগান্ — ৪।৩৯ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের শ্রীপাদ চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকা –- "সুতান্ হিত্বেতি পতিব্রতা পভ্যুরিব গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিতবিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষেত। শ্রীগুরু সেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থ মিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ। – গুরুসেবায়া এব বেদেন সর্ব্বাধিক্যস্যোক্তত্বাৎ।” প্রাচীনবর্হির প্রতি দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন, - পতিব্রতা যেমন পতিসেবায় নিযুক্ত হইয়া পুত্রকেও অপেক্ষা করে না, এই প্রকার একমাত্র গুরুসেবার দ্বারা অনায়াসে সর্ব্ববিধ সাধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকেও অপেক্ষা করিবে না। পতিব্রতা রমণী যেমন ভোগ এবং গৃহকে অপেক্ষা করে না, গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য তেমনই শ্রবণকীর্ত্তনাদিজাত প্রেমানন্দ এবং তদুচিত অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনোপযোগী নির্জ্জন স্থলাদিকেও অপেক্ষা করিবে না। এই উপদেশটীই এখানে ব্যক্ত করা হইল।... বেদে গুরুসেবারই সর্ব্বাধিক্য কথিত হইয়াছে। ইহাই চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকার আক্ষরিক অনুবাদ।

================

এস্থলে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, “তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” এইমাত্র সংক্ষিপ্ত কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীভাগবতটীকায় “শ্রবণ কীর্ত্তনাদি,” "শ্রবণ কীর্ত্তনাদির যোগ্য নির্জ্জন স্থল,” এবং “শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ফল প্রেমানন্দ” এই আক্ষরিক সুস্পষ্ট শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়া, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ, আদি পদ প্রয়োগে অন্য ভক্তি অঙ্গ, ও ভক্ত্যঙ্গের অনুকূল নির্জ্জন স্থল, ভক্ত্যঙ্গের ফলস্বরূপ

প্রেমানন্দেরও অপেক্ষা করিবে না ইহা সুস্পষ্ট দেখাইলেন। ইহার দ্বারা সাধন, সাধনানুকূল এবং সাধ্য এই তিনটীর কোনটার প্রতি পৃথক্ ভাবে অপেক্ষা না রাখিলেও ভগবৎপ্রসন্নতাকামী গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্যের ক্ষতি নাই বলা হইল। কেননা চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন "শ্রীগুরুসেবয়ৈব সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থম্,” একমাত্র গুরুসেবার দ্বারাই সর্ব্ববিধ সাধ্যের সিদ্ধি হয়, ইহা সুনিশ্চিত। পুনশ্চ তাহার হেতু দেখাইলেন -- "বেদেন সর্ব্বাধিক্যস্যোক্তত্বাৎ” ইত্যাদি। এই প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারায় ভক্তিসন্দর্ভের "তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” এই সংক্ষিপ্ত বাক্যেরই যেন বিশদ বিবৃতি করিয়া শ্রীগুরুসেবার বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত করিলেন। অধিকন্তু শ্রীজীবপাদ "নাপেক্ষতে” এই লটের পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। চক্রবর্তী মহাশয় "নাপেক্ষেত” এই বিধিলিঙের ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিয়া নিষেধ বিধিই দেখাইলেন। তাৎপর্য্যার্থ এই যে গুরু সেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরু সেবায় সন্তোষ লাভ না করিয়া, বা গুরু সেবায় প্রবৃত্ত থাকিয়া, গুরু সেবার দ্বারায় ভগবৎ সন্তোষ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া গুরু সেবার শৈথিল্য পূর্ব্বক পৃথক্ রূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা করিলে শিষ্যের গুরুতর প্রত্যবায়ই হইবে। কিন্তু গুরু সেবায় নিযুক্ত থাকা কালে স্বতন্ত্র ভক্ত্যঙ্গ সাধনের প্রয়াস না করিলেও কোনও প্রত্যবায়ই হইবে না, ইহাই দেখাইলেন। "গুরুসেবয়ৈব” এই এক বচনের প্রয়োগে একমাত্র গুরু সেবার দ্বারাই, “এব” শব্দের প্রয়োগে নিশ্চিতরূপে, "সুখেন” পদ প্রয়োগে অন্য কোন আয়াস না করিলেও সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ হইবে, ইহাই দেখাইলেন। আরও চমৎকার এই যে চক্রবত্তিপাদ "ইত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ” এস্থলে "উপদেশ” শব্দটী প্রয়োগ করিয়া ইহা মহিমা মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে, ইহা শাস্ত্র সদাচার মতে উপদেশই, অর্থাৎ ইহাই আচরণ করিবে, তাহাও বলিলেন।

চক্রবর্তিপাদের টীকাটি পাঠ করিয়া যদি এই প্রকার ভাব পোষণ করি
যে, হইলে ভগবদ্ ভজন পরিত্যাগ করিয়াই গুরুভজন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অথবা যদি এই প্রকার অর্থ করিতে চেষ্টা করি যে, -- ভগবদ্ভজন আর করিতে হইবে না ইত্যাদি, তাহা হইলে বস্তুতঃ শাস্ত্রার্থকে কদর্থনই করা হইবে। চক্রবর্তিপাদের টীকা এবং শ্রীজীবপাদের উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য উহা নহে। মূলবস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভজন, তাহার ফল কৃষ্ণপ্রেম অনায়াসে লাভের জন্যই গুরুপাদাশ্রয়, গুরুভক্তি, গুরুসেবা। "মূল কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়িয়া, বা তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া গুরুভক্তির উপদেশ” এই প্রকার কাল্পনিক অর্থ করা সমীচীন নহে। গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গুরু সেবার অবিরোধে যথাযোগ্যভাবে গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ, নামমালা গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনাদি করিবে। কিন্তু যাহাতে গুরু সেবার শৈথিল্য না হয়, সেরূপভাবে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়াই করিবে। বস্তুতঃ যেমন ভগবৎকথাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ প্রভৃতি ভক্তির এক একটি অঙ্গ বিশেষ, এই প্রকার শ্রীগুরু পরিচর্য্যা সেবাদিও ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ

বিশেষই। বৈষ্ণব গুরু হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব শিষ্য বা বৈষ্ণব সাধক যাহা গুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন, তাহা তাঁহারা ভগবানকে অধিকতররূপে স্মরণ করিয়াই করেন, অর্থাৎ নিজের স্বাধীন ভজনাপেক্ষা গুরুবৈষ্ণবের সেবারূপ ভজন দ্বারা এবং তাঁহাদের সঙ্গে স্বতঃ অনুষ্ঠিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভগবান্ অধিকতর সন্তুষ্ট হন, ইহা মনে করিয়াই করেন, কৃষ্ণভজন কৃষ্ণপ্রাপ্তির অধিক লালসা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই গুরুবৈষ্ণবের সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন। এইভাবে গুরুসেবা বা বৈষ্ণবসেবা ভগবানকে বা ভগবদ্ভজনকে পরিত্যাগ করিয়া গুরুবৈষ্ণব সেবা হইতেছে, ইহা বলা যায় না। বস্তুতঃই যদি শিষ্য শ্রীভগবানকে ভুলিয়াই যায়, শ্রীভগবদ্ভজনে তাহার আগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে নিষ্কপটে প্রীতিপূর্ব্বক গুরুজ্ঞানে গুরুসেবা বা “ভগবৎপ্রিয় বৈষ্ণব” এই বুদ্ধিতে বৈষ্ণব সেবাই সম্ভব হয় না। শিষ্যের বা সাধকের গুরুবৈষ্ণবসেবার আগ্রহটী ধূম সহচর বহ্নির অনুমানের ন্যায় ভগবদ্ভজনাগ্রহকেই অনুমান করায়। যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা যায়, বৈষ্ণব সাধকের গুরু বৈষ্ণব সেবা পরিচর্য্যার আগ্রহ দেখিয়াও ভগবদ্ভজনাগ্রহেরই অনুমান করা যায়। ইহাতে কোন প্রকার সংশয় আসিতে পারে না।

ভক্তিমার্গে নবীন সাধকের গুরুসেবারূপ ভগবদ্ভজনটী চতুঃষষ্টি
ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে প্রধান কর্ত্তব্য. বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহার মধ্যে (১) গুরুপাদাশ্রয় (২) ভগবন্মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গুরুর নিকট হইতে ভজন শিক্ষা (৩) দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে গুরুর সেবন, এই তিনটী ভক্তির অঙ্গকে ভক্তি মার্গে প্রবেশের প্রধান দ্বার বলিয়াছেন। “এয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকং।” হায়! যে গুরুসেবার বিশেষণে “বিশ্রম্ভেন গুরুসেবা” বলিয়াছেন, আমাদের দুর্ভাগ্যে সেই গুরুসেবার প্রতি যদি বিশ্রম্ভঘাতক কুতর্কাশঙ্কার উদয় হয়, তাহা হইলে আমাদের সাধন ভজন পথ অপরাধজনিত বহু বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। অতএব সাবধানে গাঢ় বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা করিতে হইবে। বিশ্রম্ভ শব্দের অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটি কি? শ্রীচক্রবর্তী পাদের শ্রীভাগবতটীকোক্ত বাক্যই "শ্রীগুরুসেবয়ৈব সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশঃ” ইহার উত্তর। ভক্ত্যঙ্গে বিশ্বাসটাকে সামান্য এবং বিশেষভাবে গ্রহণ করা যায়। যেমন "ভক্ত্যা সর্ব্বং ভবিষ্যতি” অর্থাৎ ভক্তির দ্বারায় সমস্ত সাধ্য সাধন সিদ্ধ হয়, বৈষ্ণব মাত্রেরই যাবতীয় ভক্তির অঙ্গে এই বিশ্বাস দৃঢ়ই আছে। কোনও ভক্ত্যঙ্গের প্রতি কোনও ভক্তিসাধক বৈষ্ণবের অবিশ্বাস থাকিতে পারে না। সামান্যভাবে সকল ভক্তিসাধকেরই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গেই "ভক্ত্যা সর্ব্বং ভবিষ্যতি” এই প্রকার বিশ্বাস নিশ্চয়ই আছে। অন্যথা ভক্তিসাধনে সাধকের প্রবৃত্তির উদয়ই হয় না। ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তির জনক

এই বিশ্বাসই ভক্ত্যধিকারিত্বের হেতু। বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তিসাধনে সাধকরূপে অধিকারী হওয়া যায় না। ভক্তিসাধকের সর্ব্ব ভক্ত্যঙ্গে এইরূপ সামান্য বিশ্বাস থাকিলেও, শ্রদ্ধা এবং রুচির বৈশিষ্ট্য ভেদে কোনও ভক্তিসাধকের কোনও কোনও বিশেষ ভক্ত্যঙ্গে বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই সাধক সেই বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ বিশেষ বিশ্বাস সহকারে যাজন করেন। এইপ্রকারে ভক্তিসাধকদিগের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষ ভক্ত্যঙ্গের সাধনে বিশেষ প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু এই প্রকার কোন বিশেষ ভক্ত্যঙ্গের প্রতি কোন সাধকের বিশেষ নিষ্ঠা দেখিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আমি মিথ্যা কুতর্কাশঙ্কা উত্থাপিত করি যে “এই ভক্ত অন্য অঙ্গ যাজন করেন না বা ইনি অন্য অঙ্গে বিশ্বাস করেন না ইত্যাদি” তাহা হইলে আমার গুরুতর অপরাধই হইবে। বস্তুতঃ কোন ভক্তিসাধক কোনও ভক্ত্যঙ্গ সাধনে বিশেষ বিশ্বাসী হইলেও অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গে তাঁহার অবিশ্বাস বা অনাদর থাকিতে পারে না। যদি আমার কোনও ভক্ত্যঙ্গের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বাস থাকে, অথচ অন্য কোনও ভক্ত্যঙ্গের মহিমার প্রতি অনাদর বা অবিশ্বাস আসে, শাস্ত্রের শ্লোকাদির আশ্রয় করিয়া প্রৌঢ়িবাদ সহকারে কুতর্কদ্বারা কোনও ভক্ত্যঙ্গের মহিমাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার গুরুতর অপরাধেরই সৃষ্টি হইবে। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে, কোনও ভক্ত্যঙ্গ সাধনে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সেই ভক্ত্যঙ্গ সাধনে নিযুক্ত হইলেও অন্য ভক্ত্যঙ্গ সমীপবর্ত্তী হইলে যথাযোগ্য ভাবে তাহার মর্য্যাদা প্রতিপালন না করিলে গুরুতর অপরাধ হইবে। যেমন মনে করুন -- কোনও সাধক নামপরায়ণ, নামের সাধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, কিন্তু তিনি কোনও ভগবদ্বিগ্রহের সমীপবর্তী হইয়াছেন; তিনি নাম করেন বলিয়া এবং নামে তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে বলিয়া ভগবদ্বিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন না এই প্রকার হইতে পারে না। বিশেষতঃ নিষ্ঠার ভাণ দেখাইয়া ঐকান্তিকতার ছল আশ্রয় করিয়া জ্ঞানবলদুর্ব্বিদগ্ধতার বলে যদি কুতর্কের আশ্রয় করেন যে, "নাম করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, শ্রীবিগ্রহ প্রণামাদি করা নিষ্প্রয়োজন ইত্যাদি”, তাহা হইলে তাহা গুরুতর অপরাধে পর্য্যবসিত হইবে, ইহা ভক্তি শাস্ত্রের সুনির্ণয়। সকলই শ্রীভক্তিদেবীর অঙ্গ, একটি অঙ্গ আশ্রয় করিয়া অপর অঙ্গে আঘাত করিলে ভক্তিদেবীই রুষ্ট হইবেন।
কোনও সদ্বৈষ্ণবের ভক্তিমার্গের সাধনপথে এইরূপ সম্ভব হয় না। যদি হয়, তাহা হইলে তাহা অজ্ঞতার বা অপরাধেরই ফল বুঝিতে হইবে। সুতরাং সৎসাধক ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণব সেবাদিতে দৃঢ়বিশ্বাসী হইলেও অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস বা অনাদর থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহা অপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে। বস্তুতঃ ভক্তিপ্রিয় ভক্তিময়বিগ্রহ শ্রীগুরুবৈষ্ণব চরণ সেবায় নিযুক্ত হইয়া যদি আমি প্রৌঢ়িবাদ পূর্ব্বক জ্ঞানবলদুর্ব্বিদগ্ধতার বলে কোনও ভক্ত্যঙ্গের প্রতি অনাদর বা অবিশ্বাস ভাব পোষণ করি বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে যাঁহাদের সেবা করি বলিয়া অভিমান করিতেছি সেই গুরুবৈষ্ণবেরই অতিশয় অপ্রিয় কাৰ্য্যই করা হইবে।

"ভক্তিপ্রিয় গুরুবৈষ্ণব,” এইটুকু স্মরণ যদি দৃঢ় থাকে তাহা হইলেই আমরা নিষ্কপটে 'বিশ্রম্ভেন' গুরুসেবা বৈষ্ণবসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। গুরুভক্তি বলিতে
হরিগুরুভক্তি এবং বৈষ্ণবভক্তি বলিতে বিষ্ণুবৈষ্ণব ভক্তি, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ
রাখিলে কোন আশঙ্কা থাকে না। কারণ হরিসম্বন্ধ নাই এমন গুরুর গুরুত্বই স্বীকার
করা হয় না। হরিসম্বন্ধ শূন্য বৈষ্ণবই অসম্ভব।

অহো! যাঁহারা নির্হেতু কৃপাবিগলিত হইয়া মাদৃশ অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত
জীবকে স্বীয় মহামহিমময় সঙ্গদানের এবং মহাচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন উপদেশের দ্বারা ভগবদবিস্মৃতির করাল গ্রাস হইতে আকর্ষণ করিয়া ভগবৎসাম্মুখ্য রূপ পরম সুখময় সাম্রাজ্য বৈভবের করাইলেন, যাঁহারা আমাকে ভগবৎস্মৃতি দান করিয়া ভগবদ্ভজনের মূলস্তম্ভস্বরূপ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা বোধ করাইলেন, সেই অকারণ করুণাবরুণনিলয় সৎ
মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তজনের সেবা পরিচর্য্যাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে, এবং যে
শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ শ্রীভগবন্মন্ত্র লাভ করিয়া মন্ত্র ও ইষ্টের সহিত
অভিন্ন জ্ঞানে যাঁহাকে পূজা করিলাম, যাঁহার পরম প্রসাদ লব্ধ মন্ত্রোপদেশে
শ্রীভগবানের সহিত বিশিষ্ট সম্বন্ধান্বিত হইলাম, ভজনের মূলবীজ লাভ করিয়া পরম কৃতার্থতার পথে আরূঢ় হইলাম, যাঁহার কৃপাশক্তি আমার চির ভগবদ্বহির্মুখ কোটি বাড়বানল ত্রিতাপ সন্তপ্ত হৃদয়ে আহিত হইয়া ভগবদ্ ভজনে রুচি শান্তিবারি সিঞ্চন করিল,
যাঁহার প্রসন্নতাই আমার সর্ব্ববিধ সাধন এবং সাধ্যের পরম জীবন স্থানীয়, সেই পরম
করুণ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সেবা পরিচর্য্যাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে যদি আমার কুতর্কাশঙ্কার লেশমাত্র উদয় হয়, তাহা হইলে আমার ভজন পথে সর্ব্বনাশই উপস্থিত
হইয়াছে ইহাই জানিতে হইবে। হায়! যে গুরুবৈষ্ণব কোনও সেবা পরিচর্য্যাদির কোন
অপেক্ষা না রাখিয়াই নির্হেতু কৃপা পরবশ হইয়া মায়াহত দুর্গত জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির ভগবদ্ ভক্তি দান করেন, অহো! তাঁহারাই আবার আমার যৎকিঞ্চিৎ পরিচর্য্যাদির আভাস
মাত্র গ্রহণ করিয়া আমার পরিচর্য্যা গ্রহণ লিপ্সায় এমনি অন্ধ হইয়া পড়িবেন, এমনি পরিচর্য্যাদি সুখ লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিবেন যে নিজ প্রদত্ত
স্বীয়েষ্টমন্ত্রজপাদি, স্বীয়েষ্টকৃষ্ণার্চ্চনাদি,
স্বীয়েষ্টশ্রবণকীর্ত্তনাদি ভগবদ্ভক্তি ছাড়াইয়া আমাকে ভগবদ্বহির্ম্মুখ করাইয়া
কেবল নিজ সুখের জন্য নিজ মায়িক পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিবেন! এই প্রকার আশঙ্কার বীজ এবং সন্দেহশঙ্কু হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া যদিও আমি যৎকিঞ্চিৎ গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যার ভাণ করি, তাহা হইলে সত্যই কি শ্রীলরূপগোস্বামিপাদের "বিশ্রম্ভেন গুরুসেবা” উক্তির প্রকৃত ফল লাভ করিব? বা সদ্বৈষ্ণব এই প্রকার আচরণ করেন বা করিবেন ইহা সম্ভব হয় না। হাঁ, আমা তুল্য কোনও হতভাগ্য বঞ্চক ব্যক্তি লাভ যশ আদির কামনায় অন্ধ হইয়া ছদ্ম বৈষ্ণববেশের অভিনয়ে ছল চাতুরী দ্বারা গুরুপদে আরূঢ় হইলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। অথবা সৎ-মহদ-বৈষ্ণবত্বের দাবীতে আচার্য্যোপদেষ্টার পদের

লালসায় লুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব নাম ধারণ করিলে নানাবিধ উপায়ে ধনজন পরিচর্য্যাদি সহজেই লভ্য হয় মনে করিয়া কপট বৈষ্ণববেশধারী কেবলমাত্র লোকবঞ্চনাশীল ব্যক্তিতে ইহা কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে। যদি এই প্রকার সম্ভব হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণসেবানুপদেষ্টা প্রত্যুত কৃষ্ণভক্তির বিঘাতক গুরুনামধারী ব্যক্তি সেব্যই হইতে পারে না। তাদৃশ ছদ্ম বৈষ্ণবও সেব্য হইতে পারে না। যাঁহারা সত্য ভগবদ্ভক্তির যৎ কিঞ্চিৎ সাধনও করেন, অন্ততঃ তাঁহারা নিজেদেরও ভক্তিদেবীতে অপরাধের আশঙ্কা করিয়াও স্বীয় শিষ্যকে বা সাধকব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া ভগবদ্বিমুখকর তুচ্ছ মায়িক নিজ পরিচর্য্যাদিতে কেবল নিয়োজিত করিতে নিশ্চয়ই ভীত হইবেন। গুরুবৈষ্ণব সম্বন্ধে কি এতটুকু বিশ্বাস আমরা পোষণ করিতে পারি না? গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যা বা আনুকূল্য করা মায়িক কার্য্য মনে করিয়া আশঙ্কা উত্থাপিত করিলে গুরুতর অপরাধই আপতিত হইবে।

পূর্ব্বে শ্রীগুরুসেবার মহিমা যে প্রকার বলা হইয়াছে, মহত্তম
বৈষ্ণব সেবার মহিমাও সেইপ্রকার জানিতে হইবে। গুরুসেবার আচরণের ন্যায় মহত্তম বৈষ্ণব সেবার আচরণও জানিবে। অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত থাকা কালে শিষ্য স্বতন্ত্রভাবে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনের জন্য যেমন অপেক্ষা করিবে না পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তেমনই মহত্তম বৈষ্ণবের পরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিও বৈষ্ণবসেবার শৈথিল্য করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অন্য ভজনের স্বতন্ত্রভাবে অপেক্ষা করিবে না। কেননা, কৃষ্ণসেবা হইতে বৈষ্ণবসেবা বড়, “মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা”, 'মদ্ভক্তানাং পূজা মত্তোহপ্যধিকা, বিশেষেণ কাৰ্য্যা' ইতি টীকা। দূর হইতেও তাঁহাদের কথঞ্চিৎ সেবা দ্বারাও জীব পরম কৃতার্থতার পথে উন্নীত হয়, তাঁহাদের সেবার ফলে কৃষ্ণচন্দ্র নিজসেবাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হয়েন। শ্রীগুরুসেবার ফলের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণব সেবাতেও নিযুক্ত সাধকের কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভজনের ফলই লাভ হয়। বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত থাকিলে, সেই বৈষ্ণব যে সকল ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানাদি করেন, বৈষ্ণবানুষ্ঠিত সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদির যথাযোগ্যানুকূল্য দ্বারাই ঐ সাধকের ভজন সম্পন্ন হয়। “বৈষ্ণব জন ভগবৎপ্রিয় জন,” বৈষ্ণবজনের দর্শন, স্পর্শন, শুশ্রূষণ, সম্ভাষণাদিময় সঙ্গও একটি প্রধান ভজনাঙ্গ। বৈষ্ণবের সঙ্গরূপ ভগবদ্ ভক্ত্যঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন এবং সাধ্য। সুতরাং তাঁহাদের পরিচর্য্যাদি সেবাও যে নিখিল সাধন মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ কি? গুরুতে যেমন সাক্ষাদ্ভগবদবুদ্ধি করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, মহাভাগবত বৈষ্ণবের পূজাদিতেও সেই প্রকার সাক্ষাদ্ভগববুদ্ধি করিবে। "পূজাদৌ ভগবদ্ভাগবতয়োরভেদাৎ” -- বৃহৎ তোষণী, ১০।৮ ।

করুন — শ্রীগুরুদেব বা কোন সদ্বৈষ্ণব কোনও ভক্তিপরায়ণ শিষ্য বা
সাধকের গৃহে আগমন করিলেন, তখন সেই শিষ্য বা সাধক ব্যক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণব পরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শ্রীগুরু বা বৈষ্ণব যখন ভগবন্নাম গুণাদির কীর্ত্তন করিবেন, তখন সেই শিষ্য বা সাধক ব্যক্তিও সেই কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনই করিবেন বা কীর্ত্তনের আনুকূল্যই করিবেন। সৎশিষ্য অথবা সাধক ব্যক্তি কি তাহা করিবেন না? তাহা না করিলে গুরুবৈষ্ণব সেবার মহা ত্রুটিই হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব যখন ভগবচ্চরিতাদির ভগবৎসাধনাদির কীর্ত্তনোপদেশ করিবেন, শিষ্য সাধক ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণব মুখনিঃসৃত ভগবচ্চরিতোপদেশাদির শ্রবণ মননাদি বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই করিবেন, সানন্দে অনুমোদনাদিই করিবেন। সৎশিষ্য কিম্বা সাধক ব্যক্তি কি তাহা করিবেন না? শ্রী গুরু বৈষ্ণব ভগবদর্চ্চন করিবেন। শিষ্য বা সাধক ব্যক্তি পুষ্পতুলস্যাদির চয়ন, ধূপ, দীপ নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ, অর্চ্চনের স্থান মার্জন লেপন প্রভৃতি করিবেন। শিষ্য বা সাধক কি তাহা করিবেন না? গুরু বৈষ্ণব কর্তৃক শ্রীভগবদর্চ্চন ভোগারত্রিকাদি স্তবপাঠাদি ভক্ত্যঙ্গের যাহা অনুষ্ঠান হয়, শিষ্য বা সাধক তাহা সশ্রদ্ধ দর্শন শ্রবণ প্রণামাদি দ্বারা সৎকারই করিবেন। সৎশিষ্য বা সাধক তাহা না করিয়া পারেন কি? যদি না করেন তাহা হইলে ত গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যই করা হইল না। অথবা গুরুবৈষ্ণবই কি শিষ্য বা সাধক ব্যক্তিকে নিষেধ করিবেন যে, “তুমি আমার অনুষ্ঠিত ভক্ত্যঙ্গ সাধনে যোগদান করিও না। কেবলমাত্র আমার পরিচর্য্যাই করিবে।” ইহা কি সম্ভব হয়? বিশেষতঃ -- “পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে উপশমাশ্রয়ঃ” সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপর শ্রীবৈষ্ণববর গুরুতে এই আশঙ্কা বৃথা। বস্তুতঃ গুরুবৈষ্ণবের পাদপ্রক্ষালন, পাদসম্বাহন, স্নপন, গাত্রমার্জ্জনাদি পরিচর্য্যা করা যেমন গুরুবৈষ্ণব সেবা, তেমনই গুরুবৈষ্ণবের অনুষ্ঠিত ভগবদ্ভজনের যথাবিহিত আনুকূল্য করাও গুরুবৈষ্ণব সেবা; ইহা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গুরুসেবার নিযুক্ত সৎশিষ্যের বা বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত সৎসাধকের এই প্রকারে 'গুরুবৈষ্ণব সেবার আনুকূল্যের দ্বার দিয়া যে সকল শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজন স্বতঃই অনুষ্ঠিত হয়, একমাত্র তাহার দ্বারাই ভক্তি সাধনের ফল ভগবৎপাদপদ্মে প্রেমভক্তিও লাভ হয়। নিরপরাধে গুরুবৈষ্ণব সেবার দ্বারা অচিরেই ভজনের ফল ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ হয়। সর্ব্ববিধ ভগবদ্ ভজনের গুরুবৈষ্ণবই মূল আশ্রয়। তাঁহারা সন্নিহিত থাকিলে তাঁহাদের সেবা পরিচর্য্যাদি ভজনকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা করিলে ভজনের মূলে গুরুতর আঘাতই লাগিবে, এইটিই বিশেষ ভাবিবার বিষয়। এই মূলাশ্রয়ে যাহাতে আঘাত না লাগে সৎসাধক ব্যক্তি তাহার উপরে সতত লক্ষ্য রাখিবেন। তাদৃশ গুরুবৈষ্ণব পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট তাঁহাদের সাক্ষাৎ সাহচর্য্যে যে ভগবদ্ ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদি স্বতঃ অনুষ্ঠিত হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যাদিতে শৈথিল্য করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিপ্রকৃষ্ট অন্য ভগবদ্ ভজনের অপেক্ষা করিবে না, তাই

চক্রবর্তিপাদ “ইত্যুপদেশঃ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভক্তিমার্গে সাধকের প্রতি উপদেশই করা হইল যে, গুরুসেবায় শৈথিল্য করিয়া ভগবৎসন্তোষের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে অন্য ভগবদ্ভজন অর্থাৎ গুরুপরিচর্য্যানুসঙ্গিক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভগবদ্ভজন ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনের অপেক্ষা করিবে না। ইহা উপদেশই, এবং উপদেশ হেতু সর্ব্বদা পালনীয়ই। মহত্তম বৈষ্ণব সেবাতেও এই উপদেশ বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গুরু সেবার অবিরোধে অর্থাৎ সেবার শৈথিল্য না
করিয়া গুরু পরিচর্য্যার সময়ান্তরে গুরুর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ, নিয়মিত শ্রীবিগ্রহার্চ্চনাদি করিবে। ইহার নিষেধ করা হয় নাই। এই প্রকার মহত্তম বৈষ্ণব সেবার অবিরোধে সেবা পরিচর্য্যার সময়ান্তরে বৈষ্ণবের আদেশ গ্রহণ করিয়া গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ ও নিয়মিত শ্রীবিগ্রহার্চ্চনাদি করিবে। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে গুরু বৈষ্ণব গৃহে আগমন করিয়াছেন বা গুরু বৈষ্ণবের নিকট শিষ্য বা সাধক গিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে দুই একবার গুরু বৈষ্ণবকে একটি প্রণাম এবং সেবার কিছু চাল ডাল ইত্যাদি দিয়া অবশিষ্ট সময় গল্পগুজব বা ক্রীড়াদি দ্বারা অথবা ধনজনাদি বিষয়ক কৰ্ম্মদ্বারাই কর্ত্তন করিলেন, শ্রীভগবন্মন্ত্র জপাদি, শ্রীভগবদৰ্চ্চনাহ্নিকাদি করিলেন না, গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে আর পৃথক্ সাধনভজনের অপেক্ষা থাকে না ইত্যাদি বলিয়া বিষয় কার্য্যাদিতে দ্বিগুণ তর মনোযোগ দিলেন, এই প্রকার বিধিও এস্থলে দেওয়া হয় নাই। এই প্রকার ব্যবহার বা মনোভাব একান্ত বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যথা কথঞ্চিৎ সৎসেবার আনুকূল্য বলিয়া প্রশংসাহ বা ভাবী ভক্তিভজন -- সৌভাগ্যোদয়ের যৎকিঞ্চিৎ হেতু হইতে পারে বটে, কিন্তু ভজনলিপ্সু সৎশিষ্য বা সৎসাধকের পক্ষে ইহা কাপট্যই হইবে। ইষ্টমন্ত্রাদির জপাদি না করায় প্রত্যবায়ও হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে গুরুসেবাই বলুন আর বৈষ্ণবসেবাই বলুন, অথবা শ্রীবিগ্রহার্চ্চন মন্ত্রজপ কীর্ত্তন শ্রবণ স্মরণাদিই বলুন যে কোনও ভক্ত্যঙ্গ সাধনে সাধকের কাপট্যশূন্য হওয়া চাই। কাপট্য থাকিলে অপরাধই সঞ্চিত হয়। তাই শ্রীলঠাকুর নরোত্তম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় আক্ষেপ করিয়া লোকশিক্ষার্থে বলিতেছেন, “যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হইনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।” শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, “অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্ত্তয্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।” নিষ্কপটে ভগবদ্ ভক্তি ধর্ম্মের যে কোনও অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই নিষ্ঠা দ্বারা জীব চরম কৃতার্থ হইতে পারে। “এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈতে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥” গুরু বৈষ্ণব সেবাও প্রধান ভক্ত্যঙ্গই। ইহাও ভগবদ্ ভজনেরই স্বরূপ মনে রাখিয়া নিষ্কপটে তাঁহাদের সেবা করিতে পারিলে সাধকের সর্ব্ববিধ ভক্তির সাধন সাধ্যার্থ লাভ হয়। যাবতীয় অপরাধের মূল নিদানই কাপট্য, ইহা সতত স্মরণ রাখা প্রয়োজন কাপট্য পূর্ব্বক যে গুরুবৈষ্ণব

সেবা তাহাতে মুখ্য ফল ভগবৎপ্রীতিলাভ সুদূর হইয়া পড়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবা বিনা ভজনই সিদ্ধ হইতে পারে না। করুণাই ভগবদ্ভক্তি লাভের বীজরূপ হেতু। ভক্তির বীজ লাভকরিয়াও ভক্তিভজনে তাঁহাদের প্রসন্নতা চাই। তাঁহারা স্বতঃসকরুণ হইলেও আমরা যদি তাঁহাদের সেবা না করি, তাঁহাদের চরণে বিশ্বাসবান্ না হই, যদি নিষ্কপট না হই, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতা বিষ জ্বালায় আমাদের ভক্তি বীজাঙ্কুর শুষ্ক হইয়া যাইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিষয়ে আমাদের অকৃতজ্ঞতা দোষে যাহাতে ভক্তির
বীজ শুষ্ক না হইতে পারে তাহার জন্য শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীগুরুমহিমা আলোচনা করা সতত কর্ত্তব্য। গুরুবস্তুর স্বরূপ তত্ত্ব কৃপাদির মহিমামৃতে আমাদের মনকে অবগাহন করাইতে পারিলে, আর অকৃতজ্ঞতাবিষে জর্জ্জরিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। গুরুমহিমাসিন্ধু মন্থন করিয়া শ্রীলঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতে যে পরমামৃতসার আমাদিগের পরম হিতের জন্য পরিবেশন করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুমহিমামৃতসার উপদেশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান সনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে ॥

শ্রীলঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরুদেবকে "কেবল ভকতি সদ্ম” বলিয়া প্রথমতঃ
গুরুর স্বরূপ নিরূপণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মহিমাও উদঘাটিত করিলেন। অহো! ভগবদ্ভক্তিময় ভগবদ্ভক্তাবতার বিগ্রহ শ্রীগুরুচরণ শুদ্ধভক্তির আগারই, অর্থাৎ সাধন ভক্তি এবং সাধ্য প্রেমভক্তির গৃহ অর্থাৎ আবাসস্থল। এই শুদ্ধভক্তির নিদান ভূমি শ্রীগুরুচরণে সদাশ্রয় হইতেই জীবের শুদ্ধভক্তির ভজনামৃত লাভ হয়। আবার অবিশ্বাস অকৃতজ্ঞতাদোষে অপরাধ বীজ সঞ্চিত হইয়া ভক্তিভজনকে মৃতপ্রায় শুষ্ক করিয়াও দেয়। সুতরাং সাবধানে ভক্তির নিদানভূমি শ্রীগুরুচরণের আরাধনা করিবে। ভক্তিময় গুরুচরণের ভক্তি বলেই জীবের সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক সপ্রেমভগবৎপ্রাপ্তি অনায়াসেই সিদ্ধ হয়। প্রয়োজন জ্ঞান এবং প্রয়োজনের ইচ্ছাই প্রবৃত্তির জনক হয়। ভগবদ্ভক্তির ভজন সাধনে যে প্রবৃত্তি, যদি সেই ভজন সাধনে প্রয়োজন সিদ্ধি জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে সেই সাধনে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবমতে সামান্যতঃ “সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বক সপ্রেমভগবৎপ্রাপ্তিই” পুরুষার্থরূপে নিরূপিত হইয়াছে। ইহাই ভক্তিশাস্ত্র মতে প্রয়োজন। এখন দেখিতে হইবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মবন্দনাদি আরাধনারূপ সাধনে উক্ত

পুরুষার্থরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় কি না। শ্রীলঠাকুর মহাশয় এই সন্দেহ নিরসন করিয়া গুরুর স্বরূপটী নির্ণয় করিয়াছেন, এবং গুরুর আরাধনায় গুরুর প্রসন্নতার ফলে এই পরম প্রয়োজন অনায়াসেই সিদ্ধ হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন। কেননা শ্রীগুরুদেব স্বয়ংই "কেবল ভকতি সদ্ম।” যিনি শুদ্ধভক্তিময়বিগ্রহ ভক্তির আগার সেই গুরু বিগ্রহের শ্রীচরণ আরাধনায় সাধন সাধ্য উভয়বিধ ভক্তিই লাভ হয় এবং তাহার ফলে সেই ভক্তিময়বিগ্রহ গুরুর প্রসন্নতাই সংসার দুঃখ নিবৃত্তিপূর্ব্বক সপ্রেমভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরম প্রয়োজন অনায়াসে সিদ্ধ করে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সার উপদেশ।

গুরু মুখ পদ্ম বাক্য হৃদি করি মহা শক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু চরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা॥

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিময়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত,
শ্রীভগবৎপ্রাপনে মহাশক্তিসম্পন্ন, শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রেমরস তত্ত্বোপদেশ বাক্যকেই হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তদ্ভিন্ন অন্য আশা পরিত্যাগ করিবারই উপদেশ এস্থলে দান করিলেন। শ্রীগুরূপদিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমরস রূপ তত্ত্ব সমূহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা শ্রীগুরু পাদপদ্মে রতি বিধান করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুচরণে অকপট ভক্তির বলেই যাবতীয় প্রাপ্য বস্তু সমূহের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর চরণ কমলের সম্বাহনাদিরূপ প্রেমসেবাদি অনায়াসেই লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।
এস্থলে শ্রীগুরুচরণে রতি হইলে অর্থাৎ গুরু মহিমামৃতে চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়া গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠাময় ভক্তিরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলে, এবং ভগবদ্ভক্তির তৃষ্ণাধিক্যে, ভক্তিময় গুরুবিগ্রহে সাধকের চিত্তবৃত্তিটি ভাবতন্ময়তা লাভ করিলে অনায়াসেই উত্তমা গতি লাভ হয়। এস্থলে "শ্রীগুরুচরণে রতি” এবং "উত্তমা গতি” এই দুইটিকে অভিন্নরূপে নির্দেশ করিয়া শ্রীগুরুদেবে রতিই একমাত্র পরম সাধন এবং সাধ্য এই উভয়ই দেখাইলেন। এখানে হেতু ও হেতুমৎ ভাবে শ্রীগুরুচরণনিষ্ঠা রতি এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপা উত্তমা গতি এই দুইএর অভিন্ন প্রয়োগ করিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতির সহিত ভগবৎপ্রাপ্তির অবিনাভাব সম্বন্ধও দেখাইলেন। তাৎপর্য্যার্থ এই, যে স্থলে শ্রীগুরুচরণে প্রীতিময়ী ভক্তি আছে সে স্থলে অব্যভিচারিণী রূপে উত্তমা গতিও আছে। "যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা "---- যাঁহার প্রসাদে অর্থাৎ যিনি প্রসন্ন হইলে শ্রীবৃন্দাবনে মণিনিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধামদনগোপালের প্রেমসেবারূপ আশা পূর্ণ হয়। তাৎপর্য্যার্থ এই, -- তাদৃশ

শ্রীরাধামাধবের স্বাভীষ্ট প্রেমসেবা একমাত্র শ্রীগুরুদেবের প্রসাদেই লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রীগুরুকৃপার মহিমাই দেখাইলেন।

চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হইতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

যিনি সংসারার্ণব তারণ পূর্ব্বক চৰ্ম্ম চক্ষু অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি রহিত চক্ষুর উন্মোচন করিয়া, পরতত্ত্ব অবলোকনের যোগ্য দিব্যচক্ষু দান করিয়াছেন, যিনি প্রসন্ন হইলে, যাঁহার কৃপাশক্তি হৃদয়ে আহিত হইয়া, কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণরূপ দিব্যজ্ঞান হৃদয়ে সাক্ষাৎকার হয়, সেই কৃষ্ণপ্রেম-দাতা, কৃষ্ণজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুই জন্মে জন্মে আমার প্রভু, জন্মে জন্মে আমি তাঁহার দাস। ইহার দ্বারায় গুরুর সহিত শিষ্যের সেব্য সেবক ভাব সম্বন্ধ এবং গুরুচরণে কৃতজ্ঞতার চরম দেখাইলেন। “বেদে গায় যাঁহার চরিত”, বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে যাঁহার চরিত অর্থাৎ স্বভাব মহিমা ভূয়োভূয়ঃ বর্ণিত আছে। যাঁহার কৃপা হইতে প্রেমভক্তিলাভ হয়, সমূলে অবিদ্যা বিনষ্ট হয়, যাঁহার এই চরিত বেদ সর্ব্বদা গান করিতেছেন। "আচাৰ্য্যবান্ পুরুষো বেদ।” কৃতগুর্ব্বাশ্রয়ন এবং গুরুসেবী অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক গুরুসেবী ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয়েন। “যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্য়র্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” শ্বেতাশ্বতর। শ্রী হরিতে এবং শ্রীগুরুতে সমভক্তিমান্ ব্যক্তি যে বেদাদি পাঠ করেন, হরিগুরুভক্তি প্রভাবেই তাঁহার নিকট সেই বেদার্থ স্ফুরিত হয়, অর্থাৎ সেই বেদার্থ ভগবৎসাক্ষাৎকার ফলের যোগ্য হয়। যাহারা মাত্র জীবিকার নিমিত্ত হরিগুরুভক্তিরহিত হইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করে, তাহাদের নিকট তাহা প্রকাশিত হয় না। “প্রকাশন্তে” এই স্থলে "প্র” শব্দের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, হরিগুরুভক্তি দ্বারা গুরু প্রসন্ন হইলে শ্রীগুরু প্রসাদে বেদার্থ প্রকাশিত হয়। গুরুসেবা এবং গুরুভক্তি দ্বারা গুরু প্রসন্ন হইয়া বিদ্যা দান করিলেই বিদ্যা দান হয়। ছল বলাদি দ্বারা কৌশলে কাপট্যপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিলেও বস্তুতঃ সে স্থলে গুরুর বিদ্যাদানও হয় না আর প্রকৃত শাস্ত্রার্থও প্রকাশ পায় না। "বেদে গায় যাঁহার চরিত”- সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদে আখ্যায়িকা আছে যথা,-জননী জাবালা প্রেরিত হইয়া সত্যকাম জাবাল ব্রহ্মবিদ্যা লাভের নিমিত্ত গৌতমের নিকট উপস্থিত হইলে গৌতম তাঁহাকে উপনীত করিয়া গোরক্ষণাদি সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এইরূপ গুরুসেবা কার্য্যে গুরুনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া ঋষভ, অগ্নি, হংসাদি ধৰ্ম্মরূপ সকল সত্যকাম জাবালকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। সত্যকাম তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা

লাভ করিয়াও স্বীয় গুরু গৌতমকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপকৌশল সত্যকামের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সত্যকাম উপকৌশলকে অগ্নির আহরণাদি পরিচর্যা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। উপকৌশলের গুরুনিষ্ঠায় অগ্নি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিদ্যা দান করেন। অগ্নি হইতে বিদ্যালাভ করিয়াও উপকৌশল সত্যকামকে প্রসন্ন করিয়া সত্যকাম হইতে পুনর্ব্বার ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করেন ইতি। প্রিয় পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অন্ততঃ পয়ার মহাভারত পাঠ করিয়াছেন। বেদানুগত শ্রীমহাভারতোক্ত উপমন্য, উতঙ্ক, উদ্দালকের গুরুসেবা গুরুনিষ্ঠার অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা অনেকেরই জানা আছে।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের “বন্দো মুঞি সাবধান সনে” এই উক্তির একটি
গভীর অর্থ আছে। অনেক স্থলে গুরুভক্তিপরায়ণ সাধকের বুদ্ধির ভ্রংশ জন্মাইয়া দেবতা সকল সাধকের গুরুভক্তিকে মন্দীভূত করিয়া দেন। তাহার কারণ এই যে, দেবতারা মনে করেন, এই গুরুভক্তিনৈষ্ঠিক শিষ্য অসাধারণশক্তি গুরুভক্তির বলে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পরমপদ শ্রীভগবানকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ইহাকে গুরুভক্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলে আমাদিগকে আর অতিক্রম করিতে পারিবে না। হরি! হরি! যদি দেবতাই এই প্রকার মৎসরী হইয়া সাধকের গুরুভক্তি মন্দীভূত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরোৎকর্ষাসহমান, খলপ্রকৃতিক, লাভ যশঃ আদি তুচ্ছ স্বার্থে অন্ধীভূত মনুষ্য যে নৈষ্ঠিক গুরুভক্তের গুরুভক্তিকে মন্দীভূত করিবার নানাবিধ অপকৌশলের আশ্রয় করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব তদ্বিষয়েও সাবধান হইয়া অবিচলিত ভক্তিসহকারে সাধু শাস্ত্র সহায়ে গুরুপাদপদ্মের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবে। তাহা হইলে তাদৃশ সুসহায়বান্ সাধকের গুরুভক্তিকে দেবতা বা মনুষ্য আর মন্দীভূত করিতে পারিবে না।

"সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্নোহতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্ ॥”

“বেদে গায় যাঁহার চরিত” -- বেদানুগত শাস্ত্রে এবং স্বয়ং বেদে অশেষ বিশেষে শ্রীগুরুভক্তির মহিমা গীত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে গোস্বামিপাদধৃত বেদান্তগত পুরাণাদিশাস্ত্রপ্রমাণ সহ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত এ স্থলে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। যথাঃ – ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী বলিতেছেন, "তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিধ্যতি, -- শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদং॥ ইতি গারুড়াৎ। তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং

কুৰ্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্বস্বনানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্।”

অস্যার্থঃ -- পূর্ব্বে গোস্বামিপাদ প্রক্রমানুসারে শরণাপত্তিরূপ
ভক্ত্যঙ্গের স্বরূপ এবং মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। তারপরই বলিতেছেন, যাঁহারা ধ্যানযোগাদিবর্জিত হইয়াও কেবলমাত্র শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সেই প্রসিদ্ধ ভগবৎস্থান প্রাপ্ত হন। এই গরুড়পুরাণের বচন বলে যদিও একমাত্র শরণাপত্তির দ্বারায় সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ইহা পাওয়া যাইতেছে, তথাপি ভগবদ্ভক্তিভজনরসে বৈশিষ্ট্য লিপ্সু ব্যক্তি যদি সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টা শিক্ষাগুরুর অথবা ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা দীক্ষাগুরুর বিশেষভাবে নিত্যই সেবা করিবেন। "হি” অর্থাৎ যেহেতু নানা প্রতিকারের দ্বারা দুস্ত্যজ যে অনর্থসমূহ, সেই অনর্থসমূহের নাশ বিষয়ে এবং ভগবৎপরমপ্রসন্নতার সিদ্ধি বিষয়ে গুরুর প্রসন্নতাই মূল কারণ। এস্থলে দেখা যায়, ভজনমার্গে প্রবর্তিত সাধকের ভজনদশাতে নানা প্রকার গুরুতর অনর্থের উদয় হইয়া থাকে, যাহা সাধকের নিজের নানা প্রকার প্রতীকার দ্বারাও দুস্ত্যজ। সেই অনর্থসমূহ নাশের একমাত্র মূল কারণ গুরুর প্রসন্নতা। আবার শ্রীভগবানের পরমপ্রসন্নতা সিদ্ধি বিষয়েও গুরুর প্রসন্নতাই একমাত্র মূল কারণ। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভগবদ্ভক্তির সাধন এবং তাহার ফল অর্থাৎ সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বক সপ্রেমভগবৎপ্রাপ্তি, এতদুভয়ের সর্বত্রই শ্রীগুরুর প্রসাদই মূল কারণ। এস্থলে "হি” এই শব্দের তাৎপর্য্য এই -- যেহেতু সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বক সপ্রেমভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরমপুরুষার্থের সিদ্ধির মূল কারণ শ্রীগুরুপ্রসাদ, সেই হেতুই গুরুপ্রসন্নতার উপায় যে গুরু সেবা তাহা অবশ্য কর্তব্যে পরিণত হইতেছে। অতএব “শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুৰ্য্যাৎ” এই বিধিবাক্যের সার্থকতা হইল। পাঠকগণ বিচার করিবেন "গুরুসেবাই” এস্থলে বিধেয়। গোস্বামিপাদ "বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ” এস্থলে গুরুসেবায় এই "বিশেষতঃ” পদটির প্রয়োগ করিলেন কেন? ইহা ভাবিবার বিষয়। "বিশেষতঃ সেবা” বলিলে সামান্যতঃ সেবারও স্মরণ হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্রীগুরুসেবার সামান্য বিশেষভাবে দুইটি ভেদ হইতেছে। সামান্য সেবা কাহাকে বলে এবং বিশেষ সেবাই বা কাহাকে বলে? তাহাও এস্থলে বুঝা প্রয়োজন। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, শ্রীগুরুপ্রসন্নতা বিনা ভগবদ্ভক্তিভজন কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত। সাধনমার্গে সাধকের নিষ্কপট গুরুসেবা দ্বারায় গুরুপ্রসন্নতা লাভ করিবার ব্যবস্থাই শাস্ত্রে দেখা যায়। এই গুরুসেবা দ্বিবিধরূপে হইতে পারে। সামান্যরূপে গুরুসেবায় গুরুপ্রসন্নতাক্রমে সাধকের ভজন সিদ্ধ হইতেও পারে। আবার বিশেষরূপে গুরুসেবার দ্বারাও গুরুপ্রসন্নতাক্রমে ভজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুরুপ্রসন্নতা বিনা ভজন সিদ্ধ হয় না। কারণ দুস্ত্যজানর্থহানি

এবং ভগবৎপরমপ্রসাদসিদ্ধি বিষয়ে "তৎপ্রসাদো হি মূলম্”। গোস্বামীর এই বাক্যে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখন বিচার্য্য বিষয় এই সামান্যতঃ গুরুসেবা কি? শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে দেখা যায় -- ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনের অন্তর্ভূতরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীগুরু স্মরণ ধ্যান, গুরুগুণ কীর্ত্তন শ্রবণ, গুর্ব্বর্চ্চনাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। যেমন মনে করুন, সাধকব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আচমনাদিপূর্ব্বক কৃষ্ণ কীর্ত্তন স্মরণ স্তবপাঠাদি করিবেন, সে স্থলে আছে ---

"অথেচ্ছন পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধি্ন ধ্যাত্বা গুরোঃ পদং।
স্ত্তত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরং শ্চৈতছ দীরয়েৎ ॥”

অর্থাৎ বাহ্যিক আচমন করিয়াও সাধক ব্যক্তি বাহ্যাভ্যন্তরের
উৎকৃষ্ট শুদ্ধির ইচ্ছা করতঃ মস্তকে গুরুর ধ্যান করিবেন এবং গুরুর স্তোত্রাদি পাঠ করিবেনী তদনন্তর কৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন। প্রাতঃস্নানাদিতেও সাধকের শ্রীগুরুপাদোদক দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। গৃহ স্নান বিধিতে সাধকের আচমন পূর্ব্বক গুরুকে স্মরণ করিয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

"অথাচম্য গুরুং স্মৃত্বানুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ব্ববৎ।
কৃষ্ণপাদাব্জতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধি্ন, চিন্তয়েৎ ॥"

পূজাকালেও প্রথমে গুরুপূজার কর্ত্তব্যতা, যথাঃ-

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।”

আসনশুদ্ধি বিঘ্ননিবারণাদির অন্তে শ্রীগুরুর নতিবিধান শাস্ত্রে আছে। তদনন্তর আবার নিজ দেহে পীঠ পূজায় "গুরুং মূর্দ্ধি্ন” ইত্যাদিতে নিজ মস্তকে গুরুপূজার বিধান আছে। আবার বহির্যাগ বিধিতেও গুরুপাদুকা পূজার কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে, যথা,---

"পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরুন গুরুপাদুকান্।”

এই প্রকার ভক্তিপরায়ণ সাধকের মাসিককৃত্য ভক্তিসাধন জন্মাষ্টম্যাদির অর্চ্চনাদি প্রসঙ্গেও সর্ব্বত্রই গুরুপূজা গুরুস্মরণের

ব্যবস্থা আছে। যে স্থলে তগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণার্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধন মুখ্য হইয়া অর্থাৎ অঙ্গী হইয়া তদন্তর্ভূত শ্রীগুরু স্মরণাদি সেবাটী অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই সামান্যতঃ গুরুসেবা বলা যায়। এই প্রকার গুরুস্মরণ পূজন কীর্ত্তনাদিরূপ গুরুভক্তি সহচররূপে থাকিয়া যে ভগবচ্ছ্রবণ কীর্তনাদি ভজনাঙ্গ সাধকের সাধিত হয় তাহার ফলরূপেই ভগবৎপ্রেমভক্তি লাভ হয়। গুরুভক্তিসমন্বিত ভগবদ্ভজনই সফল হয়। ইহাই সাধনরাজ্যের নিয়ম। এস্থলে নিষ্কপট গুরুভক্তিই ভগবদ্ভজনের সহচররূপে থাকা চাই। মোট কথা যে কোন ভক্ত্যঙ্গেরই মুখ্যরূপে সাধন করা যাউক না কেন, নিষ্কপট গুরুভক্তি সহকৃত না হইলে তাহা প্রকৃত সফল হয় না। কেননা "তৎপ্রসাদো হি মূলং” ইহা স্মরণ রাখুন। ইহাই সামান্যতঃ গুরুসেবা।

এখন “বিশেষতঃ গুরুসেবা” কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে একবার চেষ্টা করা
যাউক। যে স্থলে গুরুকে প্রত্যক্ষ বিষয় করিয়া গুরু পরিচর্য্যা ও গুরুর সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গাদি সেবাটি মুখ্য হইয়া ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণার্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহ গুরু পরিচর্য্যাদি সেবার আনুষঙ্গিকরূপে অন্তর্ভূত হয় তাহাই বিশেষ গুরুসেবা। গুরু পরিচর্য্যাদি প্রধানরূপে অঙ্গী স্বরূপ হয়, ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চনাদি অন্য ভগবদ্ভজনাঙ্গ তাহার অঙ্গরূপ হয়, ইহাই বিশেষ গুরুসেবা। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তির অঙ্গ লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিবেন। ভক্ত্যঙ্গলক্ষণ যথা, ---

"আশ্রিতাবান্তরানেকভেদং কেবলমেব বা। একং কৰ্ম্মাত্র বিদ্বদ্ভিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে ॥”

অর্থাৎ যাহার অবান্তর ভেদ অনেক প্রকার লক্ষিত হয়, অথবা যাহাতে স্বগত
ভেদ থাকিলেও তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না, বিদ্বান্ সকল এতাদৃশ ভক্তির এক একটি কৰ্ম্মকে একৈক অঙ্গ বলিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্তস্থল — মনে করুন — অর্চ্চন একটি ভক্তির অঙ্গ, ইহার অবান্তর ভেদ অর্থাৎ প্রধান যে কৃষ্ণার্চ্চন ক্রিয়াটি তাহার অন্তর্ভূত জপধ্যানাদি অনেক 'অবান্তর ভেদ সুস্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু ঐ অর্চ্চনান্তর্গত জপধ্যানাদিকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র অঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করিয়া অর্চ্চনকেই প্রধানরূপে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। কিন্তু এস্থলে জপধ্যানাদি অর্চ্চনের অবান্তর ভেদে অঙ্গ হইলেও, আবার জপাঙ্গ প্রধান হইলে, অর্চ্চন তাহার অঙ্গ হয়। সুতরাং অর্চ্চন প্রধানে জপ অঙ্গ; আবার জপ প্রধানে অর্চ্চন অঙ্গ। আবার শুদ্ধ জপ, ধ্যান, এইরূপে যখন বলা যায় তখন ইহারা আবার পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভক্তির এক একটী অঙ্গই হয়। আবার যেমন গুরুপাদাশ্রয় একটি ভক্তির অঙ্গ,

যেমন গুরুদর্শন করা মাত্রেই অভ্যুত্থান করা ভক্তির একটি অঙ্গ, কিন্তু ঐ জাতীয় ভক্ত্যঙ্গের স্বগত অবান্তর ভেদ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপে ভক্তির কোন অঙ্গ কোথাও মুখ্য হইয়া অন্য যথাযোগ্য অঙ্গকে নিজের আনুষঙ্গিকরূপে অন্তর্ভূত করিয়া রাখে। ভক্ত্যঙ্গের রহস্য এই।

এস্থলে গোস্বামিপাদ "শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ
সেবাং কুৰ্য্যাৎ” বলায় গুরুপরিচর্য্যাদি প্রধানরূপে অঙ্গী হইয়া যে গুরুসেবা প্রতীয়মান হয় তাহাকেই বুঝাইলেন। নতুবা "বিশেষতঃ” এই পদটির কোন সার্থকতাই থাকে না। কারণ গুরুর অর্চ্চন, গুরুগুণশ্রবণ, গুরুস্মরণ, প্রণামাদি সেবা প্রাত্যহিক ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চন স্মরণাদির অন্তর্ভূত স্বতঃই আছে, তবে আর এখানে বিশেষতঃ বলিবার সার্থকতা কি? ইহা বুঝিতে হইবে। এবং “তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ” অর্থাৎ যিনি গুরুসেবার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্যকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন তিনি সমর্থ হইলে নিত্য শ্রীগুরুচরণের সেবা বিশেষভাবে করিবেন। এই কথাগুলি ভাবুন, দেখিবেন যে ভক্তির বৈশিষ্ট্য লাভের নিমিত্তই এই বিশেষ গুরুসেবার ব্যবস্থা। সুতরাং সামান্যতঃ গুরুসেবা হইতে এই বিশেষ গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য আছে।

কোন বিষয় অধিকার করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইলে, কি
নিয়মে সেই 'বিচার্য্য বিষয়টি সুমীমাংসিত হইতে পারে তাহার নিমিত্ত মীমাংসা শাস্ত্রে যে সকল নিয়ম শৃঙ্খলা নিবদ্ধ হইয়াছে, শাস্ত্রবিচারপরায়ণ সুধী ব্যক্তিগণ তদনুসারেই শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া থাকেন। এস্থলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রথমতঃ দিতেছি। মীমাংসার নিয়ম এই -- এক একটি অধিকরণে ন্যায়ের পাঁচটি অঙ্গ থাকে। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত, সঙ্গতি। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য যাহা তাহাই বিষয়। সংশয় বলিতে একৰ্ম্মিন্ ধৰ্ম্মিনি বিরুদ্ধনানার্থবিমর্শঃ। প্রতিকূলোহর্থঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ। পূর্ব্বোত্তরয়োরর্থাবিরোধঃ সঙ্গতিঃ। এই পাঁচটি বিচারাঙ্গ। বিচার করিতে হইলে সংশয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। কেননা "সন্দিগ্ধে বস্তুনি তত্ত্বনির্ণয়ো হি বিচারঃ।” সন্দিগ্ধ বস্তু বিষয়েই বিচার হয়। বস্তুতে সন্দেহ হইলে যে তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় তাহাই বিচার। অবশ্য কোথাও কোথাও বস্তু বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও "বিপ্রতিপত্তি বাক্য” রচনা করিয়াও উভয়পক্ষে বিচার হইতে বাধা নাই। এখন আমার বক্তব্য এই, এস্থলে গোস্বামী যে সকল শাস্ত্রপ্রমাণাদি উদ্ধৃত করিতেছেন, তাহা কাহাকে বিষয় করিয়া? যে তত্ত্ব নির্ণয় রূপ বিচার করিতেছেন তাহার বিষয় কি? অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন? ইহার উত্তর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে “শ্রীগুরুচরণানাং বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ” এইটি এস্থলে বিষয় বাক্য। এই স্থলে গুরুসেবার তত্ত্বনির্ণয়রূপই বিচার। পূর্ব্বে

গোস্বামিপাদ "অথ বৈধীভেদাঃ শরণাপত্তিশ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবাশ্রবণকীর্ত্তনাদয়ঃ, এতে চ প্রত্যেকমপি দ্বিত্রাদয়ঃ সমুদিত্যাপি কারণানি ভবন্তি তথা শ্রবণাৎ। তত্র প্রথমতঃ শরণাপত্তিঃ। ইত্যাদি বৈধীভক্তির ভেদ দেখাইবার জন্যই এই প্রকরণটি আরম্ভ করিলেন। প্রথমে শরণাপত্তি, তারপর শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবা, তারপর শ্রবণ, তারপর কীর্ত্তন, তারপর স্মরণ, তারপর পাদসেবন, তারপর অর্চ্চন, তারপর দাস্য, তদনন্তর সখ্য, তদনন্তর আত্মনিবেদন; এই প্রকারে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এক একটি ভক্ত্যঙ্গকে প্রধানরূপে বিষয় করিয়া কোনও একটি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে অন্য কোন অঙ্গকে তাহার অবান্তর অঙ্গ করিয়া রসামৃতোক্ত ভক্ত্যঙ্গের চতুঃষষ্টি ভেদ দেখাইয়াছেন। প্রথম প্রকরণে শরণাপত্তির লক্ষণ, তার স্বরূপ, তার মহিমা দেখাইয়া তদনন্তর দ্বিতীয় প্রকরণে “শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবা” অর্থাৎ শ্রীগুরু এবং বৈষ্ণবের সেবার কর্তব্যতা এবং মহিমা দেখাইতেছেন। ইহার পরে ভগবৎ শ্রবণ প্রকরণ, তারপর কীর্তন প্রকরণ ইত্যাদিরূপে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা অবান্তর প্রকরণ রচনা পূর্ব্বক আত্মনিবেদন প্রকরণ পর্যন্ত বর্ণন করিয়া সমগ্র বৈধী ভক্তির ভেদ শেষ করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য বিষয় গোস্বামীর উক্ত এই বৈধীভেদ প্রকরণের অন্তর্গত শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবা নামক দ্বিতীয় প্রকরণ। বৈধী ভক্তির এই দ্বিতীয় প্রকরণের প্রথমে শরণাপত্তি নামক পূর্ব্বপ্রকরণ সমাপন করিয়া গুরুসেবার কর্ত্তব্যতা দেখাইতেছেন। এ স্থলে বিষয় করিলেন গুরুসেবা। বিষয়ের উপরেই সংশয় উপস্থিত হয়। এখানে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে নিত্য বিশেষভাবে গুরুসেবা করা কর্তব্য কি না? অথবা বিশেষভাবে গুরুসেবার দ্বারায় সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসন্নতা প্রাপ্তি হয় কি না? এখন ইহার উপর প্রতিকূল অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করা যাইতে পারে যথা, “না, বিশেষভাবে গুরুসেবার নিত্য কর্ত্তব্যতা নাই। কারণ ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীগুরুর ধ্যানস্মরণ কীর্ত্তনাদি সেবা সামান্যরূপে অন্তর্ভূতই আছে। সুতরাং বিশেষভাবে গুরুসেবার কর্ত্তব্যতা নাই।” অথবা “বিশেষ গুরুসেবায় গুরুপরিচর্য্যাদির অধীনই ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি হইবে। গুরুপরিচর্য্যাদি মুখ্য হইবে। সুতরাং ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি আনুষঙ্গিক হওয়ায় অনর্থহানি ভগবৎপ্রসন্নতাসিদ্ধি হইতে পারে না।” এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার সিদ্ধান্ত কি? অর্থাৎ প্রামাণিকরূপে কোন্ অর্থটি স্বীকার করা যাইবে? প্রামাণিকরূপে যে অর্থটি স্বীকৃত হইবে সেইটিই সিদ্ধান্ত। তাই এখন এস্থলে গোস্বামিপাদ প্রামাণিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার নিমিত্ত তার পরেই বলিতেছেন, -- পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্, ---

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥
কৃপয়া ভূতজং দুখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।

এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।। ইতি।

পূর্ব্বত্র বিষয়ে অর্থাৎ গুরুসেবায় গুরু প্রসন্ন হইলে নানা
প্রতীকার চেষ্টা দ্বারাও দুস্ত্যজ যে অনর্থসকল, সেই অনর্থসকলের নাশ অনায়াসেই হয়, এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতীয় সপ্তম স্কন্ধের নারদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিলেন। শ্রীনারদ বলিতেছেন, — "কামজয় করিতে হইলে সঙ্কল্পবর্জ্জিত হওয়া চাই, নিঃশেষরূপে বাসনাত্যাগ করিতে পারিলে কামজয় হয়। ক্রোধজয় করিতে হইলে কামবিবর্জ্জন করা চাই। অর্থে অনর্থ দৃষ্টি সাধন বলে অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু মাত্রেই অনর্থজ্ঞান সাধন বলে লোভজয় করা যায়। তত্ত্ববিচারে অর্থাৎ নিরন্তর ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনে ভয় দুরীভূত হয়। আন্বীক্ষিকী জ্ঞান বলে প্রকৃতিপুরুষবিবেকের উদয়ে শোকমোহ পরাজয় হয়। সাধুমহাপুরুষের সেবা করিলে দম্ভজয় হয়। মৌনব্রত সিদ্ধ হইলে মনের একাগ্রতা হয়। কামচেষ্টা ত্যাগ করিলে হিংসা দূরীভূত হয়। কৃপাগুণ উপার্জ্জনে সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ ক্ষমা সাধনে আধিভৌতিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সমাধিবলে আধিদৈবিকতাপ নাশ পায়। অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবে আধ্যাত্মিক ক্লেশ উপশম হয়। সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে নিদ্রা জয় করা যায়। সত্ত্ব বর্দ্ধনে রজস্তম জয় হয়। উপশম সাধনে সত্ত্বজয় হয়। কিন্তু একমাত্র গুরুভক্তির ফলে মনুষ্য এই অনর্থসমূহ অনায়াসে জয় করিতে সক্ষম হয়” ইতি। এস্থলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, সাধনে একাগ্রতার অভাব, হিংসা, আধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিক দুঃখত্রয়, নিদ্রা, রজঃ, তমঃ, সত্ত্ব গুণত্রয়, এই সকল নানাবিধ অনর্থরাশি, যাহা সাধকের নিজের নানাপ্রকার প্রতীকার দ্বারাও দুস্ত্যজ, ইহার প্রত্যেকটীর জয়ের নিমিত্ত বাসনাত্যাগ, কামবিবর্জ্জন ইত্যাদি বহুবিধ সাধন আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু নারদ বলিতেছেন, একমাত্র গুরুভক্তির দ্বারা অনায়াসে এই সকল অনর্থকে জয় করা যায়। তাই গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া অনর্থ নিবৃত্তি বিষয়ে গুরুপ্রসন্নতা মূল কারণ তাহা প্রমাণিত করিলেন। এখন দ্বিতীয় প্রয়োজন অর্থাৎ

শ্রীভগবানের পরম প্রসন্নতা সিদ্ধি বিষয়ে গুরুপ্রসন্নতাই মূল কারণ তাহা সপ্রমাণ করিতে আরম্ভ করিতেছেন, যথা --

উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্, ---

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্। গুরুর্ষস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

অস্যার্থঃঃ-যেটি মন্ত্র তাহা গুরুই সাক্ষাৎ, যিনি গুরু তিনি হরি
স্বয়ং, অর্থাৎ শ্রীগুরুতে এবং ইষ্টমন্ত্রে ও হরিতে কোন ভেদ নাই। যাহার প্রতি গুরু তুষ্ট হয়েন স্বয়ং হরিও তাহার প্রতি তুষ্ট হয়েন। এই শ্লোকে গুরুপ্রসন্নতা ভগবৎপ্রসন্নতার কারণ তাহা অন্বয় ব্যাপ্তি দ্বারা দেখান হইল। যে স্থলে গুরু তুষ্ট সে স্থলে হরিও তুষ্ট। এই প্রকার অন্বয় মুখে হরিতুষ্টি গুরুতুষ্টির মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকাত্মক কার্য্যকারণভাব দেখাইলেন। ইহার পর গোস্বামী ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দ্বারা গুরুপ্রসন্নতা আর ভগবৎপ্রসন্নতার কারণকার্য্যভাবটি দেখাইবার নিমিত্ত শ্লোক উদ্ধত করিতেছেন, যথা ---
অন্যত্র ---

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরো রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্বেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

অস্যার্থঃ:-“হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে সক্ষম, গুরু
রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। তদ্ধেতু সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে গুরুকেই প্রসন্ন করিতে হইবে।” এই শ্লোকলব্ধ অর্থে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সুস্পষ্ট যথা, যেস্থলে গুরু তুষ্ট নহেন সেস্থলে হরিও তুষ্ট নহেন। "তস্মাৎ” তদ্ধেতু এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলে যখন গুরুর প্রসন্নতা ভিন্ন ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন না, গুরু রুষ্ট হইলে যখন কেহই রক্ষা করিতে পারে না, এমন কি হরি রুষ্ট হইলে যখন গুরু রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, তখন “গুরুমেব” গুরুকেই “সর্বপ্রযত্নেন” সর্ব্ববিধ প্রকৃষ্ট যত্নের দ্বারা অর্থাৎ কায়িক বাচিক মানসিক নিষ্কপট ভক্তিময় চেষ্টা দ্বারা "প্রসাদয়েৎ” অবশ্য প্রসন্ন করিবে। ইহার "বিধিলিঙ্” প্রত্যয় দ্বারা অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিলেন। না করিলে প্রত্যবায়ই হইবে। এই উপরি উক্ত শ্লোক দুইটির সারস্যার্থ গোস্বামিপাদ নিজেই সংক্ষেপে তাহার পরই বলিতেছেন-"অতএব সেবামাত্রন্ত নিত্যমেব" অর্থাৎ এই হেতু এস্থলে গুরুসেবাটি নিত্য কর্তব্যেই পরিগণিত হইল। এখানে "মাত্র” পদটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গোস্বামীর অভিপ্রায় গুরুসেবা মাত্রই। অন্য কিছু বিধি বা নিষেধের কথা এস্থলে বক্তব্য নহে। গুরুকে প্রসন্ন করিতে হইলে সেবা দ্বারাই করিতে হইবে। সুতরাং গুরুসেবা মাত্রই বক্তব্য। তাহার পর বলিতেছেন, ---

যথা চান্যত্র পরমেশ্বরবাক্যম্, -

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে,-

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুং।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥ ইত্যাদি।

পাদ্মে দেবহুতিস্তুতৌ, -

ভক্তির্যথা হরৌ মেহস্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ ॥

এষামর্থঃ যথাঃ-ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "প্রথমে গুরুদেবের পূজা
করিয়া তদনন্তর আমার অর্চ্চন করিবে। ইহার অন্যথা করিলে, অর্থাৎ গুরুপূজা প্রথমে না করিয়া আমার অর্চ্চন যে করে, তাহার অর্চ্চন নিষ্ফল হয়।” নারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে, --- “যিনি ভগবজজ্ঞানবক্তা বৈষ্ণব গুরুকে বিষ্ণুতুল্য বোধ করিয়া বাক্য মনও শরীরের দ্বারা পূজা করেন, তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই বৈষ্ণব। অহো! যিনি একটি শ্লোকের এক পাদেরও বক্তা তিনিও সর্ব্বদাই পূজনীয়। আর যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপকে বিস্তার করেন অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতির উপদেশ দান করেন তিনি যে সদৈব পূজ্য হইবেন ইহাতে আর বক্তব্য কি?” পদ্মপুরাণে দেবহুতি স্তুতিতে আছে, --- “হরিতে আমার যে প্রকার ভক্তি আছে, তাহা হইতে যদি গুরুতে অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যের বলে হরি আমাকে দর্শন দান করুন।” এই শ্লোকে "তদ্বরিষ্ঠা”

পদে ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষাও গুরুভক্তির মহিমাধিক্য দেখান হইল। এ স্থলে “প্রথমং তু গুরুং পূজ্য” হইতে “ভক্তির্যথা হরৌ” পর্য্যন্ত চারিটি শাস্ত্রীয় শ্লোক বচন উদ্ধৃত করিয়া এই শ্লোক চারিটির অব্যবহিত পূর্ব্বে "অতএব সেবামাত্রত্ত্ব নিত্যমেব” যাহা বলিয়াছেন তাহা সাক্ষাৎ শব্দ দ্বারায় সপ্রমাণ করিলেন। এখানে তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিলে দেখা যায় পূর্ব্বোক্ত “যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ,” “হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা” এই দুই শ্লোকে অন্বয় ব্যতিরেক ব্যাপ্তিমূলক তর্কবলে এবং "গুরুমেব প্রসাদয়েৎ” এইবাক্যেও তর্কবলেই গুরুপ্রসন্নতার কারণরূপে গুরুসেবার নিত্যতা লাভ হইতেছে। সাক্ষাৎ কোন শব্দ প্রমাণের দ্বারা এই শ্লোকে গুরুসেবার নিত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। তাই গোস্বামী "অতএব” এই হেতু সূচক পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ শব্দ প্রমাণের দ্বারা গুরু সেবার নিত্যতা দেখাইবার জন্যই উপরি উক্ত চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে “পূজ্য” পদ, দ্বিতীয় শ্লোকে "পূজয়েৎ,” তৃতীয় শ্লোকে “পূজ্যঃ স সদৈব হি,” চতুর্থশ্লোকে "ভক্তি” পদের প্রয়োগ সুস্পষ্টই আছে। ইহাই নিত্য গুরুসেবার বিহিতত্বে শাব্দ প্রমাণ বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া বিশেষভাবে গুরুসেবার নিত্যকর্তব্যতা এবং ভক্তিসাধকের মূল প্রয়োজন যে সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসন্নতালাভ তাহার সিদ্ধিবিষয়ে গুরুসেবার সাধকতা নিশ্চয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কার নিরসন করিলেন। তাহার পর গুরুসেবার তত্ত্বনির্ণয়রূপ বিচার পূর্ব্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইতেছেন, যথা — “তম্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে।” এই বাক্যটী "প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ” মীমাংসক ন্যায়ানুসারে সিদ্ধান্ত বাক্য। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সপ্তম স্কন্ধের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মপুরাণের "ভক্তির্যথা হরৌ মেহস্তি” শ্লোক পর্যন্ত শাব্দ প্রমাণ দ্বারা "সন্দিগ্ধে বস্তুনি তত্ত্বনির্ণয়ো হি বিচারঃ” এই মীমাংসক ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত বাক্য বলিলেন —-- "তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে।” গৌতমীয় ন্যায়ানুসারে ইহাকে নিগমবাক্যও বলা যাইতে পারে। যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বিচারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, অন্ততঃ যাঁহারা ব্যাকরণ সংস্কৃত সাহিত্যাদি কিঞ্চিৎ ও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই "তস্মাৎ” পদটীতে কি অর্থে এখানে "তৎ” শব্দ এবং পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, “শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুৰ্য্যাৎ” এই উপক্রান্ত বিষয়বাক্যেরই ইহা সিদ্ধান্ত বাক্য অথবা নিগমবাক্য। এখন দেখিতে হইবে গুরুসেবার তত্ত্বনির্ণয়ে গোস্বামী যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন শাস্ত্রবাক্যের সহিত তাহার সঙ্গতি আছে কি না? অতঃপর গোস্বামিপাদ নিজের এই সিদ্ধান্ত বাক্যের সহিত সঙ্গতি দেখাইবার জন্য দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গুরুসেবার বিচারটি উপসংহার করিয়াছেন। যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণফল প্রসঙ্গে —

যথাসিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥

এই শ্লোকটি পুরশ্চরণফলপ্রসঙ্গে আগমে যথারূপেই কথিত হইয়াছে।
ইহার অর্থ এই ---তাম্র যেমন সিদ্ধরসের সংস্পর্শবশতঃ সুবর্ণ হয়, সেইরূপ শিষ্যব্যক্তি গুরুর সন্নিধান বশতঃই বিষ্ণুময় হয়। এই বাক্যার্থের বিচার করুন:--- দৃষ্টান্ত স্থানীয় সিদ্ধরসটী অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে অন্য কিছুরই অপেক্ষা না রাখিয়াই স্বীয় সংস্পর্শের দ্বারা তাম্রকে কাঞ্চন করিয়া তুলে; এই প্রকার গুরুর সান্নিধ্য লক্ষণ গুরুসেবাটি অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে শিষ্যকে বিষ্ণুময় করিয়া তুলে অর্থাৎ শিষ্য বিষ্ণুভক্তিমর বিষ্ণুতন্ময় হয়। "বিষ্ণুময়” পদটির অর্থ বিষ্ণু হইয়া যাওয়া নহে। “কামুকঃ কামিনীময়ঃ” বলিলে কামুকের কামিনী হইয়া যাওয়া অর্থ হয় না। ঐরূপ অর্থ করা অতিশয় ভ্রম। এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিবার রহস্য একটু ভাবুন। পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে মন্ত্র পুরশ্চরণের লক্ষণ বলা হইয়াছে, “পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ। হোম ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।” অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা ইষ্টের পূজা, ইষ্ট মন্ত্র জপ, তর্পণ, হোম, ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধনকে পুরশ্চরণ বলা যায়। নিয়মিত পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রপুরশ্চরণ সাধন করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। কিন্তু পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে গুরুভক্তির অসাধারণ মহিমা দেখাইয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিতেছেন, "গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ। পুরশ্চরণহীনোহপি মন্ত্রী সিদ্ধেন্ন সংশয়ঃ ॥" অর্থাৎ পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে যাহা কিছু পুরশ্চরণের নিয়মাদি বলা হইল সকলের মূল গুরুই। তদ্ধেতু সদা গুরুকেই ভজনা করিবে। কেবল মাত্র গুরুপ্রসাদেই পুরশ্চরণসিদ্ধি হয়। লব্ধমন্ত্র শিষ্য পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ ত্রৈকালিকী পূজাদি পুরশ্চরণহীন হইয়াও একমাত্র গুরুপ্রসাদেই পুরশ্চরণের ফল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ইহার প্রমাণ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন, — তথাচোক্তং “যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্” ইত্যাদি শ্লোকটি।
এই শ্লোকটি ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” এই স্বীয় সিদ্ধান্ত বাক্যের সঙ্গতির নিমিত্তই “যথোক্তম্” বলিয়া উদ্ধৃত করিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ "পুরশ্চরণহীনোহপি মন্ত্রী সিন্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ” এই স্বীয় সিদ্ধান্তবাক্যের সঙ্গতির নিমিত্ত “তথা চোক্তম্” বলিয়া এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলেন। উভয় শ্রীগোস্বামিপাদ মতে সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গুরুভক্তিপরায়ণের সমস্ত সাধন এবং সাধন ফল স্বয়ংই সিদ্ধ হয়, ইহাতে আর সংশয় নাই। যদি কেহ এই শ্লোকটির উপর

অপ্রামাণ্যাশঙ্কা করেন বা অন্যথা ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হন, আমি তাঁহার নিকট অঞ্জলিবন্ধ হইয়া বিনয় সহকারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সপ্তদশ বিলাসস্থিত এই শ্লোকটি এবং তট্টীকাটি ভাল করিয়া পাঠ করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভ এই উভয়ত্র ধৃত একই শ্লোক একই সারস্যার্থ বুঝাইতেছে। হরিভক্তিবিলাসে মন্ত্র সিদ্ধি বিষয়ে গুরু প্রসন্নতা পুরশ্চরণাদি অন্য ভজনাঙ্গকে অপেক্ষা করে না এই বাক্যের প্রমাণরূপে যেমন এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সন্দর্ভেও গুরুসেবা গুরু প্রসন্নতা, দুস্ত্যজ অনর্থ নিবৃত্তি, ভগবৎপরমপ্রসাদসিদ্ধি বিষয়ে অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা করে না এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ রূপে ঠিক সেই প্রকার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। গুরুসেবার নিরপেক্ষতাই উভয় গ্রন্থের সারস্যার্থ প্রকাশ করিতেছে কি না সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

তাহার পর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "তস্মাদন্যদ্ভগদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” এই সিদ্ধান্তবাক্যের শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের সহিত সঙ্গতি দেখাইবার নিমিত্ত আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন, যথা, --- তদেতদাহ ---

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ইতি ১০|৮০।

তার পর বলিতেছেন, -- টীকা চ "জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো
নাস্তীত্যুক্তম্। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধৰ্ম্মশ্চ নাস্তীত্যাহ, নাহমিতি। ইজ্যা গৃহস্থধৰ্ম্মঃ প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নম্, তেন ব্রহ্মচারিধৰ্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাং। তথা তপসা বনস্থধৰ্ম্মেণ উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা। অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং যথা সর্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া” ইত্যেষা ॥

অত্র জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবন্নিষ্ঠঞ্চেতি দ্বিবিধং। তত্র
পূর্ব্বত্র তথৈব ব্যাখ্যা, উত্তরত্র ত্বেবম্ ইজ্যা পূজা, প্রজাতি বৈষ্ণবদীক্ষা, তপঃ সমাধিঃ উপশমো ভগবন্নিষ্ঠেতি। ১০।৮০। শ্রীভগবান শ্রীদামবিপ্রম্।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শরণাপত্তি দেখানর পর শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবা দেখাইবার নিমিত্ত প্রথমে শ্রীগুরুসেবা দেখাইতে এই পর্যন্ত গুরুসেবা প্রকরণ শেষ করিলেন। গুর্ব্বাদিসৎ পদে পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুরু বৈষ্ণব উভয়কেই বুঝায়, সুতরাং ইহার পর গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবসেবা প্রকরণই আরম্ভ করিবেন।

সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতীয় "নাহমিজ্যা” শ্লোকটা উদ্ধত করিতেও, "তদেতদাহ”
এই বলিয়া শ্লোকটা উদ্ধত করিলেন। "তদেতদাহ" বাক্যটার অর্থ “এই শ্লোক তাহাই বলিয়াছে।” এই শ্লোক, অর্থাৎ এই "নাহমিজ্যা" ভাগবতীয় শ্লোকটা তাহাই বলিয়াছে। কি বলিয়াছে? ইহার উত্তর দিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে, যে নিজ সিদ্ধান্ত বাক্য গোস্বামী লিখিয়াছেন, "তস্মাদন্যস্তদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে,” এই শ্লোক সেই সিদ্ধান্তই বলিয়াছে। শ্লোকটি ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়া টীকা বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রীধর স্বামীর টীকা, "জ্ঞানপ্রদাৎ” হইতে আরম্ভ করিয়া “গুরুশুশ্রূষয়া” পর্যন্ত। তাহার পর "অত্র জ্ঞানম্” হইতে শেষ পর্যন্ত গোস্বামীর নিজকৃত ব্যাখ্যা। স্বামীর টীকার অর্থ যথা -- জ্ঞানপ্রদাতা গুরুর অপেক্ষা অধিক সেব্য নাই, এই কথা বলা হইয়াছে। অতএব তদ্ভজন অপেক্ষা অধিক ধৰ্ম্মও নাই। তাই বলিতেছেন, “নাহমিজ্যা” ইত্যাদি শ্লোক। (ইহাই হইল শ্রীধর স্বামীর টীকার মুখবন্ধ অর্থাৎ আভাস। সমস্ত শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই আভাস বাক্যেই প্রকাশ পাইয়াছে।) গৃহস্থ ধৰ্ম্ম, ব্রহ্মচারিধর্ম, বাণপ্রস্থধৰ্ম্ম, অথবা সন্ন্যাসধর্ম দ্বারা পরমেশ্বর আমি তাদৃশ তুষ্ট হই না, সর্ব্বভূতের পরমাত্মা হইয়া গুরুশুশ্রূষার দ্বারা যাদৃশ পরিতুষ্ট হই। এই পর্যন্ত শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার অর্থ।

গোস্বামিপাদের "অত্র জ্ঞানম্” ইত্যাদি ব্যাখ্যার অর্থ, যথা, -
স্বামীর ব্যাখ্যার মুখবন্ধে গুরুর বিশেষণরূপে যে "জ্ঞানপ্রদ” পদটী বলা হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞান শব্দের অর্থ দ্বিবিধ জ্ঞান। একটা ব্রহ্মনিষ্ঠ ও অপরটী ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান। (গোস্বামীর এইটুকু ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এই যে “গুরুর অধিক সেব্য নাই” এই স্বামীর ব্যাখ্যার অর্থ দ্বিবিধজ্ঞানপ্রদ গুরুপর। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ গুরুর অধিক সেব্য নাই এবং ভগবজ জ্ঞানপ্রদ গুরুর অধিকও সেব্য নাই, ইহাই হইল তাৎপর্য্য।) তাহার মধ্যে “পূর্ব্বত্র” অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ গুরুর অধিক সেব্য নাই এই পক্ষে, “তথৈব ব্যাখ্যা” অর্থাৎ স্বামী যাহা বলিয়াছেন তদ্রূপই হইবে। “উত্তরত্র তু” অর্থাৎ ভগবজ জ্ঞানপ্রদ গুরুর অধিক সেব্য নাই এই পক্ষের ব্যাখ্যাতে কিন্তু "এবম্”--এইরূপ হইবে, যথা -- ইজ্যার অর্থ পূজা, প্রজাতির অর্থ বৈষ্ণবদীক্ষা, তপঃ অর্থ সমাধি অর্থাৎ ধ্যান মাত্রে ইষ্টের স্ফুর্ত্তি হয় এমন যে স্মরণ, উপশমের অর্থ ভগবন্নিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবানে মনের নিশ্চলা স্থিতি। এই পর্যন্ত গোস্বামিপাদের নিজ কৃত ব্যাখ্যা। এখন গোস্বামীর নিজকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া সমস্ত শ্লোকটার অর্থ যোজনা করিলে এইরূপ হইবে, যথা, — ইষ্টপূজা, বৈষ্ণবদীক্ষা, ভগবৎসমাধি, অথবা ভগবন্নিষ্ঠা দ্বারা পরমেশ্বর আমি সে প্রকার সন্তুষ্ট হই না, সর্ব্বভূতের পরমাত্মা হইয়াও আমি গুরুশুশ্রূষার দ্বারা যে প্রকার সন্তুষ্ট হই। তাৎপর্য্য এই যে ইষ্টপূজা, বৈষ্ণবদীক্ষা, তাদৃশ ভগবদ্ধ্যান রূপ সমাধি এবং ভগবন্নিষ্ঠা এই সকলই ভগবদ্ভজন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে

সারস্যার্থ এই দাঁড়াইতেছে যে ইষ্টার্চ্চন বৈষ্ণবদীক্ষা ভগবৎসমাধি ভগবন্নিষ্ঠা ইত্যাদি ভগবদ্ভজন দ্বারা ভগবান্ তেমন সন্তুষ্ট হয়েন না, যেমন সন্তুষ্ট হয়েন গুরুসেবা দ্বারা। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের এইপ্রকার সারহ্যার্থের লাভ হওয়ায়, " ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” গোস্বামীর নিজকৃত এই সিদ্ধান্ত বাক্যটির শাস্ত্রসঙ্গতি পূর্ণ হইল। সুতরাং "অতএব সেবামাত্রন্ত নিত্যম্” এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যও সার্থক হইল। ভক্তিসন্দর্ভে গোস্বামী বিশেষতঃ গুরুসেবার নিত্যকর্ত্তব্যতা এবং গুরুসেবার মহিমার বিচার এই পর্যন্ত শেষ করিয়া তাহার পর প্রতিজ্ঞাত "শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবা” প্রকরণটা শেষ করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণব সেবার কর্তব্যতা এবং মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন, "শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চান্যেষামপি বৈষ্ণবানাম্।” এ স্থলে আমার প্রিয় পাঠকবর্গকে পূর্ব্বোদ্ধৃত চক্রবর্তিপাদের টীকাটী পুনর্ব্বার স্মরণ করাই, ইহা দ্বিরুক্তি নহে। যথা, — "সুতান্ হিত্বেতি পতিব্রতা পত্যুরিব গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি তদুচিতবিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষেত। শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থ মিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।” তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত পুরশ্চরণ প্রসঙ্গোক্ত গুরুসেবার মহিমা এবং শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতীয় টীকার গুরুসেবার মহিমা সিদ্ধান্ত, শ্রীজীবপাদের "তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” এই মহিমা বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষাই করিতেছে। তাই আমার লিখিত কৃপাকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা --- ১১৩ পৃঃ --- “অধিক কথা কি, একমাত্র গুরুপাদপদ্ম সেবা হইতেই যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ সাধন ফল লাভ হয়, শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিলে অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা থাকে না।” পুনশ্চ উক্ত গ্রন্থের ১১৮ পৃঃ --- “গুরুতে সাক্ষাদ্ভগবদ্ধুদ্ধিপূর্ব্বক নিষ্কপটে শ্রীগুরুসেবা করিলে ভগবৎকৃপালাভের নিমিত্ত আর পৃথক্ কোন ভগবদুপাসনার অপেক্ষা না করিলেও ক্ষতি নাই।” ইহা মুখ্যরূপে শ্রীগুরুসেবার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্য লিপ্সু ভগবৎপ্রসাদকামী সাধকের বিশেষভাবে গুরুসেবার মহিমা।

ভক্তিসন্দর্ভের গুরুসেবা বিষয়ক বিচারাত্মক একটী প্রবন্ধও
নবদ্বীপস্থ ভক্তিশাস্ত্র পীঠ হইতে লিখিত হইয়া শ্রী ভাগবতী বিদ্যা নাম্নী মাসিক পত্রিকার ১৩৪৬ সালের মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে উক্ত প্রবন্ধ দেখিতে পারেন।

কৃপাকুসুমাঞ্জলি নামক মল্লিখিত গ্রন্থে "গুরুপাদাশ্রয়” এবং
“গুরুসেবা” নামক দুইটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, উক্ত প্রবন্ধ দ্বয় হইতে কিছু কিছু

উদ্ধৃত করিয়া এস্থলে যদি প্রিয় পাঠকবর্গকে নগণ্য উপহার দেই, তাহা হইলে আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উক্ত গ্রন্থে ১০৭ পৃষ্ঠা ---
“সর্ব্বগুণাধার ভজনীয়সার অপারকরুণাপারাবার শ্রীভগবানের করুণাই যেন ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ সাধু এবং গুরু রূপে জীবের পরম কল্যাণার্থে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন।”

"ভক্তিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ভজননিপুণ ব্যক্তিই গুরু হইতে পারেন।" ১১১ পৃষ্ঠা।

"শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন অবতারই শ্রীগুরু বিগ্রহ। যে ভাগ্যবান্ সাধক এই শ্রীগুরু বিগ্রহে শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশিকা গুরুশক্তি উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি সর্বসিদ্ধি করতলগত করিয়াছেন, ইহা সুনিশ্চিত।” ১১৪ পৃঃ।

"সাধক যখন নিজের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি অবয়ব গুরুকৃপামৃতের ধারায় অভিষিঞ্চিত হইতেছে উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।” ১১৪ পৃঃ।

শেষ পংক্তিটীর যৎকিঞ্চিৎ বিবৃতি আমারই কথিত মতে
অধ্যাপক শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক লিখিত “শ্রীগুরুরূপামৃতকণা” নামক প্রবন্ধাকারে শ্রীভাগবতী বিদ্যার ১৩৪৬ সালের মাষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। গুরুকৃপামৃতের ধারায় সাধকের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি অবয়ব অভিষিঞ্চিত হওয়া কাহাকে বলে? তাহার অনুভব কি প্রকার? ইহা বিস্তৃতভাবে উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। এস্থলে উক্ত প্রবন্ধ হইতে তাহা মোটামুটি উদ্ধৃত করিয়া প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

সাধকের নিজের সাধন ক্রিয়া সমন্বিত যে দেহ মন প্রাণ
ইন্দ্রিয় তাহাদের প্রতি অবয়ব বলিতে দেহাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত ভগবৎ সাধন ক্রিয়ার অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা নাম সংকীর্ত্তন, হস্তাদির দ্বারা কৃষ্ণার্চ্চনাদির যথাবিহিত কৰ্ম্ম করা ইত্যাদি দৈহিক সাধন, এই প্রকার ভগবৎ স্মরণাদি মানসিক সাধন, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎ শ্রবণ, বিগ্রহাদি দর্শন, নির্ম্মাল্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, শ্রীমহাপ্রসাদাদির আস্বাদনাদি রূপ ঐন্দ্রিয় সাধন এবং ভক্তিময় বস্তুর সাধনজনিত ভগবদীয় আনন্দে যে প্রাণের সন্তর্পণাদি

ক্রিয়া হয়, সেই সেই দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের সেই সেই প্রতি ক্রিয়ার প্রতি অংশ সমন্বিত দেহাদির প্রতি অবয়ব বুঝিতে হইবে। অহো! মদীয় দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই যে ভগবদনুশীলনরূপ ভক্তিসাধন ক্রিয়া হইতেছে তাহা একমাত্র নির্হেতু পরম কারুণিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম করুণাই। তাঁহার কৃপাশক্তির প্রেরণার বলেই মদীয় দেহাদি শ্রীভগবৎ সাধনে উন্মুখ, তাঁহার কৃপাশক্তি সমন্বিত হইয়াই আমার দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি ভগবৎ সাধনে তৎপর, তাঁহার কৃপা ইহাদের ক্রিয়ার প্রতি অবয়বে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। অহো গুরো, অহো গুরো! ধন্য তোমার কৃপা। এই প্রকার অনুভবে সাধক হৃদয়ে যে আনন্দের অনুভব হয় তাহা গুরুকৃপামৃতের ধারা। আর সেই ধারায় অভিষিঞ্চিত হওয়ার অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার কৃতজ্ঞতায় ভরপূর হওয়া। সাধক ব্যক্তি যে দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভগবৎ শ্রবণ কীর্তনার্চ্চনাদি সাধন করেন, সেই দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় স্বরূপের প্রতি অবয়বে গুরু কৃপাই বিরাজিত হইয়া তাহাদের দ্বারায় সাধন করান। প্রাকৃত দেহ মন আদি কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য নহে। শ্রীগুরুদেব নির্হেতু পরম করুণা প্রকাশে যখন দীক্ষা মন্ত্র দান করিয়া থাকেন তখন জীব "ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা। দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥” এই বলিয়া নিজের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রির আত্মা পর্যন্ত সেই গুরুরূপা ভগবানকে দান করে। শিষ্য দেহ মন প্রাণ গুরুকেই সমর্পণ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হয়। তখন গুরুদেব জীবের সেই প্রাকৃত দেহ মন প্রাণাদি গ্রহণ করিয়া নিজের কারুণ্যমাখা ভগবজ জ্ঞান প্রেমামৃত শক্তি মাখাইয়া জীবের সেই দেহাদিকে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম ভজনের যোগ্য করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মেই সমর্পণ করেন। শ্রীভগবানের সহিত জীবের বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং নিজের ভগবদ্ভজনময় ভক্তি শক্তি শিষ্যের দেহ মন প্রাণাদিতে আহিত করিয়াই তাহাকে শ্রীভগবদ্ভজনের অধিকারী করিয়া তুলেন। শ্রীগুরুকৃপাশক্তিলব্ধ শিষ্যের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় তখন শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যোগ্য হইয়া উঠে। ইহা একমাত্র শ্রীগুরুদেবেরই করুণা। সাধক দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভগবৎ সাধন করেন তাহা গুরু কৃপার অনুপ্রেরণাতে হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়েই সেই সাধন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ ভজন হয় না। সাধকের দেহেন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত হওয়ার মূলে একমাত্র গুরুকৃপাই। সাধকের ভগবদ্ভজনযোগ্য দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি ভগবদ্ভজনতাদাত্ম্য দ্বারা যে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে, একমাত্র গুরুকৃপাই সেই দেহাদির প্রতি অবয়বে বিরাজমান হইয়া তাহা সম্পন্ন করেন। অহো! আজ আমি যে দেহে কৃষ্ণার্চ্চনাদির কার্য্য করিতেছি, সেই দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণাদির প্রতি অবয়বেই শ্রীগুরুকৃপা অধিষ্ঠিত হইয়া তাহা করাইতেছেন। অহো! যে সিদ্ধ দেহকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধামদনগোপালের শ্রীপাদপদ্মপ্রেমসেবার উপযোগী চিন্তা করিতেছি, আমি এই অভিমানে যে মনের দ্বারা অপ্রাকৃত সিদ্ধ দেহ স্মরণপূর্ব্বক শ্রীরাধামদনগোপালের মানসিক প্রেমসেবা করিতেছি, সেই দেহ মনের প্রতি অবয়বেই

গুরুকৃপা বিরাজিত। এইরূপে সাধক যখন সাধনময় দেহ মন প্রাণাদির স্বরূপেও গুরুকৃপাময়ত্বই অনুভব করেন এবং অহো! গুরুকৃপা! মনে করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠেন, তখন সেই গুরুকৃপানুভব সঞ্জাত অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমানন্দ ধারায় সাধক নিমজ্জিত হয়েন। ইহাই গুরুকৃপামৃতের ধারায় অভিষিঞ্চিত হওয়া।

সাধকের যাহা সিদ্ধাবস্থার উন্মুখ দশা অর্থাৎ যাহা সাধনের
পূর্ণাবস্থা ---“ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥”--- এই জীবন্মুক্ত দশায় সাধকের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় সমস্তই স্বতঃই ভজনময় হইয়া উঠে। তখন সাধক নিজের সাক্ষাদ্ভগবৎসেবোপযোগী সিদ্ধদেহের অনুভব করেন এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাত্তুল্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীভগবদ্রূপরসাদির আস্বাদনানন্দে বিভোর হইয়া উঠেন। তখন গুরুকৃপাপ্রদত্ত গুরুপ্রদর্শিত নিজের স্বরূপভূত সিদ্ধদেহের সহিত সেব্য শ্রীভগবানের নিত্য সম্বন্ধ বৈশিষ্ট্যকে সাক্ষাৎকার করেন। তখন "রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।” এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার জনিত অপ্রাকৃতানন্দামৃত ধারায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাভাগ্যবান সাধকের দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ আপ্লাবিত হইয়া উঠে, তখন এই যথাবস্থিত দেহেও সেই অপ্রাকৃতানন্দ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা কি সাধকের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি 'অবয়ব গুরুকৃপামৃতের ধারায় অভিষিঞ্চিত হওয়া নহে? সাধকের এই যে ভগবদানন্দময় ভগবদানন্দতাদাত্ম্য ভগবৎসেবানন্দময় ভগবন্মাধুৰ্য্যাস্বাদনে তন্ময় দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় সমস্তই গুরুকৃপামৃত ধারায় অভিষিক্ত হইতে থাকে, ইহাই সর্বাত্মস্নপন। জয় গুরো!

পাঠকবর্গ! গুরুকৃপামৃতের ধারায় শিষ্যের সর্ব্বাত্মস্নপনের
দৃষ্টান্তরূপে সম্পূর্ণ পদটা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীবীর হাম্বির মহারাজ স্বীয় গুরু শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, যথা ---

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইলে মনের আশ,
তুয়া পদে কি বলিব আর।

আছিনু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিঠ,
ঘুচাইলে রাজ অহঙ্কার ॥
(প্রভু মোর শ্রীনিবাস)

করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,

দেখাইলা অমিয়ার ধার।
(প্রভু মোর শ্রীনিবাস)

পিব পিব করে মন, সব লাগে উচাটন, এমতি তোমার ব্যবহার ॥
(প্রভু মোর শ্রীনিবাস)

রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।

রাধিকার গণসহ দেখাইলা কুঞ্জ গেহ,
শিখাইলা দুহু প্রেমরীত ॥
(প্রভু মোর শ্রীনিবাস)

কালিন্দীর কূলে যাই সখীসঙ্গে ধাওয়া ধাই,
রাইকানু বিহরয়ে সুখে।

এ বীরহাম্বির হিয়া ব্রজ পুর সদা ধেয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥

পাঠকগণ! মনোনিবেশ সহকারে এই পদটিকে আস্বাদন করুন, তাহা হইলে
বুঝিবেন গুরুকৃপামৃতের ধারায় শিষ্যের সর্বাত্মস্নপন কাহাকে বলে। বস্তুতঃই শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা গুরু বৈষ্ণবের

প্রকৃত মহিমার বিশেষ কিছুই অনুভব করিতে পারি না। এই কথাটা অতি ধ্রুব।

ভগবানের প্রীতিরূপ প্রসন্নতাই বৈষ্ণবমতে পরম পুরুষার্থ। সাধক
ভূমিতে গুরুকৃপা সহিতা ভগবদ্ভক্তির সাধনা দ্বারা ঐ পুরুষার্থ সাধ্য হয়। ভগবদ্ভজনশীলতাই ভক্তিমার্গে সাধকতা। সাধনে রত যিনি সাধক বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়। যিনি শুদ্ধা ভগবৎ প্রীতি কামী সাধক, তাঁহার সাধন ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণার্চ্চনাদিই। ইহা সার্বভৌম সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রীতি সাধন সাধ্য। কেবলমাত্র সাধকের শ্রদ্ধা রুচি ভেদে কোনও ভক্তির অঙ্গ মুখ্যরূপ ধারণ করিয়া অন্যান্য অঙ্গকে যথাযোগ্য রূপে নিজের অন্তর্ভূত করতঃ সাধকে উদিত হইয়া বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েন। এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিলে আমার লিখিত এই

প্রবন্ধের বিষয় পাঠকের নিকট সহজ হইয়া উঠিবে। যে সকল ভগবৎপ্রসন্নতাকামী সাধক ব্যক্তি ঝটিতি অনায়াসে ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত বিশেষতঃ নিত্য গুরুসেবা করেন, তাঁহারা প্রধান শ্রীগুরু পরিচর্য্যাদি সেবাকে মুখ্য রূপে সাধন করেন, তদবিরোধে তদানুষঙ্গিক যথাযোগ্য ভগবদ্ ভজন শ্রবণ কীর্ত্তনাদিও করেন। আবার যে সকল ভগবৎপ্রসন্নতাকামী সাধক ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চনাদি সাধনাকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহারাও ভগবৎপ্রসন্নতার মূল কারণ গুরুপ্রসন্নতার নিমিত্ত গুরু ধ্যান ও গুরু মহিমাদি কীর্ত্তন প্রভৃতিও ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনার্চ্চনাদির অন্তর্ভুত করিয়া আনুষঙ্গিকরূপে করেন। মোটকথা সাধকের শ্রদ্ধা রুচির বৈশিষ্ট্যে এবং ভক্তিরসাস্বাদনের বৈশিষ্ট্যে যিনি যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই করুন না কেন, শ্রীগুরুকৃপা গুরুপ্রসন্নতা ভিন্ন তাঁহার সাধ্যসিদ্ধিলাভের উপায় নাই, ইহা সুনিশ্চিত।

গুরুসেবা বিষয়ে শ্রীকবিরাজ পাদের দুই একটি উক্তি এখানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ---

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ মধ্য, ২২ পঃ।

(গুরুসেবা অন্যত্র দেখাইয়াছেন শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর চরিত্রে, --)

ঈশ্বর পুরী করেন শ্রীপাদ সেবন।
নিজ হস্তে করেন মল মুত্রাদি মাৰ্জ্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ অন্ত্য, ৮ পঃ।

ইহাই শিষ্যের শ্রীগুরুসেবা। "পরিচর্য্যারূপা সেবা” নিজহস্তে গুরুর মলমুত্রাদির মাৰ্জ্জনাদি। আর "প্রসঙ্গরূপা সেবা” সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকথার আলাপন।

যাঁহারা গুরু পরিচর্য্যাদি সেবা রূপ ভক্ত্যঙ্গকেই মুখ্য সাধন
রূপে আশ্রয় করিয়া বিশেষ ভাবে নিত্য গুরুসেবা করেন, তাঁহাদের শ্রীগুরুভক্তির বলেই সাধ্য সপ্রেমভগবৎপ্রাপ্তিসিদ্ধির শাস্ত্রীয় ক্রম এস্থলে দিগদর্শন মাত্র বলিতেছি। যথা --- অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের ভাগবতী ভক্তি বিনা অবিদ্যার করাল গ্রাস হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার উপায় নাই। জীব প্রতি পরম করুণ

শ্রীভগবানের নিজেতে জীবের উন্মুখকারিণী অনুগ্রহ নাম্নী ভক্তি শক্তির বৃত্তিটা গুরু বৈষ্ণবের দ্বার দিয়াই জগতে প্রকটিত হয়। মল্লিখিত কৃপাকুসুমাঞ্জলি ও সাধনকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থের প্রথমেও বলিয়াছি যে শ্রীভগবানের করুণার দুটী ধারাই যেন সাধু এবং গুরু রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। "কার্য্যভেদে সাধু গুরু নাম ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমদ্ ভগবৎ করুণা বিগ্রহ জগতের পরম মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকেন।” (কৃপাকুসুমাঞ্জলি, ১০৭ পৃঃ।) তাই অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের যাদৃচ্ছিক ক্রমে সাধুরূপী শ্রীগুরুর সঙ্গের প্রভাবেই প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে রুচি জাত হয়।
অর্থাৎ নির্হেতু পরম কৃপাবান্ ভাগবতস্বরূপ শ্রীগুরু কৃপালক্ষণ স্বপ্রভাব দ্বারাই জীবে কৃষ্ণসেবার রুচি উংপাদন করেন। ১৷ গুরুকৃপায় জীবে উৎপন্না কৃষ্ণসেবা রুচিকে গুরুকৃপাপ্রেরিত মন নিজ সম্মতরূপে অনুমোদন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যরূপেই গ্রহণ করে। ২॥ গুরুকৃপাসঞ্জাতা কৃষ্ণসেবারুচিটী তখন গুরুরূপা বলেই দৃঢ়ব্রতা হয়, অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরমাদি গুণবতী হইয়া কৃষ্ণসেবারুচি তখন দৃঢ়া হয়। তখন জীবের মনও সদ্রূপ গুরুকৃপায় কৃষ্ণসেবাসক্ত হইয়া উঠে। ৩॥ এইরূপে মন দৃঢ়ব্রতা কৃষ্ণসেবারুচি যুক্ত হইলে তাহার ফলে ইহামুত্র ফলভোগে বিরাগ সঞ্জাত হয়। তখন কেবল সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আসেচক পরমামৃতরূপ শুদ্ধ ভক্তিযোগ জাত হয়। সদ্রূপী গুরুকৃপায় মন কৃষ্ণসেবারুচিতে একতান হইয়া কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য জ্ঞানাদি সাধনে এবং জ্ঞানাদি সাধনের ফল মোক্ষাদি অন্য সাধ্যে স্পৃহারহিত হয়। ৪ ॥ ভগবৎপ্রীতিকাম চিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীগুরুসেবালালসাপ্রবণ হইয়া উঠে। গুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয়ে অন্যস্পৃহাশূন্য কৃষ্ণসেবাস্পৃহামাত্র প্রবণ মন ভগবদ্রূপ ঈক্ষণের নিমিত্ত যখন প্রবল লালসাযুক্ত হইয়া উঠে, তখন সাধু এবং শাস্ত্রোপদেশে গুরুতে ঈশ্বর ভাবনা পূর্ব্বক, জ্যোৎস্না যেমন রজনীকরের অনুগামী হয়, ভাগ্যবান্ সাধক তেমনই শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই অনুগামী হয়েন, অর্থাৎ গুরুকে ঈশ্বর বুদ্ধিপূর্বক তাঁহার পরিচর্য্যাদি সেবাকার্য্যে দৃঢ়ব্রত হয়েন। ৫॥ একমাত্র গুরুসেবার মহিমা বৈভবে সেই সাধক ভক্ত তখন নিজেকে একমাত্র ভগবদাশ্রিতই মনে করিয়া দৃঢ় ভগবৎ শরণাপত্তি লাভ করেন। তীব্রোৎকণ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সাধন ফল গুরুসেবার মধ্য দিয়াই তাঁহার সম্পন্ন হয়। তাহার ফলে কৃষ্ণসেবারুচিটী অবিচ্ছিন্না হইয়া উঠে। ৬॥ তদনন্তর গুরুকৃপাপ্রভাবেই সাধকের কৃষ্ণসেবারুচি অবিচ্ছিন্না হইয়া পরম গাঢ় দশা লাভ করিলে রতি বা ভাব দশা প্রাপ্ত হয়। “শ্রীগুরু চরণে রতি, সেই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা।” তখন সেই মহা ভাগ্যবান্ সাধকের সর্বত্র ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। ৭॥ তাদৃশভাবে শ্রীগুরুসেবার ফলে গুরুপ্রসন্নতার পরম ফল ভগবানে ভাবদশাটী গাঢ় হইয়া যখন প্রেমভূমিকায় উপনীত হয়, তখন সাধক সাক্ষাদ্ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া চরম কৃতার্থ হয়েন। ৮॥ সেই ভগবদ্দর্শনই তখন

সাক্ষাদ্গুরু হইয়া ভগবদ্রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি মহামাধুর্যাস্বাদনে অনুভবের প্রকার জ্ঞান প্রদীপ প্রকাশ করিয়া দেন। সেই অনুভব রূপ জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হইয়া সাধককে সাক্ষাদ্ ভগবদ্রূপ রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করায়। ৯। এই প্রকারে শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধিদশা পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব যতদিন এই মর্ত্ত্যলোকে সাধক ভাব প্রকটন করিয়া অবস্থান করেন তৎপর্য্যন্ত ভগবৎ পরম প্রসাদ কামী সাধক ব্যক্তি গুরুদেবের পরিচর্য্যায় বর্তমান থাকিয়াই কৃতকৃতার্থ হয়েন। এইরূপে মহাভাগবতরূপ সদ্গুরুর সেবায় সৎশিয্যের সর্ব্বার্থ অনায়াসেই পূর্ণ হয়। ১০ ॥ এই প্রকারে ভগবৎ পরম প্রসাদকামী নিত্য গুরুসেবী শিষ্যের, শ্রীগুরু বিগ্রহ প্রকট থাকা কাল মধ্যে সপ্রেম ভগবদ্দর্শনরূপ পরম ফললাভ যদি না হয়, তাহা হইলে ঐকান্তিক নিত্য গুরুসেবাপরায়ণ শিষ্য শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধিদশা পর্যন্ত গুরুসেবায় প্রবর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অপ্রকটে গুরুবিরহদাবানলে দগ্ধ হইতেই থাকেন। ১১। গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের গুরুবিরহে যখন প্রাণ ধারণ অসহ হইয়া উঠে, তখন "অহো গুরো! অহো প্রভো! অহো মদেকজীবন! তোমার বিরহে তোমার কৃপাগুণ স্মরণময় শোকদাব দগ্ধ আমি আজ তোমার উপদিষ্ট শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধনেও শক্তি ধারণ করিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! আজ কে আমাকে রক্ষা করিবে? কে আমার ত্রাণ কর্তা হইবে? আজ ভগবদ্ভক্তিমার্গেও তোমার বিরহে আমি একান্ত অসহায়। প্রভো! তোমার বিরহে ক্ষণ কালও এই অসহায় জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছি না। অদ্য আমি নিশ্চয়ই মরিব। হা মদনগোপাল! হা মৎসর্ব্বস্বপদাম্বুজ! আমায় শ্রীগুরু পাদপদ্ম দর্শন দান সহকারে আমার গুরু প্রদত্ত ভক্তিময় জীবন রক্ষা কর। হা দীনদয়াল! শরণাগতপাল! আমাকে রক্ষা কর।” এই বলিয়া প্রখর স্বগুরুবিরহ ব্যাকুল দশায় শিষ্য মুহুর্মুহু মূৰ্চ্ছিত হইতে থাকেন। সাধুগুরুকৃপাবর্তী ভাগবতী পরমা প্রেমভক্তি তখন মূর্ত্তিমতী হইয়াই সেই শিষ্যের ভগবদ্দর্শন লাভ ঘটান। গুরুসেবী শিষ্য এই প্রকারে গুরু সেবার দ্বার দিয়াই পরম কৃতকৃতার্থ হয়েন। (শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।২৮, চক্রবৰ্ত্তীঃ টীকা।)

প্রিয় পাঠকবর্গ! এখন বলুন, এই প্রকার গুরু পরিচর্য্যাদি
সেবানিষ্ঠ সাধকের গুরুতন্ময়তাময় ভক্তি প্রভাবে যে ভগবদ্দর্শন লাভ তাহা বস্তুতঃই গুরুকৃপামৃতের ধারায় শিষ্যের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি অবয়ব অভিষিঞ্চিত হওয়া নয় কি?

শাস্ত্রে দেখিতে পাই সাধু গুরুতে হরির বিশেষ আছে। অর্থাৎ হরি
জীবের কর্মানুসারে অসাধু জীবকে অধোদিকে নিতে ইচ্ছা করিয়া অসাধু কর্ম্ম করান, দৈত্য সকলকেও বিপরীত উপদেশ দান করেন। হরি হরি! গুরু বৈষ্ণব কিন্তু সকলকেই ভগবৎ পাদপদ্ম প্রাপ্ত করাইতে ইচ্ছা করিয়া সাধু কৰ্ম্মই করান এবং সৰ্ব্বত্র যথার্থ সদুপদেশই করেন; তাই সর্ব্ব শাস্ত্রে হরিসেবা হইতেও গুরু বৈষ্ণবের সেবার মহিমাই

অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিমার্গে পরম ভক্তিরস চতুর মহাভাগ্যবান ব্যক্তিই শ্রীগুরু বৈষ্ণবের পরমাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া নিজকে ধন্যাতিধন্য করেন।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।”

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের
প্রার্থনা।

বৈষ্ণব ভক্তি বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সংক্ষিপ্তোক্তি বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

তাতে বৈষ্ণব ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হইতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহা মহাপ্রসাদ নাম ॥
ভক্তপদ ধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্ত ভুক্ত শেষ, এই তিন সাধনের বল। (মহাবল)
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥
এই তিন হইতে কৃষ্ণ নাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,
অন্ত্য — ১৬ পঃ।

শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন, -

বৈষ্ণবের পদ জল, কৃষ্ণ ভক্তি দিতে বল,

আর কেহ নহে বলবন্ত। ইত্যাদি।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস। ইত্যাদি।

যাবতীয় ভক্তি শাস্ত্র গুরুবৈষ্ণব ভক্তির আশ্রয়েই ভগবদ্ভক্তি লাভ
হয় ইহাই দুন্দুভি নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবভক্তিপুরস্কৃতা, গুরুবৈষ্ণবভক্তিসহকৃতা, গুরুবৈষ্ণবপ্রসাদজা শ্রীভগবদ্ভক্তিই সাধকের পরমাথপ্রাপিকা। ইহাই আমার এই প্রবন্ধের সর্ব্বসারোক্তি।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা সৎসেবা বলিয়াই পূর্ব্বে বলিয়াছি।
গুরুবৈষ্ণবসেবারূপ সৎসেবা দুইপ্রকার। একটা প্রসঙ্গরূপা, আর একটী পরিচর্যারূপা। প্রসঙ্গরূপা সৎসেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট সদনুবর্তী হইয়া ভগবৎ কথাদির প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদিগের মুখনিঃসৃত ভগবৎ কথা সদুপদেশাদি শ্রবণ করা এবং যোগ্যতানুসারে নিজেও ভগবৎ কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রবণ করান। আর পরিচর্য্যারূপা সৎসেবা কায়িক বাচিক মানসিক নিষ্কপট চেষ্টার দ্বারা শ্রীগুরু বিগ্রহের শ্রীবৈষ্ণব বিগ্রহের সৎ পরিচর্য্যাদি করা, এই বুঝায়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপ্রক্ষালন, তৈলাভ্যঙ্গ, স্নপন, গাত্রমার্জ্জন, বস্ত্রাদি পরিষ্করণ, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে চন্দনাদি অনুলেপন ইত্যাদি এবং ভক্তির অবিরোধী সৎশাস্ত্রসম্মত গুরুর অনুকূল যাবতীয় আদেশ প্রতিপালন করাও পরিচর্য্যা। এই প্রকার মহত্তম বৈষ্ণবেরও আদেশ প্রতিপালন করা তাঁহাদের পরিচর্য্যাই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু সাধক ব্যক্তির শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে হইলে এবং সেবার
প্রকৃষ্ট ফল অনায়াসে লাভকরিতে হইলে সেবাফলের প্রতিবন্ধক অপরাধের যাহাতে সৃষ্টি না হয়, তাহার প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা অনেক সময়ে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াও কায়িক বাচিক মানসিক কতকগুলি অসংযত চেষ্টা, ভাব এবং ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদের সেবাফলের প্রতিবন্ধক অপরাধই সঞ্চয় করি। তাহার কারণ সৎশাস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমরা সৎসেবায় প্রবৃত্ত হই না। প্রত্যুত কতকগুলি অসংযত উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছভাব লইয়া সৎ মহৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াও সেবার দিকে মনের দার্ঢ্য না রাখিয়া ক্রমশঃ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ অসংযত উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছভাবই প্রকাশ করিতে থাকি। তখন মহদবজ্ঞাজনিত দুর্ব্বার মহা অপরাধই হইয়া পড়ে। তাই ঠাকুর মহাশয় উপদেশ করিলেন,- "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

আমার লিখিত সাধনকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে
কিছু আলোচনাও করিয়াছি। শ্রীগুরুসেবা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কতিপয় বিধি নিষেধ যাহা বর্ণিত আছে, শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবালিপ্সু সাধকদিগের সংযমশিক্ষার জন্যই যাহা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কতিপয় বিধি নিষেধ এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার মধ্যে শ্রীগুরু সম্বন্ধে এই কথাগুলিই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, যাহা সকল সাধকেরই অবশ্য পালনীয় এই সৎশিক্ষাগুলি সদ্বৈষ্ণবীয় শিক্ষাই। এই সৎশিক্ষাগুলিতে অভ্যস্ত হইতে না পারিলে সদবৈষ্ণবতার স্ফুরণ হয় না। যথা ---

১। শ্রীগুরুদেবের বাক্য কখনও লঙ্ঘন করিবে না, গুরুর আসন লঙ্ঘন
করিবে না, গুরুর কাষ্ঠ পাদুকা বা চৰ্ম্মপাদুকা, গুরুর বস্ত্র, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কদাচ কোন সময়ে লঙ্ঘন করিবে না, গুরুর স্নানজল, গুরুর শয্যাদি কখনও লঙ্ঘন করিবে না, এ বিষয়ে খুব সাবধান হইবে। মোট কথা যাহাতে সামান্য তুচ্ছতা বোধ হইতে পারে, গুরু সম্বন্ধীয় বস্তুতে এই প্রকার তুচ্ছতার পরিচায়ক কোন ব্যবহার করিবে না, এবং গুরু সম্বন্ধীয় বস্তুতে অনবধান যাহাতে না হয়, এবং যাহাতে শ্রীগুরু সম্বন্ধে সতত অবহিতই হওয়া যায়, তাহাতেই অভ্যস্ত হইবে। "বন্দো মুই সাবধান সনে," ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

২। যথা তথা যেমন তেমন ভাবে গুরুর অসাক্ষাতেও তাঁহার নাম গ্রহণ করিবে না; সাক্ষাতে তো করিবেই না। গুরুর গমন, তাঁহার ভাষণ, তাঁহার স্বরাদির চেষ্টানুকরণ, কখনই করিবে না। গুরুর অগ্রে গুরুর সন্নিধানে পাদ প্রসারণ করিয়া, কিম্বা ঊরুর উপর পদ স্থাপন করিয়া, অথবা নিজের পদ যাহাতে দেখা যায় এমন ভাবে বসিবে না, গুরুর সন্নিধানে জৃম্ভন (অর্থাৎ হাইতোলা), হাস্যাদি করিবে না। অঙ্গুলী স্ফুটনাদি, অঙ্গ দোলান, হস্তপদাদি অথবা শরীরাদির কোন অঙ্গ নাচান, ইত্যাদি কখনও করিবে না। গুরুর সমীপে এই সকল ব্যবহার অতিশয় অমর্য্যাদাকর ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

৩। গুরুর অগ্রে আসনে বসিবে না, গুরুর সমীপে গমন করিয়া যাবৎ তাঁহার
আদেশ না হয় তাবৎ বসিবে না, গুরুর সমীপে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে না। গুরুর সমীপে উপস্থিত কালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বা তাঁহার আদেশ গ্রহণ না করিয়া কোথাও গমন করিবে না। গুরুর অগ্রে অন্য কোন পূজা করিবে না। গুরুর সমীপে দীক্ষা দান, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, গুরুর আজ্ঞা ভিন্ন কখনও করিবে না। গুরুর অগ্রে অন্যের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না। গুরুর অনুমতি ভিন্ন তাঁহার সম্মুখে পিতা মাতা প্রভৃতি অন্য গুরুজনবর্গকেও অভিবাদন করিবে না। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

৪। শ্রীগুরুদেবের প্রতি কখনও আজ্ঞাসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিবে
না অথবা হস্ত চালনাদি দ্বারা কোনও সাঙ্কেতিক ব্যবহার করিবে না। যেমন, অমুকটা দিন, অমুকটা নিন্, ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক বাক্য কখনই ব্যবহার করিবে না। প্রয়োজন বিশেষে অর্থাৎ শ্রীগুরুর হিত বিধানকার্য্যে অথবা পরমার্থিক কার্য্যে দেওয়া নেওয়া বলা শুনা ব্যবহার আসিয়া পড়িলে প্রার্থনার সহিত করযোড়ে "করিতে আজ্ঞা হউক, গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক, বলিতে আজ্ঞা হউক”, ইত্যাদি প্রার্থনা সূচক বাক্য ব্যবহার করিবে। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

৫। শ্রীগুরুদেব তাড়ন ভর্ৎসনাদি করিলে, এমন কি পীড়ন করিলেও তাঁহার
প্রতিকূল আচরণ দ্বারা তাঁহার অবমাননা করিবে না। গুরুর তাড়ন ভর্ৎসন পীড়নাদিতে সহিষ্ণুই হইবে। এমন কি শ্রীগুরুদেব বিদ্বেষ আচরণ করিলেও কদাচ তাঁহার বিদ্বেষ আচরণ করিবে না। শ্রীগুরু বৈরবান্ অশান্তদেহ বহির্দর্শী জগতে অনাদৃত হইলেও তিনি শিষ্যের নিকট বিদ্বেষের যোগ্য নহেন, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

৬। শ্রীগুরুর কোনও দ্রব্য তাঁহাকে না জানাইয়া কখনও ভোজন অথবা
ব্যবহারাদি করিবে না। গুরুর সমীপে মৌন থাকিবে না; গুরুর স্তবাদি না করা, অনুকূল হিতকর কোন প্রশ্নাদি না করা অথবা পরমার্থভগবদ্বিষয়ক প্রশ্নাদি না করা অপরাধ বিশেষ। অথবা মৌনব্রত অবলম্বন করিলেও গুরুর নিকট মৌনব্রতী হইবে না। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

৭। যেখানে কোনও ব্যক্তি মাৎসর্য্যবশতঃ গুরুর নিন্দা বা তাঁহার
মহিমার অপকর্ষ করে, সেইস্থলে যাইবে না, সেখানে বসিবে না। হরি স্মরণ করিতে করিতে সে স্থান হইতে নির্গত হইবে। যাহারা গুরু নিন্দা করে, গুরু মহিমার অপকর্ষ সূচনা করে, তাহাদের সঙ্গ করিবে না, তাহাদের সহিত কখনও বাস করিবে না। এ বিষয়ে খুব সাবধান হইবে। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

৮। শ্রীগুরুদেব আগমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার অগ্রবর্তী হইয়া
সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণা-মাদি করিবে। আবার গুরুর গমন সময়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিবে। নিজের কৃত্যকৰ্ম্ম গুরুকে নিবেদন করিবে। গুরুর পাদপ্রক্ষালন স্নানাদির নিমিত্ত জলাদি স্বয়ংই আনয়ন করিবে। গুরুর আহ্নিক পূজার উপকরণ তুলসীপত্র কুশাদি দ্রব্যের আহরণ নিজেই করিবে। গুরুর অঙ্গ মার্জন, স্নপন, চন্দনাদ্যনুলেপন, বস্ত্রধৌতাদি, পাদসম্বাহনাদি স্বয়ংই করিবে। গুরুগৃহের অঙ্গন

মার্জ্জন লেপনাদি স্বয়ংই করিবে। প্রত্যহ অন্ন পানাদি যাহা কিছু ভোগ্য, গুরুকে সমর্পণ করিয়া নিজে ভোজনাদি করিবে। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

৯। শ্রীগুরুর নামোচ্চারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ নতমস্তকে
অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া গুরুর নামের পূর্ব্বে "ওঁশ্রী” শব্দ প্রয়োগ করিয়া গুরুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্তে “বিষ্ণুপাদ” শব্দ প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বদাই অকুটিলভাবে প্রীতিময় সুস্নিগ্ধান্তঃকরণে শারীরিক চেষ্টা দ্বারা, মানসিক ভাবের দ্বারা, স্তব মহিমাদি প্রশংসাময় বাক্যের দ্বারা, নিজ ধন দেহ গেহ প্রাণাদির দ্বারা সতত শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিবে। "বন্দো মুই সাবধান সনে।”

সাধকমাত্রেরই শাস্ত্রীয় এই নিষেধ এবং বিধিগুলি অবশ্যই পালনীয়।
সাধক ব্যক্তি মাত্রেই এই নিষেধ এবং বিধিগুলির প্রতি অবহিত হইবেন। ইহাতে শ্রীভগবদ্ভক্তির পরমানুকূল কায়িক বাচিক মানসিক সংযমসমূহ অতি অচিরেই সুসিদ্ধ হইবে। শ্রীগুরু বিষয়ক এই নিষেধ এবং বিধিগুলি প্রতিপালন করিতে যাঁহারা তৎপর নহেন অথবা এই নিষেধ এবং বিধিগুলির প্রতি যাঁহাদের তাদৃশ দৃষ্টিপাত নাই, তাঁহাদিগকে “সৎসাধক” বলা ত দূরের কথা, সাধকই বলা যায় না। তাঁহাদের "সদ্গুরু করণ” করা ত দূরের কথা, মন্ত্রাদি গ্রহণরূপ যাহা কিছু গুরুকরণ করা হয়, পরিণামে তাহা গুরুকরণের বিড়ম্বনাই হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, “বন্দো মুই সাবধান সনে।”

এই প্রকারে শাস্ত্রীয় শাসনে সুশাসিত সুসংযত অবহিত হইয়া
নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরু পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হইলে ভাগ্যবান্ সাধক গুরুসেবার পরমফল শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রেমভক্তি অচিরেই লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। তাই শাস্ত্রে বলেন, ---

“গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং।
তস্মাদ্ধৰ্ম্মাৎ পরো ধৰ্ম্মঃ পবিত্রো নৈব বিদ্যতে।”

শ্রীগুরুসেবী সাধকের পক্ষে যে সকল বিধি নিষেধ উপরে কথিত হইল,
ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব সেবাতেও উক্ত বিধিনিষেধ প্রতিপালনীয়। বিশেষতঃ মহত্তমবৈষ্ণব সেবায় গুরুসেবাবৎ সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব জনের পরিচর্য্যা সঙ্গাদির মহামহিম ফল শাস্ত্রে অশেষ বিশেষে বর্ণিত আছে। বৈষ্ণব পরিচর্য্যা এবং বৈষ্ণব সঙ্গকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। সামান্য পরিচর্য্যা, বিশেষ পরিচর্য্যা। আবার সামান্য সঙ্গ, বিশেষ সঙ্গ। বৈষ্ণবের যৎ কিঞ্চিৎ দর্শন স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন, সম্ভাষণ শুশ্রূষণাদি এবং দূর হইতে দ্রব্যাদি দান দ্বারা

যৎ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করা সামান্য পরিচর্য্যা, আর বৈষ্ণবে প্রপন্ন হইয়া সঙ্গ প্রসঙ্গসহ যে দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালনাদি শুশ্রূষা এবং আনুকূল্য তাহাই বৈষ্ণবের বিশেষ পরিচর্য্যা।

আবার সামান্যরূপে দর্শন স্পর্শনাদিতে যৎ কিঞ্চিৎ যে সঙ্গ তাহা
সামান্য সঙ্গই বলিতে হইবে। আর প্রপন্ন হইয়া শ্রীভগবদ্ভক্তি রসাস্বাদন ময় ভগবৎ কথাদি শ্রবণ এবং ভজনতত্ত্ব উপদেশাদি গ্রহণের ইচ্ছায় যে বৈষ্ণব প্রসঙ্গ তাহা বিশেষ সঙ্গ বলা যায়। অহো! সঙ্গ বিনা ও যাঁহাদের দূরতঃ কথঞ্চিৎ দর্শনাদি সেবার দ্বারা এমন কি যাঁহাদের স্মরণেও জীবের অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলায়তন শ্রীহরিপাদপদ্মে পরম মঙ্গলময়ী ভক্তি উপজাত হইতে পারে, সেই ভগবৎ প্রিয় বৈষ্ণবের সেবা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক তাঁহাদের নিকট “বৈষ্ণবা বিষ্ণুবৎ পূজ্যাঃ” হইবেন। সর্ব্বাদরলক্ষণ বৈষ্ণবাদরগুণ যে সাধকে না থাকে সে সাধক সদ্বৈষ্ণবই হইতে পারেন না এবং তাঁহাদের সাধনেও শ্রীভগবান্ পরম প্রসন্ন হয়েন না।

“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥
তস্মাদ্বিষ্ণু প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণু স্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥”

অর্থাৎ হে পার্থ যাঁহারা আমায় ভক্তি করেন তাঁহারা আমার ভক্ত নহেন,
যাঁহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত তাঁহারাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত বলিয়া সম্মত।
সুতরাং বিষ্ণু প্রসন্নতার নিমিত্ত বৈষ্ণবের সর্ব্বতোভাবে সন্তোষ বিধান করিবে।
বৈষ্ণব পরিতোষণেই বিষ্ণু সুপ্রসন্নবদন হইবেন, সংশয় নাই।

"প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে” -- কোনও প্রকারে
বৈষ্ণবজন অপমানিত হইলে ভগবান্ বিশ্বাত্মা বিষ্ণু শত শত পূজিত হইলেও প্রসন্ন হয়েন না।

সুতরাং বৈষ্ণব পূজক বৈষ্ণব সেবী জনের সর্ব্বথা সাবধান হইতে হইবে
যাহাতে গুরুতর বৈষ্ণবাপরাধের সৃষ্টি না হয়। অতি সাবধান! অতি সাবধান!! যাঁহাদের কৃপাভাসে জীব পরম কৃত কৃতার্থ হইতে পারে, আবার তাঁহাদেরই অপরাধাভাসেই সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। অতএব অতি সাবধান! অতি সাবধান!!

"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥”

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে প্রহার করে, বৈষ্ণবের দোষ কীর্ত্তনরূপ
নিন্দা করে, বৈষ্ণবে বিদ্বেষ সূচক ব্যবহার করে, বৈষ্ণবাগমনে অভ্যুত্থান প্রণামাদি না করে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে, বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দ লাভ না করে, সে সর্ব্ব কৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম সাধ্য সাধন হইতে পতিত হয়। এই ছয়টা ভয়ানক পতনের কারণ। তাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গুরু সেবা পরিচর্য্যাদিতে যে প্রকারে সাবধান হওয়া অবশ্য উচিত এবং গুরু সেবাতে যে সকল বিধি নিষেধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকারে বৈষ্ণব সেবা পরিচর্য্যাতে ও সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সেই বিধি নিষেধেও অভ্যস্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা মহত্তম বৈষ্ণবের নিকটে ঔদ্ধত্যময় অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারাদি জনিত মহা অপরাধে পতিত হইবার আশঙ্কা প্রতিপদেই থাকে।

প্রিয় পাঠকবর্গ! মহত্তম ভগবদ্ভক্তের সঙ্গমাহাত্ম্য সিন্ধুর
যৎকিঞ্চিৎ বিন্দু উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। আমার পাপপঙ্কিল কলুষিত হস্তের পরিবেষণ হইলেও ইহাতে পরমামৃতের সঙ্গ সম্বন্ধ থাকায় আপনারা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না আশা করি। ---

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোহস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্ ॥

যাঁহাদিগের সঙ্গ অখিল সাধন সাধ্যের ফলস্বরূপ, সেই ভগবদ্ভক্তজনের
পাদপদ্মের পাদুকা সকলের প্রতি আমার নমস্কার থাকুক।

হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ।।

হরিভক্তিপরায়ণ গৃহাদি আসক্ত ব্যক্তিরও সঙ্গমাত্রে, অথবা
হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গ যাঁহারা করেন তাঁহাদেরও সঙ্গমাত্রে মহাপাতকবান্ ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

যাঁহাদের সঙ্গেতে সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি ও সর্ব্বার্থ প্রাপ্তি হয়। যথা ---

যথা প্রপদ্যমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।

শীতং ভয়ং তমোহপ্যেতি সাধুন্ সংসেবতঃ সদা ॥

যেমন ভগবান্ অগ্নির শরণাপন্ন ব্যক্তির শীত, ভয় এবং অন্ধকার পলায়ন করে, সেই প্রকার সাধুতে প্রপন্ন জনের সাধুসঙ্গে সর্ব্বভয় দূরীভূত হয়।

অহো! সৎসঙ্গ সর্ব্বতীর্থাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিত। ---

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেযু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ ॥

যে ব্যক্তি গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থে স্নান করিতে ইচ্ছা করে, আর যে
ব্যক্তি সৎসঙ্গ করে, এই উভয়ের মধ্যে সৎসঙ্গকারীই শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্ব সৎকর্ম্মের অধিক সৎসঙ্গ। ---

যঃ স্নাতঃ শান্তিসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥

যিনি শান্তিপরমোজ্জ্বলা সাধুসঙ্গগঙ্গায় স্নান করিয়াছেন, তাঁহার
দান, তপস্যা, তীর্থ, যজ্ঞাদিতে কি প্রয়োজন?

অহো! অনর্থ কালেও যাঁহাদের সঙ্গ পরমার্থ দান করে। ---

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে ॥

ভগদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞ বিদ্বান্ গণের সমাগম হইলে, বন্ধু
বিয়োগাদি দ্বারা শূন্যতা প্রাপ্ত গৃহও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মরণও অমৃতত্বকে লাভ করে, আপদ সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায়।

তাঁহাদের সঙ্গ সুখ দেহদৈহিকাদির বিস্মারক। ---

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্ গৃহবিত্তদারাঃ।

যে ত্বব্জনাভ ভবদীয় পদারবিন্দসৌগন্ধলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ৪।৯। শ্রীমদ্ভাঃ।

হে কমলনাভ! আপনার চরণ কমলের সুগন্ধে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লোলুপ,
তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, তাঁহারা অত্যন্ত প্রিয় যে মনুষ্যদেহ এবং দেহের অনুবর্তী যে সকল গৃহ বিত্ত মিত্র পুত্র কলত্র, তাহা কিছুই স্মরণ করেন না।

ভগদ্ভক্তসঙ্গ জগতের আনন্দজনক। ---

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী। নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্দ্রিকা ৷

সর্ব্ববিধরোগহারী তাপহারী পরমানন্দদায়ী বৈষ্ণবাশ্রয়রূপ
চন্দ্ররশ্মি কাহাকে না আনন্দিত করিয়া থাকে?

মহৎসঙ্গ মুক্তিপ্রদ। ---

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ১০|৫১। শ্রীমদ্ভাঃ।

*হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে যখন সংসারী ব্যক্তির বন্ধনের অন্ত হয়,
তখনই সাধুসহ সমাগম হইয়া থাকে। যে সময় সৎপুরুষের সহিত সমাগম হয়, সেই সময়েই সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তি দ্বারা কার্য্যকারণনিয়ন্তা সাধুগণের পরমগতি তোমাতে মতি জন্মে। তাহার ফলে সে ব্যক্তি মুক্ত হয়।

সৎসঙ্গই সর্ব্বসার। ---

আসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্ ॥

হে ব্রহ্মনন্দন! অসারভূত সংসারে যাঁহারা হরিভক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তসঙ্গই সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধন।

ভগবদ্ভক্তসঙ্গই ভগবৎকথামৃতপানের একমাত্র হেতু। ---

প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃশ্রুতিরসায়নাঃ।
ভবন্তি কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য কোমলাঃ ॥

সৎ সকলের প্রসঙ্গে জীবের মন কর্ণের সুখদায়িনী কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের মধুর কথা
সকল হইয়া থাকে।

যত্র ভাগবতা রাজন সাধবো বিশদাশয়াঃ। ভগবদ্গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥
তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড় ভয়শোকমোহাঃ ॥ ৪।
২৯। শ্রীমদ্ভাঃ।

হে নৃপ, প্রাচীনবর্হিঃ, যে স্থানে নির্ম্মল পবিত্রাশয় ভগবদ্ভক্ত
সাধুগণ ভগবানের গুণানুকথন শ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, সেই স্থানে মহদ্ব্যক্তিদিগের বদন হইতে ভগবান্ মধুসূদনের পবিত্র চরিত্র কথা অসার অংশ রহিত শুদ্ধামৃত বাহিনী নদীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে ক্ষরিত হইতে থাকে। সেই মহন্মুখনিঃসৃত ভগবৎকথামৃত নদীকে যাঁহারা অলং বুদ্ধি শূন্য হইয়া সাবধানে কর্ণের দ্বারা সেবা করেন অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণ করেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় শোক মোহ প্রভৃতি সেই ভক্তিরসিক ব্যক্তিদিগকে বাধা দান করিতে পারে না।

ভগবদ্ভক্ত সঙ্গই ভক্তি সম্পাদক। ---

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥

ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গ হইলে ভগবদ্ভক্তি জাত হয়। পূর্ব্বে সঞ্চিত সুকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সৎসঙ্গলাভ হয়।

সৎসঙ্গ সাক্ষাদ্ভগবদ্বশীকারক। ---

অথৈতৎ পরমগুহ্যং শৃন্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধৰ্ম্ম এব বা।
ন স্বাধ্যায়স্তপ স্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ১১|১২। শ্রীমদ্ভাঃ।

ভগবান্ কহিলেন, “হে উদ্ধব! হে যদুনন্দন! এই পরম গুহ্য রহস্য শ্রবণ
কর। যে হেতু তুমি আমার পরম সুহৃৎ ভৃত্য এবং সখা, অতএব অতি সুগোপ্য কথাও তোমাকে বলিব। অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ব সকলের বিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধৰ্ম্ম, বা বর্ণাশ্রম আচার ধৰ্ম্ম, বেদ পাঠ স্বাধ্যায়, কৃচ্ছাদি তপস্যা, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট এবং কৃপারামাদি নিৰ্ম্মাণ পূর্ত্ত, দান, একাদশ্যুপবাসাদি ব্রত, দেবপূজা, মন্ত্র রহস্য, বাহ্যেন্দ্রিয় নিয়ম, অন্তঃকরণ সংযমাদি, এই সকল আমাকে তাদৃশ বশীকৃত করিতে পারে না, সর্ব্বসংসার সঙ্গের অপহারক ভগবদ্ভক্ত সৎসঙ্গ আমাকে যাদৃশ বশীকৃত করে।”

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ স্বতঃই পরমপুরুষার্থ। ---

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১।১৮। শ্রীমদ্ভাঃ।

প্রচেতাগণ শ্রীভগবানকে বলিতেছেন, “হে ভগবন্! আমরা তোমার সঙ্গিদিগের
সঙ্গলেশের সহিত স্বর্গ ও মোক্ষও তুলনা করি না। ইহাতে মানবদিগের প্রার্থনীয় তুচ্ছ অন্য বিভবের কথা কি বলিব?”

অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ। ১২।১০। শ্রীমদ্ভাঃ।

অর্থাৎ সাধুসঙ্গমই সকলের পক্ষে পরম লাভ। ইতি। এই সৎসঙ্গের এবং সৎপরিচর্য্যাদির অনির্ব্বচনীয় মহিমা সর্ব্ব পরমার্থ শাস্ত্রে ভুয়ো ভূয়ো বর্ণিত আছে।

অনির্ব্বচনীয় মহামহিম সদ্ধর্ম্মশিক্ষাময় ভগবদ্ভক্তিরসাস্বাদনপ্রধান যে ভক্তসঙ্গ তাহা বিশেষ বিবেচনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, “সঙ্গেন সাধুভক্তানাং।” সদ্ধর্ম্ম শিক্ষাময় যে সৎ সঙ্গ, যে সৎ সঙ্গে ভক্তি ধৰ্ম্ম শিক্ষালাভ করিতে হইবে, যে সাধু সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ বিশেষ দ্বারা ভক্তিরসাস্বাদন করিতে হইবে, যাঁহারা ভাগবতী ভক্তিশিক্ষার আদর্শ স্থানীয় হইয়া

ভক্তি শিক্ষার শিক্ষাগুরু হইবেন, সেই সাধু বৈষ্ণবগণ সাধুভক্ত হইবেন। সাধু শব্দ সামান্য বাচী, আবার প্রকরণ ঔচিত্য বশতঃ বিশেষার্থবাচীও হয়। ভক্তিশাস্ত্রে সাধু শব্দে ভগবদ্ভক্ত মাত্রকেই বুঝায়। অসাধু ভক্তগণ সঙ্গযোগ্য নহেন; কেননা তাঁহাদের আচরণ অনেক স্থলে সৎশাস্ত্র বিগহিত হওয়ায়, তাহা ভক্তিময় সঙ্গ দ্বারা শিক্ষারও উপযোগী হয় না। শ্রীগীতায় "সুদুরাচার ভক্তকেও সাধু মনে করিতে হইবে”, এইরূপ উপদেশ আছে। তাহার তাৎপর্য্য এই, --- ভগবদ্ভক্তিধৰ্ম্মযাজনকারী ব্যক্তি দুরাচার হইলেও তাহার দুরাচার দর্শনে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না, ভগবদ্ভক্ত্যংশ দর্শনে যথাযোগ্য পূজা করিবে। কিন্তু সঙ্গ দ্বারা শিক্ষণীয় ধর্ম্মশিক্ষার আদর্শ স্থানীয় করিবে না। শ্রীবৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশের প্রতি প্রণিধান করিলেও দেখা যায়, অধিকারী বিশেষে বৈষ্ণবসেবার ভেদ আছে। কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ এবং সত্যরাজ খানকে উদ্দেশ্য করিয়া মহাপ্রভু যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করা হইল। ---

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু, নিবেদি চরণে ॥
প্রভু কহে, কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
সত্যরাজ বলে, বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব, কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥
প্রভু কহে, যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয় ॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই ত বৈষ্ণব তাহার করিহ সম্মান ॥

* * * * * * * * * * * * * * *

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন ॥
প্রভু কহে, বৈষ্ণবসেবা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

তিহ কহে, কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন ॥
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাহার চরণে ॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥

এই স্থলে দেখিতে পাই শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণবের তারতম্য বলিয়া সেবারও
কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখাইলেন। প্রথমোক্ত বৈষ্ণবে যথাযোগ্য সম্মানেরই বিধান করিলেন। দ্বিতীয় তৃতীয়োক্ত বৈষ্ণবে 'ভজ তাহার চরণে' বলায় বিশেষভাবে সঙ্গ এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষার বিধান করিলেন।

"সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্ত,”--- যাঁহারা ক্ষীণদোষ ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গ যথাযোগ্যভাবে করিবে। এস্থলে ইহাও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, --- কোনও ভক্তব্যক্তি ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের আচরণ করেন, শাস্ত্রানুশীলনও করেন, পরস্ত্রী পরদ্রব্যাদির অপহরণাদি দুষ্ট কর্মেও রত নহেন, শৌচাচমনাদি শাস্ত্রীয় আচার প্রতিপালন করেন, এবং সদাচার ভক্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হন, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ নিন্দেয় সেই সদাচার এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধন দ্বারা তীব্র অর্থলাভ যশঃ প্রতিষ্ঠাদির বশীভূত হইয়া যদি অপরের প্রতি অসূয়া দ্বেষ মাৎসর্য্যাদি ভাব পোষণ করেন, অপরের নিন্দায় রত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনিও বস্তুতঃ সঙ্গোপযোগী সভক্ত হইবেন না। শাস্ত্রে "সাধবোহদোষদর্শিনঃ” এই প্রকার লক্ষণও মুখ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষাগুরু স্থানীয় যে সকল ভক্তের সঙ্গ দ্বারা আমার ভাগবত ধৰ্ম্ম শিক্ষালাভ করিতে হইবে, তাঁহারা "অদোষদর্শিভগবদ্ভক্ত সাধু" হইবেন। এইস্থলে বক্তব্য এই যে, “শ্রদ্ধাদ্যতিশয়োৎপত্ত্যা ভজনেনানুরাগসিদ্ধ্যা মহত্তা সম্পদ্যতে,” শাস্ত্রীয় বিশ্বাসযুক্ত ভক্তি ধৰ্ম্ম দ্বারা যাঁহারা মহদন্তঃকরণ হইয়াছেন, তাঁহারা অদোষদর্শী হন; শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার আতিশয্যে ভগবদ্ভজন দ্বারা অনুরাগসিদ্ধি হইলে ভক্তিমহত্তা সম্পন্ন হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা গাঢ় হইলে দুরাচারত্ব থাকে না, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার গাঢ়াতিশয্যের সহিত ভগবদ্ভজন হইলে, আনুষঙ্গিক সদ্জ্ঞান সদ্বৈরাগ্যের উদয়ে তাদৃশ হীন অর্থলাভ যশঃ প্রতিষ্ঠাদির বাসনাও হৃদয় হইতে লোপ পাইতে থাকে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতিশয্যে তীব্রোৎকণ্ঠাময়

ভগবদ্ভজনই সানুরাগ ভজন। অনুরাগময় ভজনের (অনর্থ নিবৃত্তি নিষ্ঠা রুচি আসক্তিযুক্ত ভজন) সিদ্ধদশায় সর্ব্বত্র সম দর্শনে সৌহৃদ মৈত্রী ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ভক্তি সাধনে যে সৌহৃদ মৈত্রী ভাব স্ফুট হয় তাহা বিশেষতঃ প্রীতিময় সৌহৃদ ও মৈত্রী ভাব। এই অবস্থায় সাধক ব্যক্তির অতি হীন কদর্য্য অসূয়া, দ্বেষ, মাৎসর্য্যজনিত পরনিন্দা প্রতিকূল পরচর্চ্চা কখনই সম্ভব হয় না।
সাধুর লক্ষণ "সাধবোহদোষদর্শিনঃ” এই প্রকার করিলে বিপরীত লক্ষণ দ্বারা
অসাধুর লক্ষণও বুঝা যায়, অর্থাৎ যাঁহারা দোষ গ্রহণ করেন না, তাঁহারাই সাধু, আর যাঁহারা দোষ গ্রহন করেন, তাঁহারাই অসাধু। শাস্ত্রে এই প্রকার সাধু ও অসাধুর লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে তাহা কিঞ্চিদ্ বিশদ করিয়া এখানে বলিতেছি। যথা ---

যিনি পরের দোষ গ্রহণ করেন না তিনি সাধু অর্থাৎ মহদ্ব্যক্তি। অর্থাৎ যিনি
পরের দোষসমূহকেও গুণ সমূহেব মধ্যে প্রকার বিশেষে গুণের অন্তঃপাতিরূপে দেখেন তিনি সাধু ব্যক্তি। যেমন কোনও ব্যক্তি কঠোরভাষী, কিন্তু মহদ্ব্যক্তি সেই কঠোরভাষীর কঠোরভাষিত্ব যদিও দোষ তথাপি রোগনিবারক নিম্বরসের ন্যায় হিতকর বলিয়া মনে করেন, কঠোরভাষিত্বকে দোষরূপে গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে যাহারা অসাধু তাহারা অপরের গুণগুলিকেও দোষের অন্তঃপাতিরূপে গ্রহণ করে। যেমন কোন পরোপকারী ব্যক্তির পরোপকারিত্ব গুণকেও মনে করে যে ঐ ব্যক্তি যে অত উপকার করে, উহা কেবল অন্যের নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় করে, উহা পরোপকারে নহে, কেবল ব্যবসামাত্র ইত্যাদি। ১।

আবার যাঁহারা পরের দোষ দেখেনই না, কেবলমাত্র গুণই দেখেন, তাঁহারা মহত্তর ব্যক্তি। যেমন কোন মহত্তর সাধু ব্যক্তি কোনও বণিকের নিকট বহু ক্রেতা দেখিয়া মনে করিতেছেন, --- অহো! এই বণিক ভাগ্যবান্, বড় অতিথিপরায়ণ। মহত্তর ব্যক্তি বণিকের লাভ মূলক বিক্রয় ক্রিয়াকে অতিথি সৎকাররূপেই মনে করিতেছেন। পক্ষান্তরে যাহারা গুণই দেখে না, দোষই মাত্র দেখে, তাহারা অসাধুতর। যেমন, -- কোন সন্ন্যাসী ভিক্ষুব্যক্তিকে দেখিয়া অসাধুতর ব্যক্তি মনে করে, এই ভিক্ষুক উদর পূর্ণ করিয়া যে স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করে তাহা আর কিছু নহে, এ ব্যক্তি কামী ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী ইত্যাদি। ২।

যাঁহারা পরের দোষ ত দেখেনই না প্রত্যুত তুচ্ছ স্বল্প মাত্র গুণকেও বহুল
করিয়া গ্রহণ করেন, বহুগণের কথা আর কি, তাঁহারা মহত্তম সাধু। যেমন কোনও শস্ত্রপাণি দস্যু কোন সাধুর গাত্রবস্ত্র অপহরণ করিল, সাধু মনে করিতেছেন, --- অহো! এই ব্যক্তি শীতে কাতরতা হেতুই আমার বস্ত্র অপহরণ করিয়াছে, লোকটা বড় দয়ালু; শস্ত্রপাণি হইয়াও আমাকে হিংসা করে নাই, ধন্য ইনি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যাহারা

পরের গুণ ত দেখেই না, প্রত্যুত তুচ্ছ স্বল্প দোষকে বহুল করিয়া গ্রহণ করে, তাহারা অসাধুতম। যেমন, --- কোন গৃহস্থের ঘরে কোনও বিরক্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অসাধুতম ব্যক্তি মনে করে, --- অহো! এ ব্যক্তি বৈরাগী হইয়াও বনবাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের গৃহে বাস করে, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ এই গৃহস্থের ধন জনাদি হস্তগত করিবার অভিপ্রায় ইত্যাদি। ৩।

আবার যাঁহারা অন্য ব্যক্তির গুণের অভাবেও সর্ব্বতোভাবে গুণই দেখেন,
তাঁহারা অতি মহত্তম সাধু। যেমন তিনি মনে করেন, --- এই জগতে কেহই দুষ্ট নাই, সকলেই শিষ্ট। পক্ষান্তরে যাহারা অতি অসাধুতম, তাহারা পরের দোষের অভাবেও কেবল দোষই দেখে; যেমন তাহারা মনে করে, --- এই জগতে কেহ শিষ্ট নাই, জগৎ কেবলই দুষ্টে ভরা ইত্যাদি। ৪।
এই প্রকারে চতুর্ব্বিধ সাধু ও চতুর্ব্বিধ অসাধুর ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, সৎসঙ্গ, শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাদির আতিশয্যে যে শুদ্ধ ভজন সম্পন্ন হয়, সেই ভজন যখন তীব্রোৎকণ্ঠাময় হইয়া ধাতুরাগবৎ অনিবর্ত্য ইহপারলৌকিক কামনার সংস্কাররূপ কষায়, এমন কি মোক্ষবাসনারূপ কষায় দোষকেও ক্ষীণ করিয়া কেবল শুদ্ধ কৃষ্ণানুরাগময় হইয়া উঠে, সেই সাধনায় তখন মহত্ত্ব সম্পন্ন হয়। সাধক ভূমিতে মহাভাগবত মহতের কষায় দোষ কোথাও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, কোথাও নির্দ্ধূত হইয়া যায়। জাতনবীনপ্রেমাঙ্কুর মহাভাগবতের কষায় মূর্চ্ছিতই থাকে। আর ভগবৎপ্রেমের গাঢ় দশাতে মহাভাগবতজন নির্দ্ধূতকষায় হয়েন। মহাভাগবত মহৎ সাধুর লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে, তদবিষয়ে বিশেষ অবগত হইতে হইলে পাঠকগণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমাদের ভগদ্ভক্ত বৈষ্ণব পাদপদ্মে দৃঢ়ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তের তত্ত্ব ও স্বরূপ, ভক্তের কার্য্য, এই সকলও অনুশীলন করিতে হইবে। আমার লিখিত শ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি পুস্তকে (২১ পৃঃ) সংক্ষেপে ভক্ততত্ত্বও কিছু বলিয়াছি।

মোট কথা আমাদের ভগবদ্ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে
হইলে, ভক্তিময়স্বরূপ মহাভাগবত শ্রীগুরু এবং মহাভাগবত শ্রীবৈষ্ণবের সঙ্গলাভ একান্ত প্রয়োজন যাঁহাদের আদর্শে সদ্জীবন গঠন করিতে হইবে, সেই আদর্শ স্থানীয়
, আমার পূর্ব্ব কথিত “শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাতিশয়োৎপত্ত্যা” ভজনানুরাগ তীব্র থাকা চাই। শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাসমন্বিত ভগবদ্ভজন গাঢ় হইলে, ভক্তির মুখ্য ফল ভগবৎপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিকরূপে সদাচার, সত্য, দয়া, অহিংসা, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, শম, দম, অনসূয়া, মৈত্রী, বিনয়, সদ্গুণরাজিও সাধকজীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। কেবলমাত্র ভজনের অঙ্গ দুই চারিটী শিক্ষামাত্র, যেমন নাম মন্ত্র গ্রহণ করা, একটু

তিলক মালা ধারণ, খোলকরতাল বাজানর শিক্ষা কৌশল বা শাস্ত্রের কিছু শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করিয়া ব্যাখ্যার কৌশল শিক্ষা করাই সৎসঙ্গের সম্যক্ ফল নহে। মনে রাখিতে হইবে, ভজনাঙ্গ ক্রিয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভজনানুকূল সত্য দয়া অহিংসা, সর্ব্বভূতে সৌহৃদাদি স্বভাব গঠনের শিক্ষাও চাই। ইহাও ভক্তিদেবীর আনুষঙ্গিক ঘরেরই বস্তু; ইহা পরের কথা নহে, ঘরেরই কথা। হা দুঃখ! এই সত্য দয়া সমদর্শন মৈত্রী সারল্য স্বভাবকে পরের ঘরের কথা বলিয়া উপেক্ষা পূর্ব্বক আমার অন্তরঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি ঘরের মধ্যে যদি মিথ্যা, নিৰ্দ্দয়তা, বৈষম্য, বিদ্বেষ, কাপট্যাদিকে যত্ন সহকারে স্থান দেই, আর সত্য, দয়া, ক্ষমাদির শিক্ষাকে পরের কথা বলিয়া তিরস্কার করি, এবং আমি ভক্ত, সুতরাং আমার ভক্তিতে বাহিরের কথা কেন থাকিবে এই ভাবিয়া অসত্য, নিৰ্দ্দয়তা, হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দাদি সহকারে, এমন কি ইহাদিগকে মুখ্য করিয়াই ঘরের কথায় যোগ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ মালা তিলকাদি ধারণেই যদি সৎসঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা, সৎসঙ্গে সৎস্বভাবশিক্ষা, সৎ মহতের অনুবর্ত্তিতা শিক্ষার সমাপন করিয়া দেই, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি? জন্মই সৎসঙ্গ এবং সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা তাই দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে যথাযোগ্য সদ্গুণলক্ষণযুক্ত বৈষ্ণবগুরুরও বিচার শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্যষ্টিগুরু প্রত্যক্ষতঃ ব্যক্ত্যংশে ভগবদ্ভক্ত স্বরূপ হইলেও ভগবদ্ভক্তিময় মন্ত্রাদ্যপদেষ্ঠৃত্ব লক্ষণ গুরুত্বাংশে ভগবদাবির্ভাব বিশেষ বলিয়াই শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং স্বরূপতঃ গুরু ভক্ত হইলেও “গুরু ভগবান্” এই প্রকার উপচার করা যায়। গুরুর গুরুত্বাবচ্ছেদেই ভগবদাবির্ভাব স্বীকার করায় ব্যক্তিতে গুরুত্বের ব্যভিচার হইলে ভগবদাবির্ভাবেরও ব্যভিচার হইবে। মনে রাখিতে হইবে। যে, "ভগবদুপদেষ্ঠৃত্বং গুরুত্বম্।” বৈষ্ণব মতে ইহাই গুরুর লক্ষণ। ভগবদ্ভক্তির উপদেশ না থাকিলে গুরুর গুরুত্বই স্বীকার করা যায় না। বলা বাহুল্য যে মুখে ভগবৎসম্বন্ধে দুই চারিটা বুলি আওড়াইলেই ভগবদুপদেষ্টার পদ পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহাতে সৎসঙ্গে আমি ভগবৎ প্রীতিপ্রভাপ্রোজ্জ্বলিত ভাগবতগুণ সত্যাদি সমুদ্ভাসিত সাধক জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি তাহার প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিয়াই আমার সৎসঙ্গ করিতে হইবে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সৎসঙ্গের বিধানে বলিয়াছেন, যথা ---

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।”

ভক্তি সাধনে নানা প্রকার বিভেদ থাকায় সাধক যে জাতীয় ভক্তি
ভজনানুষ্ঠান করেন, তিনি নিজের ভজনীয় ভক্তির সমজাতীয় ভক্তিবাসন সাধুর সঙ্গই করিবেন, ভক্তিধর্ম্মে স্বীয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজনাভিজ্ঞ এবং দয়ালুত্বাদি গুণে স্বভাব স্নিগ্ধ অর্থাৎ কোমলস্বভাব হেতু সতত স্নেহশীল সাধুর সঙ্গই করিতে হইবে।

এস্থলে "সমজাতীয়বাসন” বিশেষণের দ্বারা তাদৃশ সৎসঙ্গে ভক্তিরসাস্বাদন সুচারু সম্পন্ন হয়, ইহাই দেখাইলেন। "স্বভক্তিসমজাতীয়বাসন” এবং “স্বতো বর” এই দুইটি বিশেষণ থাকায়, সাধকের স্বীয় ভক্তির আশ্রয়ালম্বনরূপ মহাভাগবত ভক্ত সঙ্গে ভক্তিরসের উদয় হয়, ইহাও দেখাইলেন। যাঁহার ভক্তির অনুগতা হইয়া ভক্তিটী সাধক ব্যক্তিতে উদয় হয়, তিনি সেই সাধকের ভক্তির আশ্রয়ালম্বনই হন। মনে রাখিতে হইবে "আলম্বনত্ব” ধর্ম্মটী ভক্তে সদানুগত ধর্ম্ম। ভক্তাশ্রয়া শ্রীভগদ্বিষয়া ভক্তি রতিদশা লাভ করিয়া রশ্যমান হয়, ইহাই ভক্তিরসশাস্ত্রের নির্দেশ। সুতরাং সমবাসন মহাভাগবত বৈষ্ণবই এই সাধক ভূমিতে ভক্তির আশ্রয়ালম্বন হন। যাঁহার দর্শন স্পর্শন সম্ভাষণাদি, কিম্বা ভগবৎপ্রসঙ্গময় সঙ্গাদির দ্বার দিয়া তাঁহার নিজের ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিজাতীয় ভক্তির সাধন, ভক্তিভাব, ভক্তিরস সাধক ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া অতি ঝটিতি প্রকাশ পায়, তাদৃশ নিজাপেক্ষা ভজনাভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত ব্যক্তিই সাধকের ভক্তির আশ্রয়ালম্বন হন। এই কারণ বশতঃ শ্রীগুরুদেবও সাধক শিষ্যের ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ালম্বনও হয়েন। ভগবানে ভক্তের যে রতি (প্রীতি) সেই রতিই ভক্তেতে রস হয়, তাহাই রস্যমান ভক্তিরস। তাই ভক্ত সঙ্গে ভক্তি রস আস্বাদনের নিমিত্ত সমজাতীয়বাসন ভক্ত সঙ্গই উপাদেয়। যাঁহার সঙ্গ করিতে হইবে তিনি যদি সাধকের অপেক্ষা ভক্তিসাধনাভিজ্ঞ, রসাভিজ্ঞ এবং ভক্তিশক্তিমান্ না হন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে ঝটিতি কৃষ্ণভক্তিরতিরসের অভ্যুদয় করাইতে সমর্থ হয়েন না। মহাভাগবত ভক্ত সঙ্গে সাধকের সাধন পথের অনর্থ নিবৃত্তি অতি ঝটিতি হয়। ---

"কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ”

" …………………অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়। " ইত্যাদি। — প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

সাধু সঙ্গের দ্বারা "অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়" হয়, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে সাধকের সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং যাঁহার অনর্থ নিবৃত্তি হইয়াছে সেই ভাগবতের সঙ্গই করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং অনর্থ নিবৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তাদৃশ সাধক ভক্ত সঙ্গে সাধকের যথাকথঞ্চিৎ সাধনের সাহায্য হইলেও ঝটিতি অনর্থনিবৃত্তি হইয়া উঠে না। অনর্থনিবৃত্তিযুক্ত ভক্ত সঙ্গেই সাধকের ভজনাবেশ জাত হইয়া অতি শীঘ্র ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্য হৃদয় গঠিত হয়। সাধক ব্যক্তি শ্রীভগবানে যে জাতীয় রতি অর্থাৎ প্রীতি নিজের অভীষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন, যেমন কেহ নিজেকে দাস মনে করিয়া শুদ্ধ দাস্যরতি, কেহ বা সখ্যরতি, আবার কেহ বা বাৎসল্যরতিকে, কেহ বা কান্তা রতিকে নিজের অভীষ্ট রতি বলিয়া গ্রহণ করেন,

সেই নিজাভীষ্ট রতি বিশেষের স্বজাতীয় রতি বিশেষে ভাবিতান্তঃকরণ জাতরতি ভক্তই সাধক ভক্তের স্বীয় রতির আশ্রয়। যদ্যপি স্বজাতীয়রতিবিশিষ্ট নিত্যপরিকর ভক্তই রতির মূলপাত্র বলিয়া, তাদৃশ নিত্যপরিকর ভক্তই সাধক ভক্তের স্বীয়াভীষ্ট রতির মূলাশ্রয়, তথাপি সমবাসন নিত্যপরিকরের ভাবে ভাবিত হওয়ায় এবং তদীয়ানুগত প্রীতির সমজাতীয় প্রীতিবিশেষ ধারণ করায় সাধন ভূমিতে তাদৃশ মহাভাগবতও সাধকের ভগবদ্রতির আশ্রয় হয়েন। ভক্তমাত্রই ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়; সুতরাং ভক্তির স্বরূপাবস্থা সাধ্যরূপা ভক্তি যাহা রতি নাম ধারণ করে, জাতরতি ভক্তমাত্রেই তাহা আশ্রয়তা সম্বন্ধে অবস্থান করে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভক্তের স্বরূপ ইহাই যে তিনি ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়। ভক্তমাত্রই ভক্তির আশ্রয় হইলেও সাধকের নিজাভীষ্ট স্বজাতীয় ভক্তি বিশেষে বাসিতাশয় ভক্তশ্রেষ্ঠই আশ্রয় হয়েন। ভিন্ন জাতীয় ভক্তিবিশেষ বাসিতাশয় ভক্ত, সাধকের শ্রীভগবানের স্বীয় প্রীতির (রতির) আশ্রয় না হইয়া কেবলমাত্র উদ্দীপন হয়েন, অর্থাৎ তাদৃশ ভক্ত দর্শনাদিতে সাধকের ভগবৎপ্রীতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ভক্তজনে ভক্তজনের যে প্রীতি তাহা স্বসম্বন্ধহেতুক নহে। ভক্তজন ভগবৎপ্রীতির আধার এই জ্ঞানেই ভক্তজনের পরস্পর প্রীতি হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র নিজ সম্বন্ধ নিয়া নহে। ভক্তজনের স্বসম্বন্ধহেতুকা যে প্রীতি তাহা সাক্ষাদ্ভগবানেই হইবে। ভগবৎপ্রিয়জনে ভক্তের যে প্রীতি তাহা ভগবৎ প্রীতিকে পুরস্কার করিয়াই ভক্তসঙ্গ দ্বারাই ভগবৎ প্রীতি দৃঢ়া হয়। সাধকের ভগবদ্ভক্তি যদি মহদ্ভক্তসঙ্গ দ্বারা তাদৃশ ভক্তাশ্রয়া না হয়, তাহা হইলে ভক্তিরসাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। তাই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিলেন, —- "শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ", -- জাতরতি মহাভক্ত ভক্তিরসরসিক সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থ কথা রস আস্বাদন করিবে। আর একটী বিশেষণ দিয়াছেন "স্নিগ্ধ", ইহার অভিপ্রায় স্নেহসিক্তহৃদয়। যে মহাভক্তগণের হৃদয় ভক্তিজাত রতি দশা প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্রতিরসে দ্রবীভূত হইয়াছে, যাঁহারা ভক্তিরসমাখা কারুণ্য রসে সদা বিগলিত, তাদৃশ ভক্তবরেণ্যগণের সঙ্গই উপাদেয়। অহো! জীবের ভগবদ্ভক্তি লাভের মূল কারণ সৎসঙ্গ; ভক্তিসাধনের ফল স্বরূপ যে ভক্তি রসাস্বাদ তাহাও সৎসঙ্গ; ভক্তিসাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন (স্বয়ং ভক্তিরূপ) সৎসঙ্গ। তাই ধ্রুব মহাশয় ভগবদ্দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াও "ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গঃ" বলিয়া মহত্তমভক্তসঙ্গই পরম পুরুষার্থরূপে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভক্তি সাধকের ভক্তির আশ্রয় শ্রীগুরু এবং তাদৃশ মহাভাগবত বৈষ্ণব। মহাভাগবত বৈষ্ণবাশ্রয় করাই শিক্ষাগুরু করা, তাই সৎসঙ্গের বিধানে শ্রীরূপপাদ "স্বতো বর" বিশেষণ দিয়াছেন। ভক্তিভজন শিক্ষার্থী ব্যক্তির ভজনরীতি শিক্ষা নিবন্ধন যে সৎসঙ্গ বা শিক্ষা গুরু করা, তাহা বিচারপূর্ব্বকই করিতে হইবে। সত্যবাদী, যিনি মিথ্যা বলেন না, প্রিয়বক্তা, অপরাধী জনকেও প্রিয়বাক্যে

সান্ত্বনা বাক্য বলেন , শ্রুতিপ্রিয়বাক্য বলেন , অর্থ পরিপাটীযুক্ত বাক্য বলেন , বিদ্বান্ , যথাযোগ্য ব্যবহারিক পারমার্থিক কর্ম্মে নীতিজ্ঞানী , মেধাবী , সূক্ষ্মবুদ্ধি , প্রতিভাবান্ , যুগপৎ বহুকার্য্য সমাধানকারী , চতুর , দুষ্করকর্মেও ক্ষিপ্রকারী , দক্ষ , কৃতজ্ঞস্বভাব , প্রতিজ্ঞা এবং নিয়ম রক্ষায় দৃঢ়ব্রত , পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক তত্তদ্যোগ্য কর্ম্ম করেন , শাস্ত্রানুসারে কর্ম করেন , দোষণকার্য্য পরিত্যাগী , স্থির অর্থাৎ ফলোদয় পর্যন্ত কর্মে স্থির , দুঃসহ ক্লেশ সহনকারী , অপরের অপরাধ সহনকারী, ক্ষমাশীল , গম্ভীর ক্ষোভের কারণেও শান্ত , রাগ দ্বেষ বিমুক্ত , বদান্য , স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করেন , অপরকেও করান, পরের দুঃখাসহ করুণ , গুরু ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাদি মান্যজনের মানদাতা , ঔদ্ধত্য পরিহারী , বিনয়ী , সুশীল , সুকোমলচরিত, অন্যব্যক্তি স্তব প্রশংসাদি করিলে শালীনতা অর্থাৎ অধৃষ্টতা স্বভাব হেতু লজ্জাবান্ -- সদ্গুণ সমূহ যাঁহাতে আছে , সর্ব্বোপরি যিনি শ্রীভাগবতী ভক্তিপ্রীতিমান , তাদৃশ ভক্তশ্রেষ্ঠই শিক্ষাগুরুত্বে বরণীয় এবং সাধুসঙ্গে উপাদেয়। সদ্গুণ বিশিষ্ট মহাভক্ত ব্যক্তির সত্যবাদ প্রভৃতি কায়িক বাচিক সদ্গুণগুলি শিক্ষা না করিলে সাধকের শিক্ষাই পূর্ণ হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাধু সঙ্গ করা বা মহাপুরুষকে গুরুত্বে বরণ করা কেবলমাত্র একটু তিলক ধারণ মালা করা ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাই মাত্র শিক্ষা নহে , সৎ মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে সচ্চরিত্র ও সদ্গুণাবলিও শিক্ষা করিতে হইবে , যাহাতে আমরা প্রকৃত ভাগবত জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি এই অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে সদ্গুরুর লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। গুরু করণের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত সদ্গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া সেবাদ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিত বিধান হয় তাঁহাদের সদ্গুণের অনুবর্ত্তী হইলে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্গুরুর লক্ষণে এইরূপ বলা হইয়াছে , যথা --- "যিনি কুষ্ঠাদি দুষ্ট রোগহীন , কাম ক্রোধাদি রিপুসমূহকে জয় করিয়াছেন , শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তি বহন করেন , যিনি বেদাগমাদিশাস্ত্র বেত্তা , যিনি পূর্ব্ব মহাজনদিগের আচারনিষ্ঠ , যিনি সাধুজনের সম্মত , যিনি ইন্দ্রিয়সমুহকে বশ করিয়াছেন , এতাদৃশ বিপ্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি দেহ মন নত করিয়া তাঁহাকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে। " যিনি শুদ্ধকুলোৎপন্ন এবং নিজেও শুদ্ধ অর্থাৎ পাতিত্যাদি দোষ রহিত , বর্ণাশ্রম বিহিত শাস্ত্রীয় আচারবান , আশ্রমী , ক্রোধশূন্য , বেদবিৎ , সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবেত্তা , গুরুশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী , যিনি অপরের গুণে দোষারোপ করেন না , প্রিয়বক্তা , প্রিয়দর্শন , শৌচাচমনাদি দ্বারা সদা পবিত্র , সুবেশ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদ্যুচিত বেশ ভূষান্বিত , তরুণ অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধ নহেন , সর্ব্বজীবের হিতে রত , বুদ্ধিমান , ঔদ্ধত্যবিহীন , আকাঙ্ক্ষারহিত , নির্হিংস , বিবেচক , , ভগবৎপূজাদিতে নৈষ্ঠিক , কৃতজ্ঞ , শিষ্যবৎসল , নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে সমর্থ , হোমমন্ত্রাদিপরায়ণ , শাস্ত্রীয় তর্কাদির দ্বারা মতামত খণ্ডনে সমর্থ অথবা মন্ত্রাদি প্রয়োগ প্রকারে কুশল , শুদ্ধচিত্ত , দয়ালু , এতাদৃশ গুরুই গরিমার

সমুদ্র। "ইত্যাদিলক্ষণৈ যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্ গরিমাম্বুধিঃ”; এই প্রকার লক্ষণযুক্ত গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের তাৎপর্য্যই হইল এই যে ইহাতে ভাগ্যবান্ শিষ্য গুরুর আনুগত্যে এই সমস্ত সদ্গুণের অধিকারী হইতে পারে। আবার কতকগুলি দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন না তাহাও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। যথা — বহুভোজনশীল, দীর্ঘসূত্রী, বিষয় লোলুপ, ভক্তিবিরোধিশুষ্কতর্কপরায়ণ, বিগর্হিত কৰ্ম্মকারী, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কথনপর, অপরের গুণের নিন্দনকারী ইত্যাদি দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই --- গুরু দোষবিশিষ্ট হইলে শিষ্যেও এই সকল দোষ সংক্রামিত হইতে পারে। "যস্যাস্তি ভক্তি ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ,” এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকে ভক্তির মহিমা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মাত্র মুখে আওড়াইয়া আমি ভক্ত অভিমানে নিজে অসত্যবাদী, অপ্রিয়বাদী, দয়াদাক্ষিণ্যহীন, শঠতাপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি দোষযুক্ত থাকিয়াও যদি আপনাকে গুণবান্ বলিয়া খ্যাপন করি এবং অর্থ যশ আদি লাভের কৌশল বিস্তার করিতে থাকি, অথচ "অমুক সিদ্ধ বাবা” “অমুক মহাত্মা” “অমুক মহাপুরুষের” সঙ্গ করিয়াছি, শিষ্য হইয়াছি, সর্ব্ববিধ সাধন ভজনের রহস্য অবগত আছি ইত্যাদি দাম্ভিক ভাবই পোষণ করিতে থাকি, তাহা হইলে প্রকৃত ভক্তির সাধন এবং সাধনফল সুদূর হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ উন্নত জীবনের পরিচায়ক কায়িক বাচিক মানসিক উন্নত চেষ্টা সমূহই। তাই ভগবদ্ভক্তি দ্বারা যাঁহারা জীবনোন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকৃত জীবনোন্নতির পরিচয় পূর্ব্বকথিত "সত্যবাদী, প্রিয়বক্তা, বিদ্বান, নীতিজ্ঞ, স্থির, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত" ইত্যাদি গুণযুক্ত ভক্তের সঙ্গজনিত শিক্ষাদ্বারাই আমরা পাইতে পারি। আমাদেরও যদি প্রকৃত সদ্ভক্তিযুক্ত সৎশিক্ষা লাভ করিয়া জীবনোন্নতি বিধানের সাধ থাকে, তাহা হইলে সদ্ভক্তি সমুজ্জ্বলিত সত্যবাগাদি সদগুণমণ্ডিত মহাভাগবত ভক্ত সঙ্গই করিতে হইবে, এবং তাদৃশ মহাভাগবত বৈষ্ণবকেও গুরুর ন্যায় "সাক্ষাদ্ভূত ভগবানই” এই প্রকার জ্ঞানে পূজা সেবাদি করিতে হইবে।

স্বরূপতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তি সর্ব্ব নিরপেক্ষা, ইনি কোন প্রকার
দেশকালপাত্র বিশেষেই মাত্র উদিত হইবেন, অন্যত্র হইবেন না, এই প্রকার স্বভাবসম্পন্না নহেন। সৎ মহাপুরুষের যদৃচ্ছা রূপা সঞ্চালিতা হইয়া অত্যধম মহাপাপচরিত্র ব্যক্তিতেও উদিত হইতে পারেন; এইরূপ অনেকগুলে যে উদিত হয়েন ইহা শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায়। আবার বিপ্র সন্ন্যাসী মুক্তপুরুষেও উদিত হয়েন না ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায়। সুতরাং ইনি পরম স্বতন্ত্রা। কিন্তু ভক্তির উদয়ে ভক্তির স্বভাবে সেই সমস্ত পাপ স্খলিত হইয়া ভক্তির মুখ্য ফল শুদ্ধ ভগবৎপ্রীতির আনুষঙ্গিক ফলরূপে সত্য, দয়া, অহিংসা, অনসূয়া, অমাৎসর্য্য, বিনয়, দৈন, পরহিতব্রত, প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। বিশেষতঃ সাধকের সাধন ভক্তির স্তরে ভক্তি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এই সদ্গুণাবলী প্রকাশ পাইলে তাঁহাকে সৎসাধক বলা যায়।

সাধক ব্যক্তি ভক্তির সাধনই করুন, কিন্তু লক্ষ্য রাখুন সাধনের ফল ভক্তির
স্বভাবকাৰ্য্য প্রকাশ পাইতেছে কি না। মহৎকৃপার একটি রহস্য বলি, --- ভগবদ্ভক্ত
মহাপুরুষগণ তাঁহাদের হৃদয়স্থিতা ভাগবতী ভক্তির কোন অনির্ব্বচনীয় স্বভাবেই
জীবের প্রতি নির্হেতু করুণা করেন। জীব মহৎকৃপা লাভ করিয়া যখন মহতের সত্য দয়া
সমদর্শন বিনয়াদি মহাগুণের অনুবর্ত্তী হয়, তখন আবার মহতের কৃপাতিশয়ের পাত্র হয়। মহাপুরুষের কৃপাতিশয়ের কারণ সত্য দয়াদি মহস্তুণের অনুবর্ত্তী হওয়া। যৎকিঞ্চিৎ মহতের কৃপা করিয়াও মহতের সৌশীল্যাদি সদ্গুণের অনুবর্ত্তী না হইলে, আর তাঁহাদের কৃপাতিশয়ের
পাত্র হওয়া যায় না।

এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে উপরিলিখিত সৎসঙ্গ বিষয়ে যে প্রকার
বৈষ্ণব বিষয়ে বিচারের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বলা হইল, তাহা কেবল সাধকের ভক্তিময়
অভিপ্রায়েই বিচার কর্ত্তব্য বলিয়া বলা হইল। কিন্তু বৈষ্ণবজনের দোষগুণ বিচার
দ্বারা দোষযুক্ত তাঁহাদিগকে হেয় বোধ করিবার জন্য নহে, অথবা তাদৃশ বৈষ্ণবের দোষকীর্ত্তন রূপ নিন্দা, বা তাঁহাদের দোষের ছল ধরিয়া তিরস্কারাদি শাস্তি দিবার জন্যও নহে। এই প্রকার করিতে গেলে সাধক ব্যক্তির সাধন ভক্তিতে মহাসর্ব্বনাশকর অপরাধ আপতিত হইবে। বৈষ্ণবজন যতই দুরাচার হউন, তাঁহার শাস্তি বিধানে সাধারণতঃ অন্য কোন বৈষ্ণবেরও অধিকার নাই ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমি দুই চারিটা শ্লোক শাস্ত্র একটু বেশী জানি বা দুই একটা সদাচার পালন করি বলিয়াই দুরাচার বৈষ্ণবের যথা তথা তিরস্কারে লাঞ্ছনাদি দ্বারা শাস্তি বিধানে আমার অধিকার নাই বা অন্য কোনও সাধারণ বৈষ্ণবেরও নাই। বৈষ্ণবের দোষাদি বিচার এবং তাহার শাস্তিবিধানের অধিকারী একমাত্র সেই বৈষ্ণবের মন্ত্রপ্রদাতা দীক্ষাগুরুই, অথবা গুরুর প্রতিনিধিরূপ গুরুত্বে বৃত মহাভাগবত শিক্ষাগুরুও অধিকারী; কিন্তু শিষ্যের দীক্ষাগুরুকে লঙ্ঘন করিয়া কোন শিক্ষাদাতা বৈষ্ণবও তাহাকে শাস্তি দিতে অধিকারী নহেন। এই পরম সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা বৈষ্ণব সঙ্গ বৈষ্ণবসেবাদি করিলে অতি শীঘ্রই বৈষ্ণব কৃপায় সাধনসিদ্ধ হইতে পারি।

মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে স্বীয়েষ্টদেবতার সাক্ষাদবতার বোধে
স্বীয়েষ্টদেবতা তুল্য ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিবে, শাস্ত্রে এই প্রকার উপদেশ থাকিলেও শ্রীগুরুকে ভগবদ্বিষয়ক স্বীর ভক্তির আশ্রয়ালম্বনও মনে করিতে হইবে। বস্তুতঃ শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব ভগবদবতার বিশেষ হইলেও ভক্তত্ব ধৰ্ম্ম থাকা হেতু স্বীয় শিষ্যের ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ালম্বনও হয়েন। ভক্তি ধৰ্ম্মটি জ্ঞান বিশেষ ধৰ্ম্ম। জ্ঞানের যেমন বিষয় থাকে, আশ্রয়ও থাকে, ভক্তিরও তদ্রূপ বিষয় আশ্রয় আছে। বিষয় বলিতে --- "যমুদ্দিশ্য... প্রবর্ত্ততে স বিষয়ঃ”, --- যাহাকে উদ্দেশ করিয়া অর্থাৎ যাহাকে অধিকার করিয়া জ্ঞান, ক্রিয়া, ইচ্ছা, যত্নাদি প্রবর্ত্তিত হয়,

তাহাই জ্ঞানের বিষয়, ক্রিয়ার বিষয়, ইচ্ছার বিষয়, ইত্যাদি বলা যায়। আর "আধারস্তু আশ্রয়ঃ” -যাহাকে আধার বলা যায় তাহাই আশ্রয়। “যমাশ্রিত্য প্রবর্ত্ততে” অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া অথবা যাহাতে অবস্থান করিয়া, জ্ঞান, ক্রিয়া, ইচ্ছাদি বিষয়ের প্রতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকেই আশ্রয় বলা যায়। সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যাহাকে জানা যায় সেই জ্ঞানের বিষয়, আর যে জানে সেই জ্ঞানের আশ্রয়; এইরূপ ক্রিয়ার, ইচ্ছার, যত্নাদির বিষয় আশ্রয় বুঝিতে হইবে। ভক্তি প্রীতি আদিও জ্ঞান বিশেষই, সুতরাং ভক্তির বিষয় আছে, আবার আশ্রয়ও আছে। ভক্তিরসশাস্ত্রে ইহাকে বিষয়ালম্বন আর বলা হইয়াছে। ভক্তির নিরপেক্ষ বিষয় একমাত্র ভগবান্ই, আর ভক্তির আধার অর্থাৎ আশ্রয় ভগবদ্ভক্তই, ভক্তির বিষয়ালম্বন আর ভগবদ্ভক্তই ভক্তির আশ্রয়ালম্বন। ভক্ততে ভক্তি অবস্থিত হইয়া অথবা ভক্তি ভক্তকে আশ্রয় করিয়াই ভগবানে প্রবর্ত্তিত হয়। এখন দেখিতে হইবে যে, যিনি গুরু হইবেন, তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন। অন্যথা “গুর্ব্বননুষ্ঠিতে কৰ্ম্মণি শিষ্যাণামপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ।” শ্রীগুরুদেব ভগবদবতার বিশেষ হইলেও তিনি ভক্তরূপ; ভক্তভাব, ভক্তত্ব ধৰ্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক ভক্তি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যে ভক্তির আচার প্রচার করেন, তাহা কেবল অভিনয় মাত্র নহে। বস্তুতঃ তাহা তাঁহার ভক্তিরসাস্বাদন, তাহা পারমার্থিকই, ব্যবহারিক মাত্র নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি "ভক্তাশ্রয়া ভগবদ্বিষয়া ভক্তি রতিদশা লাভ করিয়া রস্যমানা হয়,” ইহাই ভক্তিরস। একটী ভগবদ্রস, আর একটী ভক্তিরস; ভগবানে বিষয়ত্ব পুরস্কারে যে রসের উদয় হয় তাহাই ভগবদ্রস, আর ভক্তেতে আশ্রয়ত্ব পুরস্কারে যে রসের উদয় হয় তাহাই ভক্তিরস। ভক্তকে বিষয় করিয়া ভগবান্ যে রসের আশ্রয় হন, যেমন "ভগবান্ ভক্তভক্তিমান,” তাহাও ভগবদ্রস। মোট কথা ভগবদভিমানে যে রসের আশ্রয় তাহা ভগবদ্রস। আর ভাগবতত্বরূপে যে রসের আশ্রয় ভক্ত তাহাই ভক্তিরস। ভক্ত ভগবদ্রস উপভোগ করেন না। ভক্ত ভক্তিরসই উপভোগ করেন। ভক্তির স্বতঃ ধৰ্ম্মই এই যে নিজের আশ্রয় ভক্তকে ভক্তিরসের বিরোধী ভগবদ্রসাস্বাদনে বিরত রাখেন। শ্রীগুরু ভগবদবতার হইলেও ভক্তভাবের ভক্তিবাহুল্য হেতু তাঁহাতে ভক্তিরসের বিরোধী ভগবদ্রস উদয় হয় না। "আমি ভগবান্” এই প্রকার ভাব ভক্তিভূমাবতার ভক্তরূপ গুরুতে হইতেই পারে না।শ্রীনারদাদি ভগবদবতার তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। যে স্থলে যত শুদ্ধ ভক্তির বাহুল্য সে স্থলে তত ভক্তোচিত সেবক ভাবই প্রকাশ পাইতে থাকে; সে স্থলে ভগবদৈক্য জ্ঞানে নিজকে সেব্য মনে করা ভক্তিবিরোধী। আশ্রয়জাতীয় রসই ভক্তিরস, বিষয়জাতীয় রস ভগবদ্রস তাহার বিরোধী। সুতরাং ভক্তাবতার শুদ্ধ ভক্তিময় শ্রীগুরুতে বিষয় জাতীয় ভগবদ্রসের উদয় হয় না, ভক্তনিষ্ঠ ভক্তিরসেরই উদয় হয়। গুরু ভগবদাবির্ভাব বিশেষ হইলেও ভক্তভাব বিশিষ্ট এবং ভক্তরূপ ভগবদাবির্ভাবই। গুরুর ভক্তভাব এবং ভক্তরূপের মর্য্যাদা ভক্তিরসেই হয়। সুতরাং গুরু শিষ্যের ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ও হয়েন। বিশেষতঃ গুরু কৃপাপরবশ হইয়া শিষ্যকে যে ভক্তিসাধন শিক্ষা দিবেন তাহার আদর্শ স্বয়ং গুরুই আচরণ করিবেন, তাহা না হইলে

শিষ্যের ভক্তিসাধন শিক্ষা হয় না। গুরু স্বয়ং যে জাতীয় ভক্তি নিষ্ঠ হইবেন, শিষ্যে সেই জাতীয় ভক্তি সাধনের নিষ্ঠা গুরু হইতেই সংক্রামিত হইয়া থাকে, ইহাই সাধন জগতে প্রায়িক নিয়ম। গুরুর ভগবদ্বিষয়ক ভক্তির অনুগামিনী হইয়াই ভক্তি শিষ্যে আবির্ভূতা হয়েন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বা যাঁহার ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহার ভগবদ্ভক্তির আনুগত্যে সাধক ব্যক্তিতে ভক্তি আবির্ভূতা হয়েন, তিনিই সেই সাধকের ভক্তির আশ্রয়ালম্বন হয়েন। এই বিচারানুসারে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের ভগবদ্ভক্তির সুষ্ঠু আশ্রয় ইহার আর সন্দেহ নাই। নতুবা, গুর্ব্বনুগতা ভক্তি হয় না। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকারের "শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম ” এই বাক্যে গুরুকে শুদ্ধ ভক্তির সদ্ম বলায় গুরুকে শিষ্যের

ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ালম্বনই বলা হইল।

আবার মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাদ্ ভগবদ্বুদ্ধি
পূর্ব্বক ভক্তি করিবার নির্দ্দেশও শাস্ত্রে সুস্পষ্টই আছে, ইহাতে গুরুদেব শিষ্যের ভক্তির বিষয়ই হন, এস্থলে সমবাসন গুরুভক্তিপরায়ণ অন্য ভক্তই শিষ্যের গুরুভক্তির আশ্রয়ালম্বন হন; অন্য কোন তাদৃশ গুরুভক্তিপরায়ণ ভক্তের গুরুভক্তির আশ্রয়ে স্বীয় গুরুকে বিষয় করিয়া শিষ্যের গুরুভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়। গুরুকে শিষ্য ভগবদ্বুদ্ধি পূর্ব্বক ভক্তি করিলেও পূর্ব্বোক্ত মতে তাহাতে গুরুর স্বগত ভগবদ্ভক্তিরসের বিঘাত হয় না, কারণ গুরু নিজের প্রতি শিষ্য কর্ত্তৃক ভগবদুচিত ভক্তি ব্যবহার দর্শনে, গুরুর স্বীয় ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিভাবটীই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। শিষ্যের গুরুতে ভগবদ্ভাব গুরুর ভগবদ্ভাবের উদ্দীপকই হয়, শিষ্যের তাদৃশ গুরুভক্তি ব্যবহার দর্শনে গুরুর নিজ গুরুর প্রতি ভক্তিভাব অধিকতর জাগিয়া উঠে। তিনিও তখন স্বীয় গুরুভক্তি স্মরণের প্রৌঢ় প্রভাবে গুরুভক্তি তন্ময় হইয়া উঠেন, তখন গুরু এবং শিষ্যের উভয়েরই গুরুভক্ত্যমৃত আস্বাদিত হইয়া থাকে। অথবা গুরু শিষ্যের গুরুতে ভগবদ্ভাবোচিত ভক্তি দেখিয়া নিজের ভগবদ্বিষয়ে যে ভক্তিভাব তাহাই সুদ্দীপ্ত হওয়ায়, তিনিও স্বয়ং ভগবদ্ভক্তিভাবেই বিভোর হইয়াই উঠেন, নিজ সুখে বিভোর হয়েন না। শিষ্যের নিকট হইতে চন্দন পুষ্প মাল্যাদি পূজোপহার লাভ করিয়া "কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া” মনে করিয়া প্রাকৃত দম্ভময় অভিমানেও মত্ত হয়েন না।
, বৈষ্ণব গুরু, এমন হইতে পারেন বলিয়া আমি ধারণা করিতে পারি না। সদ্গুরুর নিকট হইতে আমি এই প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছি। আবার শিষ্য ব্যক্তিও গুরুকে স্বীয়েষ্টদেবতার অবতার বুদ্ধিতে ভগবৎসদৃশ ভক্তি করিয়া যে পূজাদি করেন বা গুরুভক্তি করেন, তাহাতেও শিষ্যের মূলস্থানীয় ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তির বিচ্যুতি ঘটে না, কারণ গুরুতে শিষ্যের ভগবদবুদ্ধিই থাকে, অথবা শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বুদ্ধিই থাকে; গুরুপূজাতে স্বীয়েষ্ট ভগবদ্ভাব থাকায় শিষ্যের ভগবদ্ভক্তিই উদ্দীপ্ত হয়।

সে স্থলে প্রাথমিক দৃষ্টিতে গুরুকে বিষয় করিয়া শিষ্যের ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইলেও ফলতঃ তাহা ভগবানকেই মূলোদ্দেশ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কারণ শিষ্য ভগবৎ সম্বন্ধেই গুরুকে ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া ভগবত্তুল্য ভক্তি করিয়াই থাকেন। যদি গুরুকে শিষ্যের নিজেষ্টদেবের অবতার জ্ঞান করা দোষাবহ না হয় এবং গুরুকে সাক্ষাদ্ ভগবদ্বুদ্ধি করা শ্রীহরিভিক্তবিলাসাদি শাস্ত্র সদাচার সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে গুরুরূপ ভগবদ্ বিগ্রহের সেবা পূজাদি ভক্তি গুরুবিষয়িণী হইয়াও পরিণামে ভগবদ্বিষয়িণী হইবে। ভগবৎ সম্বন্ধ ভুলিয়া বা ভগবৎ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কোন বৈষ্ণব শিষ্য ব্যক্তি সামান্য প্রাকৃত জগতের কোন সম্বন্ধ নিয়া গুরুপূজা গুরুসেবাদি করেন বলিয়া আমার জানা নাই।

বৈষ্ণবজনের গুরুকে ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া যে পূজাদি তাহা দুই
প্রকারে হয়। কোন কোন বৈষ্ণবজন "গুরু মুখ্যরূপে মহাভাগবতোত্তম” এই প্রকার বুদ্ধি করিয়াও গুর্ব্বধিষ্ঠানে ভগবানেরই পূজা হইতেছে মনে করিয়া গুরু পূজাদি করেন। কোন কোন বৈষ্ণব জন "গুরু সাক্ষাদ ভগবানেরই রূপ বিশেষ, ভগবানই গুরুরূপ ধারণ করিয়াছেন” এই জ্ঞানেই ভগবদভিন্নভাবে গুরুপূজাদি করেন। এই দুই প্রকারেই গুরু ভগবত্তুল্য পূজ্য হয়েন। ইহা ভিন্ন আবার কোন কোন বৈষ্ণবজন গুরুকে শুদ্ধ মহাভাগবতোত্তম মনে করেন, তাঁহারা গুরুকে ভগবদধিষ্ঠান জ্ঞানে গুরুরূপ তদধিষ্ঠানেরই পুজা করেন। তাহাও “অধিষ্ঠানপূজা অধিষ্ঠাতর্য্যেব পর্য্যবসতি” এই ন্যায়ানুসারে ভগবৎপূজাতেই পর্য্যবসিত হয়। ভগবৎপ্রসন্নতাকামী সংশিষ্য স্বীয় গুরুকে স্বীয়েষ্টদেবের অবতার জ্ঞানে অথবা স্বীয়েষ্টদেবের অধিষ্ঠান জ্ঞানে ভগবানের তুল্য যে সেবা পূজাদি ভক্তি করেন তাহা ভগদ্ভক্তিরই অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। "গুরু ভগবত্তুল্য পূজ্য” ইহা ব্যাপকবিধি, ইহা সকল পক্ষেই স্বীকার্য। এইরূপ বৈষ্ণব পূজাদি আপাত দৃষ্টিতে বৈষ্ণবকে বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হইলেও ফলতঃ ভগবদ্বিষয়িণী ভগবদ্ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

"মন্ত্রদাতা শ্রীগুরু শ্রীভগবানের রূপই, স্বীয়েষ্টদেবের
অবতার শ্রীগুরুদেব বিগ্রহে ভগবানের জীবোদ্ধারকারিণী মহাভাগবতী ভক্তি শক্তির সহিত স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ,” শিষ্যের এই প্রকার জ্ঞান থাকিলেও গুরুর পূজাদিতে মহাভাগবত ভক্তোচিত মর্য্যাদার মহামহিমা রক্ষা করিয়া পূজা সেবাদি করিতে হইবে। তাঁহার চরণে তুলসী দিয়া পূজা কখনই হইবে না। প্রত্যুত যথাযোগ্য ভগবৎ প্রসাদ নৈবেদ্যাদি দ্বারা গুরুর সৎকার পূজাদি করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, সদ্গুরু মহাভাগবতবিগ্রহ, ভগবদ্ভক্তি রসেই তিনি মহাসুখানুভব করেন, সুতরাং ভক্তোচিত পূজোপহারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করাই শ্রেয়ঃ, ইহা মদীয় শ্রীগুরু বিষ্ণুপাদের পরম নিবেদন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে আছে, যথা --

"যবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হ। প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ ॥”

অর্থাৎ এস্থলে "ভগবদ্ভক্তির যে সকল অঙ্গ বলা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ প্রায়ই ভক্ত বিষয়ক ভক্তিরও অঙ্গ বলিয়া বিদ্বান্ গণ জানেন।” এই শ্লোকের তাৎপর্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ভক্তির চতুষষ্টি অঙ্গের সূত্র বর্ণনস্থলে “তদীয়ানাঞ্চ সেবনং” অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধীয় বস্তুর সেবনও ভক্ত্যঙ্গই বলিয়াছেন। তদীয় বলিতে এস্থলে কি বুঝিতে হইবে? গোস্বামী নিজেই তাহার বিশেষ অর্থ দেখাইয়াছেন, যথা ---“তদীয়া স্তুলসীশাস্ত্রমথুরাবৈষ্ণবাদয়ঃ,” তদীয় বলিতে তুলসী, ভক্তিশাস্ত্র, মথুরা, বৈষ্ণবাদিই বুঝিবে, অর্থাৎ তুলসী সেবন, ভক্তিশাস্ত্রের সেবন, মথুরার সেবন, এবং বৈষ্ণব সেবন এই সকলই তদীয় সেবন। ইহাদের প্রত্যেকটী ভগবদ্ভক্তির অঙ্গই। গোস্বামিপাদ 'বৈষ্ণব সেবন' নামক ভক্ত্যঙ্গের মহিমা দেখাইতে প্রথমতঃ পদ্মপুরাণের "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥” এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ হে দেবি পার্ব্বতি! যাবতীয় আরাধনার মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা তদীয় ভক্ত সকলের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর। এবং সর্ব্বশেষে আদিপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা --- "যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥” অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, --- “এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ হে দেবি পার্ব্বতি! যাবতীয় আরাধনার মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা তদীয় ভক্ত সকলের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর। এবং সর্ব্বশেষে আদিপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা --- "যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥” অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, --- “হে পার্থ! যাহারা আমার ভক্ত তাহারা আমার ভক্ত নহে, কিন্তু যাহারা আমার ভক্ত সকলের ভক্ত তাহারাই আমার ভক্ত।” ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, “বৈষ্ণবের আরাধনা” অবশ্যই করিতে হইবে, ভগবদ্ভক্তের ভক্ত হইতে হইবে, অর্থাৎ ভক্ত হইতে হইলে ভক্তকে বিষয় করিয়াই ভক্তি করিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাসা আসে এই যে, ভক্তের আরাধনা, ভক্তের ভজন, যাহা করিতে হইবে, তাহা কিরূপে করিব? ভগবানের ভক্তির অঙ্গের দ্বারা ভগবানের ভজন হয় অর্থাৎ ভগবানের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধন দ্বারা ভগবদ্ভজন হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ভজন কিরূপে হইবে, বৈষ্ণবকে ভজন করিতে হইলে বৈষ্ণব ভক্তির অঙ্গ আবার কি হইবে? এই জিজ্ঞাসার সমাধান করিয়া শ্রীগোস্বামী বলিলেন, --- "ভগবানের ভক্তির অঙ্গ যাহা যাহা অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজনাদি বলা হইয়াছে, এই শ্রবণকীর্ত্তনার্চ্চনাদি অঙ্গগুলির অধিকাংশ প্রায়ই

বৈষ্ণব ভজনেরও অঙ্গ হইবে।” অর্থাৎ বৈষ্ণবের নাম গুণ চরিতাদির কীর্ত্তন শ্রবণ, বৈষ্ণবচরণার্চ্চন, বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব প্রণমন, বৈষ্ণব পরিক্রমণ, বৈষ্ণবের রূপগুণাদির স্মরণ, বৈষ্ণব বন্দন, বৈষ্ণব সেবনাদিই বৈষ্ণবভক্তি বা বৈষ্ণবের ভজন বলা যায়। এই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ক্রমে "গুরুভক্তি" বলিতেও এই প্রকার গুরুবিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনার্চ্চনাদিই বুঝিতে হইবে। এই গুরুর এবং বৈষ্ণবের ভক্তিও কৃষ্ণ ভক্তিই। মহা ভাগ্যবান্ সাধকেরই গুরুবৈষ্ণবের শুশ্রূষণাদি সেবায় প্রবৃত্তির উদয় হয়। প্রিয় পাঠকবর্গ! ভক্তিশাস্ত্র গুরুবৈষ্ণবে সাধকের ভক্তি করিতে যাহা উপদেশ করিতেছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করুন, যথা ---

বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তি রাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ। পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ ॥
— হরিভক্তিবিলাসধৃত নারদ পঞ্চরাত্র
বচনম্।

অর্থাৎ “বৈষ্ণবদিগের প্রতি, বিশেষতঃ গুরুদিগের প্রতি পরমা ভক্তিই
করিবে। যথাশক্তি তাঁহাদের পূজা করিবে। তাঁহারা বিপদাপন্ন হইলে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে।”

গুরুবৈষ্ণবে পরমা ভক্তি করিবার উপদেশই শাস্ত্র দিতেছেন, তার
মধ্যে গুরুর প্রতি আবার বিশেষভাবেই ভক্তি করার ব্যবস্থা দিতেছেন। গুরুবৈষ্ণব ভক্তির মধ্যে গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য দেখাইলেন; “আচাৰ্য্যাণাং বিশেষতঃ” এই বাক্য বলিয়া অবশ্য কর্তব্য বৈষ্ণবসেবা এবং গুরুসেবার মধ্যেও গুরুসেবা যে বিশেষভাবেই করিতে হইবে তাহা দেখাইলেন। এখন আমার পূর্ব্বোদ্ধত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের "শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুৰ্য্যাৎ” এই স্থলেও "বিশেষতঃ” পদটার প্রতি লক্ষ্য করুন। গুরুবৈষ্ণবে শ্রেষ্ঠ ভক্তি করিতে হইবে, তথাপি গুরুতে আবার বিশেষ ভাবেই ভক্তি করিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রেরই উক্তি। মনে রাখিতে হইবে যে, গুরুবৈষ্ণবভক্তির মধ্যে বিশেষ ভাবেই গুরুভক্তি করিতে হইবে, এইরূপ বলায় যদি কোন পাঠক মনে করেন যে, আমি কেবল গুরুভক্তির কথাই বলিলাম, গুরুকেই ভক্তি করিবে এই বলিয়া বৈষ্ণবকে ভক্তি করার মহিমার খর্ব্ব করিয়াছি, তাহা হইলে আমার প্রতি গুরুতর অবিচারই করা হইবে। গুরুতে বিশেষ ভক্তি করিতে হইবে বলায় বৈষ্ণবকে অনাদর করিয়া গুরুভক্তি করিবে বা বৈষ্ণবকে আদর করিরে না, এই প্রকার কদর্থন করিতে চেষ্টা করিলে অপরাধই হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভক্তিসন্দর্ভের “শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চান্যেষাং বৈষ্ণবানামপি শ্রেয়ঃ”, এই বাক্যের তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ঐ প্রকার কদর্থ গ্রহণ সম্ভব হইবে না। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ

ভক্তিপরায়ণ সদ্গুরু তিনি শিষ্যকে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবারই বিশেষভাবে উপদেশ দান করেন। গুরু মাৎসর্য্যাদিবশতঃ মহাভাগবত বৈষ্ণবের সেবার বিরোধী হইলে তাদৃশ গুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবে। আমার লিখিত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি" পুস্তকে "গুরুপাদাশ্রয়” প্রবন্ধে (১১৫ পৃঃ) এ বিষয়ে কিছু আলোচনাও করিয়াছি।

পারমার্থিক ভক্তিমার্গে গুরুর, বিশেষতঃ মন্ত্রদাতা গুরুর
বিশেষত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্র গুরুভক্তিও বিশেষভাবে করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেছেন। গুরুসেবা গুরুভক্তি সাধুসেবা সাধুভক্তির মধ্যে পর্য্যবসিত হইলেও গুরুরূপ সাধুর বৈশিষ্ট্য থাকায় তাঁহার সেবাতেও বৈশিষ্ট্য থাকিবে। শুরুর বৈশিষ্ট্য কি? "গুরুর উপাসনার ভাব, গুরুর তত্ত্ব, গুরুর কার্য্য, গুরু বিষয়ক এই তিনটার অনুশীলন করিলে গুরুর বৈশিষ্ট্য জ্ঞান লাভ সাধুশাস্ত্রসহায়ে গুরু কৃপার বলেই হয়। গুরূপাসনার ভাব শাস্ত্রে দেখিতে পাই — গুরুতে সাক্ষাদ্ভগবৎ জ্ঞানে তাঁহার সেবাপূজাদি করিতে হইবে। গুরু প্রত্যক্ষতঃ ভক্তস্বরূপ হইলেও এবং শাস্ত্রেও অনেকস্থলে গুরুকে ভক্তস্বরূপ বলিলেও শিষ্য ব্যক্তি নিজের ইষ্টদেবের সাক্ষাদবতার জ্ঞানে ভক্তি করিবেন। আবার শাস্ত্রে অনেক স্থলে গুরুকে সাক্ষাদ্ভগবান, ইষ্টদেবের অবতার বলিলেও শিষ্যব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় মহাভাগবত ভক্তরূপ জ্ঞানেও ভক্তি করিবেন, --- আমার লিখিত "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি” গ্রন্থে আমার গুরূপদিষ্টমতে গুরুতত্ত্ব নির্ণয়ে ইহা শাস্ত্রযুক্তিসহকারে যথামতি আলোচনা করিয়াছি। উক্ত পুস্তকে "গুরু সাক্ষাদ্ভগবদাবির্ভাববিশিষ্ট ভক্তাবতার” অথবা “ভক্তত্বধৰ্ম্মবিশিষ্ট সাক্ষাদ্ভগবদাবির্ভাব বিশেষ”, প্রত্যক্ষতঃ বা শাস্ত্রবাক্যতঃ মন্ত্রদাতা গুরু মহাভাগবতোত্তমরূপ হইলেও যে মহাভাগবতোত্তম রূপে শিষ্যের স্বীয়েষ্টদেব সাক্ষাদ্ভগবানের আবির্ভাব বিশেষ আছে, গুরুকে তাদৃশ মহাভাগবতোত্তম বলা হইয়াছে, ইত্যাদি তত্ত্বই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। গুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি পুস্তকে গুরু বিষয়ক ভগবৎপর শাস্ত্রবচন এবং ভক্তপর শাস্ত্রবচন এই দ্বিবিধ শাস্ত্রবচনের কোন পক্ষকে লঘু না করিয়া উভয় প্রকার বাক্যের মুখ্যার্থ রক্ষা করিয়া মদীয় গুরূপদিষ্ট মত নিবদ্ধ করিয়াছি। গুরু তত্ত্বতঃ ভক্তস্বরূপ হইলেও ভগবদাবিষ্ট ভক্তস্বরূপই, ইহাই আমার লিখিত গুরু তত্ত্বের নির্ণয়।

ব্যষ্টি গুরু যে সাক্ষাদ্ ভগবদাবির্ভাব বিশেষ অথবা ভক্তরূপ গুরু
বিগ্রহে যে ভগবানের সাক্ষাদাবির্ভাব বিশেষ বলা হইয়াছে, উভয় স্থলে এই বিশেষটা কি? ইহার রহস্য অবগত হইতে পারিলে গুরুর বৈশিষ্ট্যজ্ঞান হইবে। আবার এই রহস্য অবগত হইতে হইলে গুরুর কার্য্য বিশেষের আলোচনা করিতে হইবে। ইহা যদ্যপি বিশেষ গুহ্য বিষয় তথাপি এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিব। মন্ত্রদাতা গুরু যে

ভগবদাবির্ভাববিশেষ যাঁহাকে শাস্ত্রে সাক্ষাদ্ ভগবৎ জ্ঞান করিবার শত শত উপদেশ দান করিতেছেন, যাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধি না করিলে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণই সার্থক হয় না, যে গুরুকে ভগবদ্বুদ্ধিপূর্ব্বক সেবা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভই দীক্ষামন্ত্রলাভের সার্থকতা, সেই মন্ত্রদাতা গুরুতে যদি বিশেষভাবে ভগবানের আবির্ভাব না থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে শাস্ত্র "” নামক মিথ্যারোপের বিধান করিতেছেন, ইহা পারমার্থিক ভক্তিশাস্ত্রে ভগবদ্ভজনাঙ্গে কখনই সম্ভব নহে। শিষ্যব্যক্তি যখন মন্ত্রগ্রহণ করিবেন তখন "গুরুঞ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্যচ। দত্বোক্তাং দক্ষিণাং তস্মৈ স্বশরীরং সমর্পয়েৎ ॥” এই শাস্ত্রদৃষ্টিতে ভগবদ্বুদ্ধি। করিয়া অর্থাৎ "ভগবানেবায়ং সাক্ষাৎ" "ইনি সাক্ষাদ্ভগবানই" এই প্রকার জ্ঞানে গুরুকে পরিক্রমা করিয়া এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এবং দক্ষিণাদানপূর্ব্বক স্বীয় শরীর সেই গুরুকেই সমর্পণ করিবেন। গুরুতে স্বশরীরাদি সমর্পণের মন্ত্র, যথা --- "ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ! গুরো! সংসারবহ্নিনা। দগ্ধং মাং কালদষ্ঠঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ। যোহহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ। তৎসর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্।” এই মন্ত্রবর্ণে জগন্নাথ সম্বোধন দ্বারা দেখান হইল যে গুরুকে শিষ্যব্যক্তি মনে যে প্রকার সাক্ষাদ্ভগবৎ জ্ঞান পোষণ করিবেন, বাক্যের দ্বারাও ভগবৎসূচক শব্দ সেইরূপ ব্যবহার করিবেন এবং সেই ভাবে গুরুকেই আত্মমনঃপ্রাণদেহ সমর্পণ করিয়া শরণাগত হইবেন। ইহাই শিষ্যের দীক্ষা গ্রহণের সাময়িক বিশেষ কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথায় দীক্ষাই প্রায়শঃ অসিদ্ধ হইবে।

এখন শিষ্যকে দীক্ষামন্ত্রদানকালে গুরুর কর্তব্য আলোচনা করা
যাউক। শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদানকালে প্রথমে শ্রীভগবদর্চ্চনাদি দীক্ষাঙ্গ কর্মসমূহ সমাপন করিলে পর যখন শিষ্যব্যক্তি "ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ” ইত্যাদি বলিয়া তৎপদে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবেন তখন তিনি ভগবানকে প্রার্থনা করিবেন, যথা হরিভক্তিবিলাস টীকা — “হে ভগবন্ মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সাধুগুণসম্পন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসি” অর্থাৎ হে ভগবন্, আমার অন্তঃকরণে অর্থাৎ আমার সঙ্কল্প পরিকল্প, আমার নিশ্চয়, আমার একাগ্রতা এবং আমার অহং অর্থাৎ অভিমান, এই বৃত্তিচতুষ্টয় সমন্বিত অন্তঃকরণে তোমার সন্নিধি বিশেষ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বভূতান্তর্যামী রূপে আমার হৃদয়ে তুমি সর্ব্বদাই সন্নিহিত আছ, কিন্তু এখন বিশেষরূপে সন্নিধান করতঃ সাধুগুণসম্পন্ন এই শিশুর প্রতি অনুগ্রহ করিতে যোগ্য হও। এস্থলে এই যে নিজেতে বিশেষরূপে ভগবানের আবির্ভাব যাহাকে গুরুই প্রার্থনা করিতেছেন তাহার কার্য্যই হইল শিষ্যকে অনুগ্রহ করা (অনুগ্রহং কর্ত্তু ম্)। বেশ তো! শিষ্যকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করুন, "হে ভগবন্, তুমি এই ব্যক্তিকে দয়া কর।” এবন্বিধ প্রার্থনা সদয়ান্তঃকরণ ভগবদ্ভক্ত মাত্রই করিয়া থাকেন, কিন্তু “মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা --- আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে

সন্নিধান করিয়া অনুগ্রহ কর” এই জাতীয় প্রার্থনা কেন? অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এস্থলে যে অনুগ্রহ তাহা বিশিষ্টানুগ্রহই, যে অনুগ্রহ একমাত্র গুরু বিগ্রহের দ্বার দিয়াই হয়, অন্যের দ্বার দিয়া হয় না। যাঁহার দ্বার দিয়া এই বিশেষ অনুগ্রহ জীবের প্রতি হয়, তাঁহাতে গুরুত্বশক্তি আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে দিয়াই ভগবান্ জীবকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাই গুরু প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, “হে ভগবন্ মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সাধু গুণসম্পন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসি।” --- এই বিশিষ্টানুগ্রহের জন্য আমার অন্তঃকরণে বিশেষরূপে সন্নিহিত হও অর্থাৎ বিশিষ্টভাবে সাক্ষাদাবির্ভূত হও। ইহা দ্বারা মন্ত্রদাতা ব্যষ্টি গুরুতে শিষ্যানুগ্রহপরতার মূলাশ্রয় সাক্ষাদ্ভগবদবতার সমষ্টিগুরুর আবির্ভাব হয় তাহাই বুঝা গেল। যাবতীয় ব্যষ্টিগুরুর গুরুত্ব শক্তির মূল সমষ্টিগুরুতে অবস্থিত। এই সমষ্টি গুরু ভগবৎপীঠস্থলে ভগবানের বামদিকে সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন। সমষ্টিগুরুতত্ত্ব হইতে গুরুত্বশক্তি ব্যষ্টি গুরুতে আবির্ভূত হইয়াই গুরুর কার্য্য মন্ত্রোপদেশাদি করেন। সমষ্টিগুরুশক্তিতাদাত্ম্যাপন্ন ব্যষ্টি গুরুও ভগবদবতার বিশেষই হয়েন। আমার লিখিত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি” পুস্তকে “গুরুপাদাশ্রয়” প্রবন্ধে সমষ্টি গুরু হইতে ব্যষ্টিগুরুতে গুরুত্বশক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতালোচনাও করিয়াছি।

এই প্রকারে প্রার্থনা দ্বারা গুরু নিজেতে ভগবানের আবির্ভাব
করাইয়া মূল গুরুশক্তি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক শিষ্যের অঙ্গে পঞ্চাঙ্গাদি ন্যাস দ্বারা তাহাকে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিবেন। ব্যষ্টি গুরু সমষ্টিগুরুর আবির্ভাব বিশেষকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া শিষ্যকে বলিবেন, --- "দিব্যদৃষ্ট্যা ভগবন্তমবলোকয়” --- “তুমি দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ভগবানকে দেখ।” হরি! হরি! মরি! মরি! এক গুরু ভিন্ন কে এমন কথা বলিতে পারে, এমন পরম দুর্লভ চরম কৃতার্থ হওয়ার অমৃতময় বাক্য দানের অধিকারী একমাত্র গুরু ভিন্ন আর কে? "ভগবন্তমবলোকয়” --- ইহা দ্বারা দেখান হইল যে, ভগবৎপ্রদর্শকত্ব লক্ষণ গুরুত্ব ধর্ম্মের আশ্রয়াধিকারী এই ব্যষ্টি গুরু ও; তাই "তৎপদং দর্শিতং যেন” ইত্যাদি শাস্ত্রে আছে। সেই সময়ে সেই স্থলে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং গুরু কর্ত্তৃক সমর্পিত শিষ্য ব্যক্তিকে ভগবান্ নিজ সেবক রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা গুরু সাক্ষাদনুভব করিয়াই শিষ্যকে বলিতেছেন, "ভগবানকে দেখ।” কিরূপে দেখিব? গুরু বলিতেছেন, “দিব্যদৃষ্ট্যা”, “আমিই দিতেছি এই দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখ।” “দিব্যচক্ষু দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই” একবার স্মরণ করুন। ইহা গুরুর খামখেয়ালী কথা নহে বা অসত্যভাষণ বা মিথ্যা আশ্বাস বাক্য নহে। ভাগ্যবান্ শিষ্য তাহা সাক্ষাৎ অনুভবই করেন এবং পরমার্থ শাস্ত্রই ইহার সাক্ষী। "নিত্যাব্যক্তোপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ” ---

ভগবৎস্বরূপশক্তির আবিষ্কার ভিন্ন ভগবদ্দর্শন হয় না, ভগবদ্দর্শন করানও যায় না। গুরুই এস্থলে সেই স্বরূপ শক্তিময়ী দিব্য দৃষ্টি শিষ্যকে দান করিয়া বলিতেছেন, “আমার দেওয়া দিব্য দৃষ্টিতে ভগবানকে দেখ।” গুরুতে ভগবৎপ্রকাশিকা স্বরূপ শক্তির আবির্ভাব না হইলে এই প্রকার সম্ভব হয় না। গুরুতে স্বয়ং ভগবদাবির্ভাব না থাকিলে এত জোরে সাক্ষাদাদেশ করিতে পারিতেন না যে "ভগবানকে দেখ।” পাঠক, একবার ভাবুন, গভীর মনীষিতার সহিত চিন্তা করুন, যেমন কোন ব্যক্তি তাহার স্বায়ত্ত বস্তুকে অন্যকে দিবার নিমিত্ত বলে "এই নেও”, গুরু সেইরূপ স্বায়ত্ত ভগবদ্দর্শনকেও শিষ্যকে দান করিতেছেন, --- “ভগবানকে দেখ।” এত শক্তি এক গুরুর ভিন্ন অন্য কাহারও নাই, ইহাই গুরুতে ভগবদাবির্ভাব বিশেষ, ইহাই গুরুর বৈশিষ্ট্য। তারপরই শিষ্য ব্যক্তি "ময়ি প্রসীদ” ইত্যাদি বলিবে এবং “অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করিবে। তাৎপর্য্য এই শিষ্য পূর্ব্বাবধি সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধি পোষণ করিলেও এই দীক্ষা কালে গুরুতে সাক্ষাদ্ভগবানের প্রকাশ হয় এবং গুরু যে স্বীয়েষ্টদেবতার অবতার বিশেষ এই জ্ঞান শিষ্যের সাক্ষাৎকারতুল্য হয়। গুরু যখন শিষ্যকে বলিলেন “দিব্যদৃষ্ট্যা ভগবন্তমবলোকয়,” তখন শিষ্য দিব্যজ্ঞান লাভকরিয়া সুদৃঢ় নিশ্চয় করিল যে "আমি পূর্ব্বে যাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া ভগবত্তুল্যবোধে প্রপন্ন হইয়াছি, তাঁহাকে তাদৃশ বোধ করা উপচার মাত্র নহে, তাহার পরম সত্য আজ সাক্ষাৎকার করিলাম। পরমকৃপাবান্ নিজকে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমাকে নিজ চরণারবিন্দ প্রাপ্তি করাইতে এই গুরুরূপে সাক্ষাদাবির্ভূত হইয়াছেন। এই গুরুরূপ ভগবান্ হইতেই প্রকাশিত এবং ইঁহার প্রদর্শিত ইষ্টদেব রূপ ভগবানকে লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইব। অহো! গুরুরূপে ইষ্টরূপ ভগবানে দেখাইয়া থাকেন, এই গুরুতত্ত্ব গুরু কৃপায় শিষ্যের সাক্ষাৎ হইল। এই প্রকার গুরুতত্ত্বের পরম জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য” ইত্যাদিরূপে গুরুপূজা করিয়া ভাগ্যবান্ শিষ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তিলালসাপ্রবল চিত্তে গুরুকে প্রণাম করিবে। আমার লিখিত "কৃপাকুসুমাঞ্জলি” গ্রন্থে। "গুরুপাদাশ্রয়” প্রবন্ধে লিখিত আছে, --- “যে ভাগ্যবান্ সাধক এই গুরু বিগ্রহে শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশিকা গুরু শক্তি উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তিনিই সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত করিয়াছেন, ইহা সুনিশ্চিত।” তারপর শ্রীগুরু নিজেতে আবির্ভূত ভগবৎস্বরূপভূত গুরুশক্তিকে শরীরের শক্ত্যুচ্ছলন মার্গে উচ্ছলিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত শিষ্যের মস্তকে অর্পণ করিবেন এবং নিজের শরীর হইতে সেই ভগবৎস্বরূপপ্রকাশিকা শক্তি শক্ত্যুচ্ছলন মার্গ হইতে উচ্ছলিত হইয়া শিষ্যের শক্ত্যুচ্ছলন মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া সমুল্লসিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিবেন। তার পর শ্রীগুরুদেব যে মন্ত্র শিষ্যকে দান করিবেন, সেই মন্ত্ররূপ পরবিদ্যা শক্তিকে নিজ হৃদয়ে

অক্ষররূপে চিদানন্দের স্ফুলিঙ্গের মালার ন্যায় ধ্যান করিবেন; এবং হৃদয় হইতে চিদানন্দের স্ফুলিঙ্গের মালার ন্যায় অক্ষরশ্রেণীরূপা মন্ত্রপরবিদ্যা নিজবদনে প্রবিষ্ট হইতেছেন এইরূপ চিন্তা করিবেন, এবং নিজের দেহ হইতে এই জ্যোতিৰ্ম্ময়ী বর্ণরূপা পরবিদ্যা শিষ্যের শরীরে গমন করিতেছে, এই প্রকার ভাবনা সহকারে গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে বারত্রয় অথবা ততোধিক বার ভগবন্মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন।

============

“স্বম্মাজ্জ্যোতিৰ্ম্ময়ীং বিদ্যাং গচ্ছন্তীং ভাবয়েদ্গুরুঃ।
আগতাং ভাবয়েচ্ছিষ্যো ধন্যোহস্মীতি বিশেষতঃ।” শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শিষ্যও তখন মনে করিবে যে --- ধন্য আমি, কৃতার্থ আমি, সফলজন্মা আমি, অহো! গুরুরূপ ভগবানের দেহ হইতে ভগবানের প্রাপিকা এই জ্যোতির্ম্ময়ী মন্ত্ররূপা পরবিদ্যা আমার দেহে আগমন করিতেছে; অহো! ধন্য আমি। তখনই মহাভাগ্যবান শিষ্যের জ্ঞান হইল, শ্রীগুরু বিগ্রহ ভগবন্মন্ত্র বিগ্রহই, --- "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ।" আবার মন্ত্রের প্রতিপাদ্য যে ভগবানের রূপ তাহাই ইষ্টদেবরূপ, এই ইষ্টদেবেরই বর্ণরূপ অবতার তাঁহার নাম মন্ত্র, আর এই নাম মন্ত্রাত্মকবপুঃ গুরুবিগ্রহ ইষ্টদেবের মন্ত্র এবং তাঁহার স্বরূপ প্রকাশক তাঁহারই আবির্ভাব বিশেষ। “যো গুরুঃ স হরিঃ স্ময়ং” এই জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শিষ্য তখন গুরু এবং মন্ত্র এবং ইষ্টদেব এই তিন স্বরূপকে একই মনন করিয়া গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র পাঠ করিবেন।

গুরুদৈবতমন্ত্রৈক্যং শিষ্যস্তং ভাবয়ন্ পঠেৎ।” শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বিজ্ঞ পাঠকগণ! এখন নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, মন্ত্রদীক্ষাকালে মন্ত্রদাতা ব্যষ্টিগুরুতে সমষ্টি গুরুর আবির্ভাব হয়, এবং তাঁহারই গুরুত্ব ধৰ্ম্ম ব্যষ্টিগুরুতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ভক্তিময় ভক্তরূপ গুরুবিগ্রহে ভগবানের আবির্ভাব হয়, ভগবানের প্রকাশ হয়, তাই গুরুকে ভগবানের প্রকাশ বা আবির্ভাব বলিয়া ভাগ্যবান্ শিষ্য মনে করেন।

আবার শিষ্য যে মন্ত্রের উপাসক সেই মন্ত্র প্রতিপাদ্য
ভগবৎস্বরূপেরও আবির্ভাব গুরুতে হয়, সুতরাং গুরু শিষ্যের স্বীয়েষ্টদেবতারও অবতার। ইহার গূঢ় রহস্য এই যে গুরুতে মন্ত্রদানাদি ক্রিয়াংশে ভগবানের সমষ্টি গুরুরূপে আবির্ভাব, আর দেয় মন্ত্রাংশে ভগবানের ইষ্টরূপে আবির্ভাব। তাই মন্ত্রদাতা গুরুকে সমষ্টিগুরুরূপ ভগবানের ভক্তরূপ অবতার বলা যায়, আবার

মন্ত্রপ্রতিপাদ্য স্বীয়েষ্ট দেবের অবতারও বলা যায়। আমার লিখিত গুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের একটী শ্লোক উদ্ধত করিয়াছি, যথা ---“স্বয়ঞ্চাবিশ্য কঞ্চিদ্বা ভবানের গুরুর্ভবেৎ।” ইহাই গুরুরূপ ভগবদবতারের বৈশিষ্ট্য। আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে ---- গুরুরূপে ভগবানের প্রকাশ বা আবির্ভাব এবং গুরু যে ভগবানের অবতার তাহা একমাত্র তৎশিষ্য ব্যক্তিরই অনুভববেদ্য, সর্ব্বসাধারণের বেদ্য নহে। সুতরাং শিষ্যের নিকটেই গুরুতে ভগবানের আবির্ভাব হয়, অন্যত্র নহে, ইহাও গুরুরূপ ভগবদবতারের বিশেষত্ব। তত্তৎ শিষ্য ব্যক্তির প্রতি ভগবন্মন্ত্র দানাদি পূর্ব্বক ভগবানের সহিত শিষ্যের বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করান রূপ স্বতন্ত্রানুগ্রহ প্রকাশ করা এই গুরুরূপ অবতারেই হয়, অন্য রূপে নহে, তাই গুরুকে ভগবানের বিশেষ অবতার বলা যায়। সুতরাং সেইভাবে গুরুভক্তিও বিশেষ ভাবে করিবার বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়, কারণ গুরুরূপেই ভগবানের বিশেষানুগ্রহের সন্ধান আমরা পাই, --- "চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।” তাই গুরুকে “সাক্ষাদ্ভগবানেবায়ং” এই বুদ্ধি করিয়া ভগবত্তুল্য পূজ্য জ্ঞানই করিবে, এবং ভগবত্তুল্য পূজ্যত্ব বোধে শ্রীগুরুর সেবাদি করিবে, এই ব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে --- “সাক্ষাদ্ভগবানেবায়ং” সাক্ষাদ "ভগবত্তুল্যপূজ্য এবায়ং” ইত্যাদি বুদ্ধিতে গুরুসেবাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে থাকিলেও গুরুর ভক্তত্ব ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া ভগবত্তুল্য সেবা করা হইবে না, ইহাও শাস্ত্রমত। গুরু ভগবদাবির্ভাব বিশেষ হইলেও ভক্তরূপেই ভগবদাবির্ভাব বা ভক্তরূপেই ভগবৎ প্রকাশ।

আমার এই প্রবন্ধ লিখার দুই চারি দিন পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশভূষণ শ্রীমান নন্দগোপাল গোস্বামী এবং ঢাকা পঞ্চসার নিবাসী শ্রীমান নবকুমার গোস্বামী আমার নিকট আসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু প্রসঙ্গ হইয়াছিল। ইঁহারা আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে --- গুরুকে ভগবদবতার বলা যাইবে কি? উত্তরে আমি বলিলাম, --- অবতার সামান্যের লক্ষণ "অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতরণং।” “স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু ॥” পরতত্ত্বরূপে প্রসিদ্ধ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তদেকাত্মরূপ (বিলাসরূপ নারায়ণাদি স্বাংশ মৎস্যাদি), এবং আবেশ অনন্তদেব নারদসনকাদি, এই ত্রিবিধরূপে প্রপঞ্চের অতীত গোলকাদি ধাম এবং পরব্যোমাদি ধামসমূহে নিত্য বিরাজমান আছেন। ঐ স্বয়ংরূপাদি ভগবৎস্বরূপগণ বিশ্বকার্য্যের জন্য অদ্বারকরূপে স্বয়ং অথবা দ্বারান্তর দ্বারা নিত্য নূতনের ন্যায় যদি জগতে আবির্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা যায়। এ সম্বন্ধে লঘু ভাগবতে আছে, “পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকাৰ্য্যার্থমপূর্ব্বাইব চেৎ স্বয়ং দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥” গুরুকে যাঁহারা সাক্ষাদ্‌

ভগবৎ জ্ঞান করেন বা যাঁহারা ভগবানের নিত্যপার্ষদ জ্ঞান করেন, বা উভয় ভাবেই সমন্বয় বোধ করেন, তাঁহাদের সকল মতেই গুরুকে অবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীমান্ নন্দগোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, --- গুরুরূপ অবতার যদি হন তাহা হইলে "বিশ্বকাৰ্য্যার্থং” এস্থলে বিশ্বের কি কার্য্যের জন্য গুরুকে অবতার বলা যাইবে? আমি উত্তরে বলিলাম, --- ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ ভক্তি প্রচারণাদি দ্বারা মাদৃশ অধম জনের উদ্ধারণই বিশ্বকাৰ্য্য বুঝিতে হইবে। শ্রীমান্ নবকুমার বলিলেন, --- আমাকে উদ্ধার করিলেই কি বিশ্বের কার্য্য হইল? আমি উত্তরে বলিলাম, --- “বিশ্বস্মিন্ যৎকাৰ্য্যং বিশ্বকাৰ্য্যং” অর্থাৎ বিশ্বেতে যে কাৰ্য্য এই অর্থই গ্রহণ করুন। "ভক্তি যোগবিধানার্থং” --- ভক্তিযোেগ বিধানের মত শ্রেষ্ঠ বিশ্বকার্য্য আর নাই। সুতরাং আমাকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ ভক্তি ভজন দান পূর্ব্বক যে আমার উদ্ধারণ কাৰ্য্য তাহা বিশ্বান্তর্গতই, গুরুরূপ ভগবদবতারের ইহাই বিশ্বকাৰ্য্যার্থে অবতার। শ্রীমান্ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, --- গুরুকে কি জাতীয় অবতারের মধ্যে গণনা করা হইবে? উত্তরে বলিলাম, --- লীলাবতার মধ্যেই গুরু পরিগণিত হইবেন। পুনশ্চ প্রশ্ন --- "প্রায়ঃ স্বাংশাস্তথাবেশা অবতারা ভবন্ত্যমী" --- লীলাবতার প্রায়শঃ স্বাংশাবতার এবং আবেশাবতার হন; গুরু লীলাবতার হইলে স্বাংশ কি আবেশ? উত্তরে আমি বলিলাম, --- ভক্তরূপ ব্যষ্টিগুরু শ্রীভগবানের আবেশাবতারই, “স্বয়ঞ্চাবিশ্য কঞ্চিদ্বা ভবানেব গুরু ভবেৎ” শ্রীজীবপাদের এই শ্লোক দ্বারাই বুঝা যায় শ্রীগুরু ভগবানের আবেশাবতার। আবেশ অবতার আবার দ্বিবিধ, এক ভগবচ্ছক্তির আবেশ, আর সাক্ষাদ্ভগবানের আবেশ। শ্রীগুরুতে ভগবানের সাক্ষাদাবেশই বলা যায়। এই হেতু গুরুকে “সাক্ষাদ্ভগদ্বুদ্ধি” করিবার উপদেশ শাস্ত্রে পাওয়া যায়; এমন কি গুরুকে ভগবানের অংশবুদ্ধিও করিবে না, ইহা সপ্তমস্কন্ধের টীকায় চক্রবর্তিপাদের সিদ্ধান্ত। তাই কেহ কেহ সাক্ষাদ্ভগবানই গুরুরূপ ইহাই বলেন। তাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশই গুরুরূপ ভগবদবতার বলেন। শ্রীমান্ নন্দগোপাল গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, --- ভগবন্নাম যেমন ভগবৎস্বরূপাভিন্ন গুরুও তেমনি ভগবৎস্বরূপাভিন্ন কি? আমি উত্তরে বলিলাম, --- "নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ” এই ন্যায়ানুসারে এবং "মন্ত্রস্যাপি প্রায়ো নামবিশেষময়ত্বেন পরমং ভগবদ্রূপত্বমেব, অতো ভগবৎপ্রাদুর্ভাবেন মন্ত্রস্যাপি প্রাদুর্ভাবঃ”, --- হরিভক্তিবিলাস টীকা, ৫ম বিলাস, --- "তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ম্” গোপালতাপনীশ্রুতেঃ --- মন্ত্র সাক্ষাদ্ ভগবৎস্বরূপাভিন্নই, বলা হইয়াছে, গুরুকেও সেই মন্ত্রস্বরূপ বলায় --- “ মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং” এই বাক্যে --- কি বুঝা যায় তাহা আপনারাই বিচার করুন। রসামৃতসিন্ধুর "বিশ্রামমন্দিরতয়া” মঙ্গলাচরণ শ্লোকের টীকায় "নিজেষ্টদেবাবতারত্বেন নিজগুরুং স্তুবন্” ইহাও আপনারা দেখিবেন। স্নেহাস্পদ দুই জনেই আমি অযোগ্য হইলেও আমাকে গৌরববুদ্ধি করেন, তাঁহারা আর কিছু বলিলেন না। শ্রীমদনগোপাল তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

যাহা হউক যিনি গুরুকে যে ভাবেই অর্থাৎ মহাভাগবতোত্তম ভাবেই জ্ঞান
করুন অথবা ভগবদবতার বিশেষই মনে করুন বা উভয় ভাবই গুরুতে মনে করুন, শ্রীগুরুসেবা সর্ব্ববিধ ভক্তেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। কেননা ভক্তিপথে আমাদের গুরুবৈষ্ণবই প্রধান সম্বল, ইহাতে বিমত কাহারও নাই।

জয় গুরো! যিনি স্বভাবতঃ পরম করুণ, যিনি নির্হেতু করুণা প্রকাশ
পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় এতাদৃশ মন্ত্র দীক্ষা প্রণালী মতে ভগবন্মহামন্ত্ররাজে দীক্ষিত করিয়া আমাকে দীক্ষাশাস্ত্রজ্ঞান দানপূর্ব্বক অতি গোপ্য মন্ত্রদান রহস্য বিদ্যা দান করিয়াছেন, আজ তাঁহারই পরমানুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার দেওয়া গোপ্য গুরুতত্ত্ব জ্ঞান প্রকাশ করিলাম। গুরো! ক্ষমস্ব মাং নিজদাসং, বিষ্ণুবৈষ্ণবভক্তিদাতঃ! গুরুবৈষ্ণবপ্রিয়! গুরো! পাহি মাম্ ॥

এখন আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের নিষ্কর্ষ বলিয়া উপসংহার করিবার
নিমিত্ত নবদ্বীপের ভক্তিশাস্ত্রপীঠ হইতে লিখিত, "ভাগবতী বিদ্যা” মাসিক পত্রিকার ১৩৪৬ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত “শ্রীশ্রী গুরুবৈষ্ণব” নামক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি। ---

নরোত্তম দাসে কয়, জীবের উচিত নয়
শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে।

ভক্তিমার্গের সাধন পথে শ্রীগুরু এবং বৈষ্ণব জনের সেবা বিনা শ্রীভগবদ্ভক্তিতত্ত্বের মহিমাই অনুভূত হয় না। বস্তুতঃ অনাদি বহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের ভগবদুন্মুখ হওয়া একমাত্র সাধু মহাপুরুষের কোন অনির্বচনীয় করুণার অবদানের ফল। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তি যিনি শ্রীভগবদ্বিষয়ে জীবকে উন্মুখ করেন সেই শক্তি সাধু মহাপুরুষাশ্রয়া হইয়াই জীবের ভাগ্যে উদয় হয়েন। সেই ভগবদনুগ্রহনাম্নী শক্তি ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবজনের হৃদয়স্থিতা শুদ্ধা ভাগবতী ভক্তির সহিত তাদাত্ম্যরূপে অবস্থিত হইয়াই জীবের দুঃখমোচনের জন্য তাঁহাদেরই দীনপাবন করুণাকে বাহন করিয়া জগতের মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি উদয় হয়েন। নতুবা জীবের পক্ষে শুদ্ধা ভাগবতী ভক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। প্রাকৃত গুণাতীত ভাগবতী ভক্তি লাভের একমাত্র পরমোপায় তীর্থপাদ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবজনের শ্রীপাদতীর্থের আশ্রয় গ্রহণ করা। তীর্থপাদীয় বৈষ্ণব পাদতীর্থ সমাশ্রিত ভাগ্যবান্ জীবই শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন।

সাধন ভজনের মূল যে বিশ্বাস , তাহাও সৎ মহাপুরুষের কৃপাময় সঙ্গ প্রভাবেই হয়। এক প্রকার বলিতে গেলে , সাধন ভজনের মূল বিশ্বাসের জন্মদাতা একমাত্র সাধু মহাপুরুষই , আর কেহ নহে। প্রাথমিক সৎ মহাপুরুষের কৃপাময় সঙ্গ প্রভাবে শাস্ত্রে এবং গুরুতে যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বাস লাভ করিয়া শাস্ত্র ও গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, শাস্ত্রদৃষ্টে গুরুকরণপূর্ব্বক গুরুর নিকট হইতে সাধন ভজনের ক্রিয়া শিক্ষা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম , কিন্তু যদি সৎ মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তজনের চরণে কৃতজ্ঞতা না থাকে , তাঁহাদের চরণ সেবায় যদি বিমুখতা আসে , তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য গুরূপদেশ সাধনক্রিয়া সমস্তই মহদপরাধ বিষে র্জ্জরিত হইয়া উঠিবে। মনে রাখিতে হইবে ভগবদবতারবিশেষ গুরুরূপ হইতে যে ভগবৎ সাধন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিলতার বীজ লাভ করিয়াছি , তাহাতে ভগবদ্ভক্তকৃপামৃত সেচন করিতে পারিলেই ভক্তিলতা বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট হইয়া ভগবৎপ্রীতিফল ধারণ করিবেন , কিন্তু মহদনাদররূপ মহাতাপ পাইলে ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া যাইবেন। শাস্ত্রালোচনা এবং গুরুসেবা করিলেও ভগবদ্ভক্তমহাপুরুষে ভিন্ন ভক্তিলতা ভগবৎপ্রীতিফল ধারণ করেন না। সদ্গুরুর উপদেশ লাভকরিলেও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সাধু কৃপা সাহায্য চাই , নতুবা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে না। শাস্ত্রালোচনা করিলেও সৎ মহাপুরুষের করুণাঞ্জনের অপেক্ষা চাই , নতুবা শাস্ত্রের অনুভবরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ হইবে না। ইহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকিলে সাধন পথে আর বিঘ্ন হয় না। তাই প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলিলেন, --- "জীবের উচিত নয়, শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে। ” “শ্রীগুরু ” বলিয়াও অর্থাৎ জীবের পরমার্থ মার্গে শ্রীগুরু সেবার কর্ত্তব্যতা অবশ্যই আছে , ইহা বলিয়াও আবার বৈষ্ণবসেবারও প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে ইহা দেখাইলেন। "কৃপাকুসুমাঞ্জলি ” নামক পুস্তকে (১০৭ পৃঃ) লিখিত আছে, --- "অপারকরুণাপারাবার শ্রীভগবানের করুণাই যেন ঘনীভূত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ সাধুগুরুরূপে জীবের পরম মঙ্গলার্থে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। ” শ্রীগুরু এবং বৈষ্ণবকে উক্ত গ্রন্থে ভগবানের করুণার অবতারই বলা হইয়াছে , যথা --- "এই জগন্মঙ্গল সাধু গুরুকে ভগবানের করুণাবতার বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ জগতের প্রতি শ্রীভগবানের করুণার প্রকাশ সাধুগুরুর দ্বার দিয়াই হয়। সাধুগুরুর দ্বারাই আমরা ভগবানের পরিচয় পাই। সাধু গুরুর দর্শনে আমরা ভগবানের খবর পাই , সাধু গুরুতেই ভগবদ্ভক্তি জ্ঞানের পরিচয় পাই , অন্যত্র পাই না। ” কৃপাকুসুমাঞ্জলি , ১০৭পৃষ্ঠা।

"শ্রীভগবানের একই করুণা কার্য্যভেদে পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই সাধু এবং গুরু নাম ধারণ করেন। সাধুর কার্য্য মায়ামুগ্ধ জীবের যাহাতে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হয় , তাহার প্রাথমিক উপায় শ্রীভগবৎ কথাদিতে রুচি জন্মাইয়া ক্রমশঃ শ্রীভগবদ্ভজনের মূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা বোধ করান। আর শ্রীগুরু বিগ্রহের প্রাথমিক কার্য্য শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন

করান। এই কার্য্য ভেদে "সাধু” “গুরু” নাম ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমৎ ভগবৎ করুণা বিগ্রহ জগতের পরম মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকেন।” কৃপাকুসুমাঞ্জলি, ১০৭ পৃঃ।

একই ভগবদনুগ্রহ দ্বিধাভূত, শ্রীগুরু আর বৈষ্ণবরূপ। সুতরাং শ্রীগুরু
সেবা এবং বৈষ্ণব সেবা এই দুইটা সাক্ষাদ্ভগবানের করুণারই পূর্ণসেবা। একের অভাবে অন্যটা অপূর্ণই রহিয়া যায়। গুরু সেবা করা যায়, বৈষ্ণব সেবায় আগ্রহ নাই, তাহা বস্তুতঃ পূর্ণ গুরু সেবা নহে, আবার বৈষ্ণব সেবা করা যায়, কিন্তু গুরু সেবায় আগ্রহ নাই, তাহাও পূর্ণ বৈষ্ণব সেবা বলা যায় না। গুরুতে যে ভগবদুপদেষ্টৃত্বরূপ গুরুত্ব ধৰ্ম্ম থাকা হেতু তিনি পরম পূজ্য পরম সেব্য, সেই গুরুত্ব ধর্ম্মেরই সামান্য স্থিতি ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবজনেতেও আছে এবং ভক্তিভজনের তারতম্যানুসারে ভক্তেতেও তাহার অভিব্যক্তি আছে। সুতরাং মহাভাগবত বৈষ্ণব যেমন শিক্ষাগুরু ভগবদ্ভক্তও তেমন গুরু। উভয়ই গুরুর রূপান্তর মাত্র। সাধকের নিজ গুরুমূর্ত্তির সেবায় আগ্রহ যত্ন আছে, কিন্তু অন্য ভক্ত বৈষ্ণব মূর্ত্তিরূপ গুরুর সেবায় আগ্রহ শ্রদ্ধা না থাকিলে সম্পূর্ণ শ্রীগুরু তত্ত্বেরই সেবা করা হইল না। আবার যে ভগবদ্ভক্তত্ব ধৰ্ম্ম থাকা হেতু অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ধৰ্ম্ম থাকা হেতু ভক্তব্যক্তি পরমপূজ্য, পরম সেব্য, সেই ভগবদ্ভক্তি ধর্ম্মের নামান্তর ভক্তত্বের স্থিতি এবং অভিব্যক্তি শ্রীগুরুতেও আছে, বিশেষতঃ ভক্তির উপদেষ্টা বৈষ্ণবই গুরু, সুতরাং গুরুও বৈষ্ণব, বৈষ্ণবেরই বিশিষ্ট রূপান্তর ইহা প্রত্যক্ষই। সাধক ব্যক্তি বৈষ্ণব সঙ্গ বৈষ্ণব সেবাদিতে আগ্রহান্বিত এবং শ্রদ্ধাবান, কিন্তু স্বীয় গুরুমূর্ত্তিরূপ বৈষ্ণব রূপের সেবায় যদি আগ্রহান্বিত, শ্রদ্ধাবান্ না হন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ভক্ত বৈষ্ণব সেবাও হইল না। গুরু সেবা করিলে যেমন সাধু গুরু ভগবানেরই সেবা করা হয়, বৈষ্ণবের সেবা করিলেও তেমনই সাধু গুরু ভগবানেরই সেবা করা হয়।

ভগবদ্ভক্তিময় বিগ্রহ বৈষ্ণব এবং ভগবদ্ভক্তিময় বিগ্রহ গুরু, এই উভয়ের
অনুগ্রহ মিলিত হইয়া সাধকের ভক্তি সাধনের পুর্ণতা সম্পন্ন করে। ভগবানের এই উভয় করুণাধারা মিলিত হইয়া সাধকের সাধনকে যখন পূর্ণ করে, তখনই ভগবৎপ্রীতিলাভে সাধক কৃতকৃতার্থ হয়। শিষ্যকে বৈষ্ণবপাদপদ্মে নিষ্কপট ভক্তির উপদেশ দান করেন, স্বীয়ানুগত সাধককে গুরুভক্তিই শিক্ষা দেন। মনে রাখিতে হইবে, কৃপার ফলেই সদগুরুর উদ্দেশ পাইয়াছি, বৈষ্ণবের সঙ্গ মহিমায় গুরুপাদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, করুণাময় বিগ্রহ শ্রীবৈষ্ণবেরই কৃপাশীর্ব্বাদের ফলে ভগবানের বিশেষ ভক্তরূপাবতার শ্রীগুরু চরণের আশ্রয় পাইয়াছি, বৈষ্ণব মহাত্মা গণই কৃপাপরবশ হইয়া ভগবদ্ভজনের মূল শ্রীগুরুরূপ অমূল্য বস্তু আমাকে দান করিয়াছেন।

তাঁহাদের কৃপার দান গুরুবস্তুকে আমার সর্ব্বস্ব করিতে হইলে তাঁহাদেরই কৃপার আশ্রিত হইতে হইবে, নতুবা গুরুবস্তুকে আমার সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিতে পারিব না। সদগুরু বৈষ্ণবপ্রিয়, বৈষ্ণব তাঁহার প্রাণপ্রিয়, বৈষ্ণবপ্রিয়তা যে স্থলে নাই সে স্থলে সদগুরু প্রীতি লাভ করেন না। আমি গুরুধন পাইলেও বৈষ্ণব ছাড়া হইলে শ্রীগুরুহারাও হইব। তাই প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বলা হইয়াছে, ---

“ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।

নরোত্তম দাসে কয়, জীবের উচিত নয়
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥”

মহাভাগবত বৈষ্ণবের সেবাও পরিচৰ্য্যারূপা আর প্রসঙ্গরূপা ভেদে
দ্বিবিধ। শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান জ্ঞানে শ্রীভগবানেরই স্বরূপ এইভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া বৈষ্ণবের সন্তোষকর পরিচর্য্যাদি আনুকূল্য করা আর তাঁহাদের মুখনিঃসৃত ভগবৎ কথা উপদেশাদি শ্রবণ করা। ইহার মধ্যে পরিচৰ্য্যারূপা সেবারই মহিমাধিক্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভাগবত বৈষ্ণবের পরিচৰ্য্যারূপা সেবার ফলে অচিরেই ভগবৎপ্রীতি ফলের অধিকারী হওয়া যায়। মহাভাগবতসেবার মহিমা স্বয়ং ভগবান্ই ঘোষণা করিয়াছেন, --- “মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা” অর্থাৎ আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজা আমার সর্ব্বতোভাবে অধিক প্রীতিকর। অধিক কি, শ্রীগুরু সেবার প্রতিনিধিরূপে মহাভাগবত বৈষ্ণব সেবাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পূজা যাঁহারা করিবেন, সাবধান! বর্ণাচারাদি অর্থাৎ বৈষ্ণবের জাতি আচার প্রভৃতির প্রতি যেন বিচার উত্থাপন না করেন, বৈষ্ণব দুর্জ্জাতি বা দুরাচার হইলেও তিনি যথাযোগ্য পরিচর্য্যা দ্বারা সেব্য, এবং প্রণামাদি দ্বারা বন্দনীয়; কোন প্রকারে অনাদর দ্বারা অবমাননা না হয় ইহা সতত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাবতীয় অপরাধের কারণ অনাদরই। অনাদরই সমস্ত অপরাধের স্বরূপ। এমন কি বৈষ্ণব মাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধনা করা ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবজন কোন সময়ে অবমানন করিলেও বৈষ্ণবকে প্রত্যবমান করিবে না। ভাগবত চিহ্নধারী বৈষ্ণব মাত্রেরই জাতিবর্ণ আচারাদি নির্ব্বশেষে যথাযোগ্য সেবা বিধান শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গ করিতে হইলে সদাচার সদ্ভক্ত বৈষ্ণবেরই সঙ্গ করিবে। দুরাচার ভক্ত সঙ্গবিষয়ে উপাদেয় নহে। “সঙ্গেন সাধুভক্তানাং” (৭।৬ ভাঃ), সাধু বলিতে স্বাধিকার প্রাপ্ত শাস্ত্রীয় আচারে নিরত ব্যক্তিকেই বুঝায়। (৯।৯ ক্রমঃ)। সাধু ভক্তের অর্থাৎ সদাচার ভক্তের সঙ্গই করিবে, দুরাচার ভক্তের সঙ্গ নহে।

আজকাল বৈষ্ণব সেবা বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি অর্থাৎ আমরা
যাহাকে আজকাল মহোৎসব বলি, তথাকথিত মহোৎসবে বৈষ্ণবকে অন্নদান মাত্রই হয়, এবং সেই মহোৎসবাদি যেভাবে যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া, এবং সমাগত ভোজনেচ্ছু বৈষ্ণবগণের সহিত যে ভাবে যে মৰ্য্যাদায় কথোপকথন আলাপ ব্যবহারাদি করিয়া, তাহাদিগকে সামাজিক কুলীনাদিবংশ মৰ্য্যাদা বিশিষ্টদের অপেক্ষা অবজ্ঞা পূর্ব্বক হীনমর্য্যাদ করিয়া যে ভোজ্য মাত্র দান করিয়া বৈষ্ণব সেবা করিলাম বলিয়া মনে করি, সেই ভাবে সেইরূপ মাত্র করাই কি শাস্ত্রীয় মহামহিমান্বিত "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা”? “রতিরাসোভবেত্তীব্রঃ”, মহাফলপ্রদ বৈষ্ণবসেবা? সুধী বৈষ্ণবসেবী জন একটু ভাবুন! শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণব মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভোজ্যদান পাত্র একমাত্র বৈষ্ণবই; এমন কি শ্রীভগবৎ প্রতিমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দানপাত্র যে বৈষ্ণব সেই বৈষ্ণবকে ভোজ্যাদি দান করিয়া যদি ভক্তি পথে ভগবৎ প্রীতিফল লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে কি জাতীয় আদর সহকারে, কি জাতীর মর্য্যাদা পূর্ণ ব্যবহারে, কি জাতীয় পূজ্যতা জ্ঞানে তাহা করিতে হয়, তাহা একবার ভাবুন! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাহা বৈষ্ণব সেবা বলিয়া করা হয় তাহাতেই কি বৈষ্ণব সেবার অর্থের পৰ্য্যাপ্তি?

সেবা শব্দের অর্থ মুখ্যরূপে পরিচর্য্যাকেই বুঝায়। শ্রীভগবৎসেবা,
গুরুসেবা, পিতা মাতার সেবা ইত্যাদি সেবা বলিতে যেমন পরিচর্য্যাদি প্রধানরূপে বুঝায়, এইরূপ শ্রীবৈষ্ণব সেবা বলিতেও মুখ্যরূপে পরিচর্য্যাকেই বুঝিতে হইবে। অবশ্য শ্রীভগবৎ প্রসঙ্গ দ্বারাও গুরুবৈষ্ণবের সেবা করা হয়; কিন্তু শক্তিসামর্থ্য থাকিতেও পরিচর্য্যাদি সেবা করি না, কিছু কৃষ্ণ কথার আলোচনা করিয়াই গুরুবৈষ্ণব সেবা হইল, যিনি সদ্গুরু তিনি কৃষ্ণ কথাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, শিষ্যের সেবাদি প্রার্থনা করেন না, যিনি বৈষ্ণব তিনি নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাতে কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং তাঁহাদের পরিচর্য্যার প্রয়োজন নাই, একটু হরিকথা শুনাইয়া দিয়াই অথবা তাঁহাদের নিকটে কিছু হরিকথোপদেশ শ্রবণ করিয়াই মাত্র গুরুবৈষ্ণব সেবা হইল বলিয়া মনে করিলাম, এবং অপরকেও বুঝাইয়া দিলাম যে "ইহাই প্রকৃত সেবা”, আমার এই প্রকার কাপট্যপূর্ণ মনোবৃত্তি কি সত্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকর শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবার ফললাভে কৃতার্থ হইবে? ইহা একবার ভাবিবার বিষয় নয় কি? শ্রীভক্তিসন্দর্ভে গোস্বামিপাদ দ্বিবিধ মহৎসেবার মধ্যে প্রসঙ্গরূপা সেবা অপেক্ষা পরিচর্য্যারূপা সেবারই মহিমাধিক্য বলিয়াছেন, যথা --- "রতিরাসোভবেত্তীব্রঃ”, তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টফলং দ্যোতয়তি। (২৪০ অনুচ্ছেদঃ)।

বিশেষতঃ মহাভাগবত বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইলে সাক্ষাত্
গুরুজ্ঞানেই পরিচর্য্যা করিতে হইবে; এইরূপ বৈষ্ণব সেবা লাভ করা জীবের পরম
সৌভাগ্যের ফল। সেবাদ্বারা শ্রীগুঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া সাধন রহস্য দান করিলেও এবং শ্রীগুরুকৃপাশিষ লাভ করিলেও সৎ মহাপুরুষের কৃপা সাহায্য না পাইলে সাধকের সাধন সিদ্ধ হয় না। সদ্গুরুর কৃপার ভক্তি সাধন পদ্ধতি লাভ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
তাঁহাদের অনায়াসে সাধন সিদ্ধির পরমোপায় হইল বৈষ্ণবচরণ সেবার দ্বারা তাঁহাদের
কৃপাশক্তির সাহায্য লাভ করা। অধিক কথা কি, শ্রীগুরুকৃপাশক্তিও বৈষ্ণব
কৃপাশক্তিকে অপেক্ষা করে। "জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ নারায়ণো নরসখঃ কিল
নারদায়” (৭/৬ ভাঃ) --- শ্রীপ্রহলাদ মহাশর দৈত্য বালকদিগকে বলিতেছেন, --- এই দুল্লভ
অমল জ্ঞান নরসখ নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন, যথা --- "নরসখ ইতি তত্র শ্রীমন্নরস্য ভগবদ্ভক্তবরস্য কৃপাসাহায্যং দর্শিতং।......সাক্ষাত্তদুপদেশেহপি তদ্ভক্তকৃপাপেক্ষতে"; অর্থাৎ "নরসব" এই বলার তাৎপর্য্য এই যে সাক্ষাৎ ভগবদবতার নারায়ণ ঋষিই নারদের উপদেষ্টা; নারদকে উপদেশ দিবার সময় নিজাংশ এবং ভক্ত নর ঋষির কৃপার সাহায্য তাহাতে ছিল; ইহা দেখান হইল যে যখন সাক্ষাদ্ ভগবদবতার নারায়ণের উপদেশেও ভক্তকৃপার অপেক্ষা আছে, তখন আর অন্যস্থলের কথা কি? "পশ্যন্তি যুক্তা মনসা” (৮।৬ ভাঃ) ইহার টীকায় চক্রবর্ত্তীপাদ বলিতেছেন, যথা --- “শ্রীগুরূপদিষ্টয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্ত্যা মুহুৰ্ম্মথিতয়া ত্বাং পশ্যন্তি।..... সাধুসাহায্যভূয়স্তে ত্বল্পয়াসেনৈব,” অর্থাৎ যুক্ত সাধক ব্যক্তি শ্রীগুরূপদিষ্ট ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির মুহুর্মুই অনুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে দর্শন করেন, কিন্তু সাধু ভক্তজনের সঙ্গ কৃপাদি সাহায্য যদি বারম্বার পায় বা প্রচুর সাধুকৃপার সাহায্য পায় তাহা হইলে অনায়াসেই তোমার দর্শন লাভ হয়। এই সমস্ত বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই বুঝা যায় সাধন ভজন মার্গে শ্রীগুরু শ্রীবৈষ্ণব এই উভয় স্বরূপের কৃপাই পরম সম্বল। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে শ্রীগুরু কৃপাশক্তিও বৈষ্ণব কৃপাশক্তির অপেক্ষা রাখেন, ইহাতে গুরুর নিরঙ্কুশ মহিমার খর্ব্ব করা হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীভগবানের একই অনুগ্রহশক্তি জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরু শ্রীবৈষ্ণবরূপ ধারণ করিয়াছেন, উভয়ই শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন বিগ্রহ। উভয়রূপের কৃপা শক্তি সাধকে সম্মিলিত হইলে সাধন সিদ্ধ হয়। আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তির শ্রীগুরু এবং শ্রীবৈষ্ণব এই উভয়ের স্বরূপতত্ত্বের অববোধ না থাকায় গুরু বৈষ্ণবকে নিয়া দলাদলির ভেদ সৃষ্টি করি, অজ্ঞানান্ধ অথচ বিজ্ঞতার ভাণে ব্যামোহগ্রস্ত হইয়া কখনও গুরুর মহিমার যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্রবচন উট্রঙ্কন করিয়া গুরুমহিমা দেখাইতে বস্তুতঃ বৈষ্ণবকে তুচ্ছ করিয়া ফেলি। তাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণব উভয়স্বরূপের চরণেই গুরুতর অপরাধীই হইয়া পড়ি। আবার বৈষ্ণব মহিমার শাস্ত্রবচন

আশ্রয় করিয়াও ঐ প্রকার অপরাধগ্রস্ত হই। এ বিষয়ে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের মহতী কৃপাই একমাত্র নিরপরাধ হওয়ার উপায়।

আমার ক্ষুদ্র জীবনে শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপায় ইহাই অনুভব
হইয়াছে, --- যিনি নিষ্কপটে নিজত্বের প্রাধান্য ছাড়িয়া অকুটিলভাবে শ্রীগুরু পরিচর্য্যাদি করিয়া শ্রীগুরু তত্ত্বের সন্তোষ বিধান করেন, তিনি শ্রীভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবে তাঁহার স্বাভাবিক ফল ভক্তি লাভকরিয়া থাকেন। আবার যিনি নিষ্কপটে নিজত্বের প্রাধান্য ছাড়িয়া অকুটিলভাবে শ্রীবৈষ্ণব পরিচর্য্যাদি সেবার দ্বারা বৈষ্ণবের প্রসন্নতা লাভ করেন, তিনি শ্রীগুরু পাদপদ্মে তাহার স্বাভাবিক ফল ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সদ্গুরু বৈষ্ণবপ্রিয়, আবার সদ্বৈষ্ণব স্বয়ং গুরুপ্রিয়।
কখনও শিষ্যকে বৈষ্ণবানাদরের শিক্ষা বা প্রশ্রয় দেন না, সদ্বৈষ্ণব গুর্ব্বনাদরের শিক্ষা বা প্রশ্রয় দেন না। আমরা শ্রীগুরু চরণে শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভক্তি বিশ্বাসই প্রার্থনা করি, আবার শ্রীবৈষ্ণব চরণেও ঐ প্রার্থনাই করি।

গুরু যদি মৎসরাদি বশতঃ মহাভাগবত বৈষ্ণবের পরিচর্য্যাদি
সেবাকার্য্যে শিষ্যকে নিষেধ করেন বা তাদৃশ মহত্তম বৈষ্ণবের প্রতি অনাদরাদি করিবার উপদেশ দেন, তাহা হইলে শিষ্য ব্যক্তি ইহা শ্রীগুরুর পরীক্ষা করা অর্থাৎ মহত্তম বৈষ্ণবে আমার দৃঢ় শ্রদ্ধা আছে কিনা গুরু তাহাই পরীক্ষা করিতেছেন, ইহাই মনে করিয়া শ্রীগুরু চরণে প্রপন্ন হইয়া কাতর প্রার্থনা করিবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে নিজের পরম মঙ্গল কি প্রকারে হয় তাহাই প্রার্থনা করিবেন, শ্রীচরণে পতিত হইয়া কাতরতার সহিত আদেশ প্রত্যাহারের প্রার্থনা জানাইবেন। গুরু যদি বারম্বার তাদৃশ মহত্তম বৈষ্ণবের অনাদর শিষ্যকে শিক্ষা দিতে থাকেন, তাহা হইলে শিষ্য নিজের দুর্ভাগ্য মনে করিয়া অধিকতর কাতর প্রাণে শ্রীভগবৎ চরণে প্রপন্ন হইয়া গুরু প্রদত্ত নাম আশ্রয় করিয়া সেই গুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবেন। কিন্তু কখনও গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। আর যদি গুরু সাক্ষাদ্ভাবে শ্রী বিষ্ণু বৈষ্ণব সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন তাহা হইলে তাদৃশ গুরুকে অবৈষ্ণব জ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত; ইহা শ্রীগোস্বামিপাদের ভক্তিসন্দর্ভে সুস্পষ্টই নির্নীত আছে। (কুপাকুসুমাঞ্জলি নামক পুস্তকে ১১৫পৃঃ এ কথা আমিও লিখিয়াছি) আবার যদি বৈষ্ণব বেশধারী, বা সত্যই যাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানি, তিনি যদি শ্রীগুরু পরিচর্য্যাদি সেবার কোন অনাদর শিক্ষোপদেশাদি করেন, শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তির শৈথিল্যানয়নের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে এই বৈষ্ণব আমার শ্রীগুরু পাদপদ্মে ভক্তির পরীক্ষা করিতেছেন, তখন বৈষ্ণবের চরণে পড়িয়া কাতরতার সহিত আদেশ প্রত্যাহারের প্রার্থনা করিবেন। তাদৃশ বৈষ্ণব ব্যক্তি যদি বারম্বার গুরুভক্তির শৈথিল্যানয়নের চেষ্টা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ বৈষ্ণবকে দূর হইতেই

প্রণামাদি দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গ করা উচিত নহে। তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। আর যিনি বস্তুতঃ ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি পরায়ণ , যিনি বৈষ্ণবপ্রিয় গুরু, সেই গুরুর প্রতিও মৎসরাদি স্বভাববশতঃ সাক্ষাৎ বিদ্রোহাচরণ করিতেই থাকেন, মুহুর্মুহঃ নিন্দাদি করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ বৈষ্ণবের সংস্রব সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং অন্য মহত্তম বৈষ্ণবগণের চরণে শরণাপন্ন হইয়া নিজের বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহাদের চরণরেণুতে অভিষিক্ত হইবেন, ইহা আমার শ্রীগুরূপদেশ।

বস্তুতঃ যে ভক্তিসাধকের জীবনে সাধু গুরু দ্বন্দ্বের উদয় হয়, ইহা
অপেক্ষা তাহার ভক্তি বিঘ্নকর মহাদুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। যাঁহারা পরস্পরের মর্য্যাদারক্ষক, যাঁহারা পরস্পরের পুষ্টিকারক, যে উভয়ই আমার ভক্তিদাতা ভক্তিরক্ষক, তাঁহারাই যদি আমার সাধক জীবনক্ষেত্রে পরস্পর সংহারকরূপ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রলয় সূৰ্য্যাপেক্ষাও তাঁহাদের ভীষণ শোষকর
রোষবহ্নির বর্ষণে আমার জীবন ও ভক্তি শুষ্ক মরুভূমির তুল্য ঊষর ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। শ্রীগুরো! করুণাসিন্ধো! শ্রীবৈষ্ণব! করুণাসিন্ধো! রক্ষ মাং রক্ষ মাম্।

যদি আমি শ্রীগুরু সেবা করি, শ্রীগুরুতে শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা
আমার আছে, কিন্তু মহদ্বৈষ্ণবের পরিচর্যায় বিমুখ হই, এই প্রকার সদ্বৈষ্ণবের
সেবায় বিমুখতা নিয়া গুরুসেবাপরায়ণতা দেখাইলেও সেই গুরুসেবাপরায়ণতায় সদ্গুরু
আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না। শিষ্যের বৈষ্ণবপ্রীতি নাই, বৈষ্ণব সেবায় বিমুখতা, ইহা সদ্গুরু মর্ম্মাহতই হয়েন, যদি এই কথাটি মনে থাকে তাহা হইলে বৈষ্ণব সেবায় আমার বিমুখতা দূরীভূত হইতে পারে। আবার শ্রীগুরু সেবায় অনাদর পূর্ব্বক গুরু সেবা হইতে বৈষ্ণব সেবা বড়, বৈষ্ণব সেবা করিলেই গুরু সেবা হইল ইত্যাদি বাক্যের আশ্রয়ে গুরু সেবার বিমুখতা নিয়া যে বৈষ্ণবসেবাপরায়ণতা তাহাতে সদ্বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট হয়েন না। এই সদুপদেশ বাক্য স্মরণ রাখিতে পারিলে গুরু সেবায় বিমুখতাও দূরীভূত হইতে পারে।

____

তত্র প্রমাণানি

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত মংকৃত শ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি পুস্তকের
প্রতিপাদ্য বিষয়ের, আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে নিরূপ্য নিরূপক ভাব আছে। তাৎপর্য্য এই --- তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা উপাসনা (ভক্তি) নিরূপিত হয়, সুতরাং তত্ত্বনির্ণায়ক প্রমাণ বাক্য সমূহ উপাসনার নিরূপক হয়, আবার উপাসনার নির্ণায়ক প্রমাণ বাক্য সমূহও তত্ত্বনির্ণয়ের নিরূপক হয়। গুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি পুস্তকে শ্রীগুরুতত্ত্বই মুখ্যরূপে বক্তব্য বিষয় হইলেও শ্রীবৈষ্ণবের তত্ত্ব স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে, আর সেই প্রবন্ধে সেই গুরুবৈষ্ণবভক্তি অর্থাৎ উপাসনার কথাও বলা হইয়াছে। এই গুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি পুস্তকেও মুখ্যরূপে গুরুবৈষ্ণবভক্তি বক্তব্য বিষয় হইলেও তাঁহাদের তত্ত্বনির্ণয়ও স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এই উভয় পুস্তক পরস্পর পরস্পরের প্রতিপাদ্য বিষরের নিরূপ্য নিরূপক হইয়াছে। যাঁহারা আমার প্রতি স্নেহবশতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ে আমার মত জানিতে উৎসুক তাঁহারা যদি এই উভয় পুস্তক একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলে আমার মত কি তাহা একটু সুস্পষ্ট অনুভব করিবেন। উভয় পুস্তকের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্বল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে গ্রন্থমধ্যে বহু প্রমাণ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিচার আরম্ভ করিলে, অনেক পাঠকের নিকট আমার মূল বক্তব্য বিষর জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে এবং গ্রন্থ কলেবরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই আশঙ্কায় গ্রন্থমধ্যে বহুল শাস্ত্রীয় বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করি নাই। বহুল প্রমাণ পক্ষপাতী পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের শ্রীগুরুবৈষ্ণব বিষয়ক কতিপয় বাক্য এ স্থলে প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিতেছি।

গুরূপাসনায় শিষ্যের স্বীয় গুরুতে সাক্ষাৎ ভগবন্ধু দ্ধি করিবার প্রমাণ-প্রথমতঃ শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বাক্য, যথা:-

১। "যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ” --- ৭।১৫, শ্রীমদ্ভাঃ। শ্রীসনাতন টীকা --- "সাক্ষাদ্ভূতে” অর্থাৎ গুরু প্রত্যক্ষভূত ভগবান্হ বলা হইল।

২। "নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং” --- ১০।৮০, শ্রীমদ্ভাঃ। বৃহৎ তোষণী --- "গুরোর্ভক্তবরত্বাৎ সাক্ষান্মদ্রূপত্বাদ্বা”, এ স্থলে গুরুকে সাক্ষাদ্ভগবদ্রূপ বলা হইল।

৩। "গুরুঞ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্য চ", হরিভক্তিবিলাস। --- ২ বিঃ।
"ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবানেবায়ং সাক্ষাদিত্যেবং বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ” --- টীকা, গুরুকে "ইনিই সাক্ষাদ্ভগবান্” এইরূপ বুদ্ধি করিয়া পরিক্রমা ও প্রণাম করিবে।

৪। "গত্বা ভক্ত্যা গুরুং নত্বা গুরোরাসীত দক্ষিণে" --- ২ বিঃ। "ভক্ত্যা নত্বেতি, ভগবদ্বুদ্ধ্যা বহুশোহষ্টাঙ্গপ্রণামং সপাদগ্রহণং কৃত্বেত্যর্থঃ।” টীকা।
ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া গুরুর পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

৫। "গুরুদৈবতমন্ত্রৈক্যং শিষ্যস্তং ভাবয়ন্ পঠেৎ” --- ২ বিঃ। গুরু, ইষ্টদেবতা এবং মন্ত্র এই তিনটাকে অভিন্ন মনে করিয়া শিষ্য গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র পাঠ করিবেন, ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্য।

৬। “গুরাবীশ্বরভাবশ্চ” --- ২ বিঃ। দীক্ষা প্রকরণে সদ্গুরু শিষ্যকে একশত চারিটী নিয়ম প্রতিপালনের উপদেশ দিবেন, তাহার একটী নিয়ম এই --- "গুরুতে ঈশ্বর ভাবনা করা”।

৭। "গুরুমাত্মনঃ পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা" --- ২ বিঃ টীকা।

৮। "মূর্দ্ধিনধ্যাত্বা গুরোঃ পদং” --- ৩ বিঃ। “শ্রীগুরুপদধ্যানে চাগমোক্তোহয়ং বিশেষঃ দ্রষ্টব্যঃ --- ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে। শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরং। দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদং।” টীকা। এ স্থলে সমষ্টি গুরুকে পরমাত্মা বলিয়াই চিন্তা করিবে বলা হইল।

৯। “তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুং। অভেদেনার্চ্চয়েদ্যস্ত্তস মুক্তিফল মাপ্নুয়াৎ ॥” --- ৪ বিঃ। এস্থলে শ্রীভগবানের সহিত অভেদভাবেই শ্রীগুরুকে পূজা করিতে হইবে ইহাই বলিলেন।

১০। "অতঃ প্রাগ্গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্ । এ্যবরানসমান্ কুৰ্য্যাৎ প্রণমান্ দণ্ডপাতবৎ।” --- ৪ বিঃ।

১১। "অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ” --- ১৭ বিঃ।

১২। "অপশ্যং সহসৈবাত্র শ্রীমদ্গুরুবরং নিজং। পূর্ব্ববদ্রাজমানোহসৌ” --- বৃহদ্ভাগবতামৃত, --- ২।৩। “নির্ব্বকারত্বাদিভগবদবতারলক্ষণং মাথুরব্রজভূমিরসিকত্বঞ্চ দর্শিতং” --- টীকা। এস্থলে শিষ্য গোপকুমার স্বীয় গুরুর ভগবদবতার লক্ষণই নির্দ্দেশ করিলেন।

১৩। “গৌড়ে গঙ্গাতটে জাতো মাথুরো ব্রাহ্মণোত্তমঃ। জয়ন্তনামা কৃষ্ণস্যাবতারস্তে মহান্গুরুঃ ॥” --- বৃঃ ভাঃ ২।৩। বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ গোপকুমারকে বলিলেন --- জয়ন্ত নামা ব্রাহ্মণ যিনি তোমার গুরু তিনি কৃষ্ণের মহান্ অবতার, --- এস্থলে গুরুকে ভগবদ্ভক্তির আচার প্রচার দ্বারা ভক্তিরসিকতালক্ষণ মহান্ অবতারই বলা হইল।

১৪। “স্বয়মেবাভবং তাত জয়ন্তাখ্যঃ স তে গুরুঃ” --- বৃঃ ভাঃ ২।৪। এস্থলে স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ বলিতেছেন, --- আমিই স্বয়ং জয়ন্ত নামক তোমার গুরু হইয়াছি।

১৫। বৃহদ্ভাগবতামৃতের উপসংহারে শ্রোতা পরীক্ষিন্নন্দন জন্মেজয় মহারাজ বলিতেছেন --- "কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি নিশ্চিতো ভগবন্ গুরো” --- বৃঃ ভাঃ ২।
৭। "ভগবন্নিতি পরমেশ্বরেণ সহ গুরোরভেদাভিপ্রায়েণ পরমদয়ালুত্বাদিস্মরণেন বা” --- টীকা। এ স্থলে গুরুকে পরমেশ্বরের সহিত অভেদ অভিপ্রায়েই গুরুকে "ভগবন” সম্বোধন করা হইয়াছে।

ইতি শ্রীগুরৌ ভগবদভেদদৃষ্টেঃ কর্তব্যতায়াং শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুপাদানাং সম্মত প্রমাণবচণানি।

মহাভাগবত বৈষ্ণবেও ভগবদভেদ বুদ্ধি করার প্রমাণ, যথা: ---

"বৈয়াসকিঃ স ভগবান্” --- ১০।১ । "ভগবদ্ভাগবতয়োরভেদাভিপ্রায়েন।” --- বৃহৎ তোষণী।

"আনর্চ্চাধোক্ষজধিয়া” --- ১০।৮। "ভগবানয়ং সাক্ষাদ্ভূত ইতি বুদ্ধ্যা ইতিপরমভক্তিরুক্তা।” বৃঃ তোঃ। এইস্থলে ভগবদ্ভক্ত গর্গমুনিকে "ভগবানই সাক্ষাৎ” এই প্রকার মনে করায় নন্দমহারাজের অধোক্ষজ নারায়ণে পরম ভক্তিই বলা হইল। সুতরাং ভগবদধিষ্ঠান মহাভাগবত ভক্তে ভগবদভেদ জ্ঞান পরম।

"মহদ্বিচলনং নৃণাং” --- ১০।৮।

"যদ্বা সাক্ষান্নারায়ণ ইত্যর্থঃ”।
“পূজাদৌ ভগবদ্ভাগবতয়ো রভেদাৎ।” --- বৃঃ তোঃ।
"ঋষের্ভাগবতমূখ্যস্য" -১০/১০
"মহাভাগবতোত্তমত্বেন ভগবত্তুল্যং।" --- বৃঃ তোঃ।
"ভক্তিপরতায়াশ্চ মুখ্যলক্ষণং তদ্ভক্তার্চ্চনমিতি --- ১০/২৪ --- বৃঃ তোঃ।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ভক্তমহিমপর বাক্যের বিচারে মহাভাগবত ভক্তকে ভগবদভেদ বুদ্ধি করা যদি দোষের না হয়, ভক্তপূজাদিতে ভক্তেতে ভগবদভেদ বুদ্ধি যদি দোষের না হয়, তাহা হইলে, শিষ্য স্বীয় গুরুর পূজাদিতে ভগবদভেদ দৃষ্টি করিবে, ইহাতে দোষাশঙ্কা আসিতে পারে না।

এখন শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের গুরুকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তপর বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি:-

১। "নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং” --- ১০।৮০, শ্রীমদ্ভাঃ। "গুরোর্ভক্তবরত্বাৎ সাক্ষান্মদ্রূপত্বাদ্বা” বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী। এস্থলে গুরুকে ভক্তশ্রেষ্ঠই বলা হইল।

২। "বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ” --- ১০।৮৭, শ্রীমদ্ভাঃ। "গুরোঃ পরমভাগবতত্বাৎ তৎপাদাশ্রয়েনৈবেতি ভাবঃ” --- বৃঃ তোঃ।

৩। "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যূপশমাশ্রয়ম্।” ১১।৩। --- টীকা --- “সদাশ্রবণকীর্তনাদিপরং বৈষ্ণববরং”। হরিভক্তিবিলাসে গুরুর লক্ষণে বলা হইয়াছে, যিনি সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপর বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তিনি গুরুর যোগ্য।

৪। “শ্রীমন্মহাভাগবতোপদেশাৎ” --- বৃহদ্ভাগবতামৃত। "শ্রীমতো মহাভাগবতস্য গুরুদেবস্য” --- টীকা, ২।৩ অঃ। গোপকুমার নিজ গুরুকে মহাভাগবত বলিতেছেন, তাৎপর্য্য এই মহাভাগবতবৈষ্ণব গুরুর কৃপা না হইলে মোক্ষ তুচ্ছ বোধ হয় না, ইহাই দেখাইলেন।

৫। “তত্র মৎপরমপ্রেষ্ঠং লপ্সাসে স্বং গুরুং পুনঃ” --- “স্বম্মাদপি স্বভক্তানামধিক মহিম্নোহভিপ্রায়েন মত্তোহপি তস্মাদধিকং জ্ঞাস্যসি" --- বৃহদ্ভাগবতামৃত। ২।২ অঃ টীকা।

এস্থলে ব্রহ্মলোকে সহস্রশর্ষা ভগবান্ গোপকুমারকে বলিলেন, "আমার পরমপ্রিয় তোমার গুরুকে বৃন্দাবনে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।” তাৎপর্য্য এই-"আমার ভক্তের আমা হইতে অধিক মহিমা, সুতরাং তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় আমা অপেক্ষাও গুরুর নিকট হইতে অধিক জ্ঞাত হইবে।”

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কৃত দশমটিপ্পনী, হরিভক্তিবিলাস ও
বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে যে সকল বচনে গুরুকে ভগবদ্ভক্ত বলা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। দ্বিচক্ষণ পাঠকবর্গ বিশেষভাবে বচনগুলির প্রতি লক্ষ্য করিবেন --- গুরু ভগবৎপ্রিয় ভক্ত এই প্রকার বাক্যগুলি গুরুর স্বরূপদ্যোতক লক্ষণ মাত্রই প্রকাশ করিতেছে। এই বাক্যগুলির মধ্যে বা উক্ত গোস্বামিপাদের গ্রন্থমধ্যে "গুরুকে বৈষ্ণব বুদ্ধি করিতে হইবে” এরূপ বিধেয় প্রকাশক একটী বচনও নাই। কোথাও হেতুগর্ভবিশেষণ রূপে, কোথাও স্বরূপকথন রূপে গুরুকে ভগবদ্ভক্তবর ইত্যাদি বলা হইয়াছে। উপাসনাকালে গুরুকে ভক্তদৃষ্টি করিতে হইবে এমন বিধি কোথাও সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামী দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। যেমন হরিভক্তিবিলাসে "সাক্ষাদ্ভগবানেবায়ম্” ইতি বুদ্ধি করিয়া গুরুকে সেবা করিবে, এই প্রকার "ভক্ত এবায়ং” “সাক্ষান্তক্ত এবায়ম্” ইত্যাদি বিধান করা হয় নাই। আর তাহা হইতেও পারে না, কারণ গুরু যে ভগবদ্ভক্ত তাহা সাক্ষাৎই আছেন। প্রথমে গুরুকরণকালে গুরু যে বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্ত হইবেন তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞাতই হওয়া যায়, বৈষ্ণব মতে গুরু পরীক্ষায় প্রথমতঃই গুরুতে বৈষ্ণব জ্ঞানই প্রত্যক্ষ হয়, তারপর সেই বৈষ্ণবত্বেরই বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করিয়া ইনি মহাভাগবতত্ব গুণ বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব এই প্রকার অবগত হইয়াই গুরুকরণ করা হয়। সুতরাং গুরুতে যে ভগবদ্ভক্ত জ্ঞান তাহা জ্ঞাতই, তাহা শাস্ত্রীয় বিধেয় হইতে পারে না। যাহা জানা হয় নাই তাহাকে জানাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে বিধান করা হয়, মহাভাগবত ভক্ত স্বরূপ গুরুকে ভগবদভিন্ন জ্ঞান করা সাক্ষাদ্ ভগবদ্দৃষ্টি করা কি না ইহা জানা নাই, তাই গুরুতে ভগবদাবিভাবহেতু তাদৃশ মহাভাগবত গুরুকে ভগবদ্দৃষ্টিতে ভগবত্ত ল্যবোধে সেবাদি করিবে, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধেয়। এই বিষয়টা বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে।

এখন শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রমাণ বলিঃ-

মঙ্গলাচরণে গুরুবন্দনে-"বিশ্রামমন্দিরতয়া” ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন ---

"অথ নিজেষ্টদেবতাবতারত্বেন নিজগুরুং স্তবন্ প্রার্থয়তে বিশ্রামেতি।”

শ্রীরূপ গোস্বামী নিজ গুরুকে স্বীয়েষ্ট দেবতার অবতার রূপেই স্তব
করিতেছেন। এস্থলে গুরুকে "অবতার” শব্দ দ্বারাই দেখাইলেন যে, শিষ্য নিজ গুরুকে ভগবানের অবতার বিশেষই মনে করিবে।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদের বাক্য, যথাঃ-

১। "স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা” -- ৪।২৯ -- এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় "স এব গুরুঃ য এবম্ভূতো গুরুঃ স তু হরিরেব,” এস্থলে গুরুকে সাক্ষাৎ হরিই বলা হইল; “হরিরেব” -- এই "এব” শব্দের অর্থ একবার বিচার করিবেন।

২। অষ্টম স্কন্ধের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ক্রমসন্দর্ভ টীকা -- "স্বয়ঞ্চাবিশ্য কঞ্চিদ্বা ভবানেব গুরুর্ভবেৎ” এই বাক্যে শ্রীগুরুতে ভগবানের সাক্ষাদাবেশ হয় ইহাই বলা হইল।

৩। "নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং” -- ১০।৮০, লঘুতোষণী টীকা -- "গুরোর্ভক্তবরত্বাৎ সাক্ষান্মদ্রূপত্বাদ্বা”, এস্থলেও গুরুকে সাক্ষাদ্ভগবদ্রূপই বলা হইল।

৪। “বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ” -- ১০,৮৭, লঘুতোষণী টীকা -- "সর্ব্বগুরুত্বস্য তদুপদেষ্ট গুরুত্ব এব বিশ্রান্তেঃ তৎপ্রভাবং বিনা তদভাবাসিদ্ধেশ্চ তদ্ভক্ত্যভাবাত্তদসিদ্ধেশ্চ।”

৫। “যথা য এব ভগবান্ অত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে।" ভক্তিসন্দর্ভ। -- ১৮৬ ।।

৬। "অন্যদা স্বগুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদবুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ -- আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ -- ১১।১৭। ব্রহ্মচারিধর্ম্মান্তঃ পঠিত মিদং। শ্রীভগবান্ উদ্ধবম্।” ভক্তিসন্দর্ভ। -- ২১১

৭। "ততঃ সুতরামের পরমার্থিভি স্তাদৃশগুরাবিত্যাহ -- যস্ত সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ। এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ। যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকোহয়ং মন্যতে নরম্ । ৭।১৫। এষ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণোেহপি, ততঃ

প্রাকৃতদৃষ্টির্নভগবত্তত্ত্বগ্রহণে প্রমাণমিতিভাবঃ। শ্রীনারদোযুধিষ্ঠিরম্।” ভক্তিসন্দর্ভ -- ২১২।

৮। "শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে, যথা -- বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষকৃতমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥ ৪।৩৮ ॥ টীকা চ -- তত্র যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষকৃতমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্।” ভক্তিসন্দর্ভ -- ২১৩।

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বমিপাদবাক্যম্

মনঃশিক্ষায়াম্

১। "শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং। মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।" ২। এইস্থলে আমরা "গুরুকে মুকুন্দ প্রেষ্ঠ” রূপে স্মরণ
করিবার অনুজ্ঞার বিধান পাইতেছি।

বঙ্গেশ্বরকৃত টীক। যথা -- "ননু আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়োগুরু রিত্যেকাদশস্কন্ধপদ্যেন গুরুবরস্য কৃষ্ণাভিন্নত্বেনৈব মননমূচিতং কথং তৎপ্রিয়ত্বমননং। অত্রোচ্যতে প্রথমন্তু
গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্ কূর্ব্বন্সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচার্য্যং মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু পুজ্যত্ববদ্ গুরোঃ পূজ্যত্বপ্রতিপাদকমিতি সর্ব্ব মবদাতম্।”

বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তোত্রে

২। "প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ প্রিয়যদুনন্দন উন্নত প্রভাবঃ।” ৪।

বঙ্গেশ্বর টীকা -- “য এষ যদুনন্দনঃ প্রভুরপি স্বমতুলকৃপামৃতেনাভিষেকং কৃতবান্
অহং তং গুরুং প্রপদ্যে আশ্রয়ে। কিম্ভূতঃ প্রিয়ঃ প্রেমাস্পদঃ যদুনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যস্য। পুনঃ কিম্ভূতঃ উন্নতঃ উৎকৃষ্টঃ প্রভাবো যস্য।”

এখন শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের গুরুবৈষ্ণব বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, যথা: ---

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

এই পয়ার বাক্যে গুরু প্রত্যক্ষতঃ শ্রীভগবদ্দাস স্বরূপ হইলেও শিষ্য
ব্যক্তি গুরুকে ভগবানেরই প্রকাশ বলিয়া মনে করিবে ইহাই বিধান করিলেন। যদি আশঙ্কা করা যায় যে গুরুতো কেবল ভক্ত স্বরূপ, তাঁহাকে ভগবানের প্রকাশ মনে করা শাস্ত্র
বিরুদ্ধ, ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, যথা-

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

শ্রীগুরুদেব ভক্তস্বরূপ হইলেও তিনি ভগবানের রূপ বিশেষ, ইহা শাস্ত্র
প্রমাণে পাওয়া যায়। কৃষ্ণই গুরুরূপ হইয়া ভক্তগণকে কূপ করেন, ইহা যখন শাস্ত্র প্রমাণে পাওয়া যায় তখন গুরু স্বরূপতঃ ভক্তরূপ হইলেও শিষ্যব্যক্তি তাঁহাকে কৃষ্ণের প্রকাশ অর্থাৎ আবির্ভাব বিশেষ বলিয়া জানিবে। যদি আশঙ্কা করা যায় যে শাস্ত্র প্রমাণ কোথায়? তাহার উত্তরে একাদশ স্কন্ধের প্রমাণ বচন, উদ্ধৃত করিলেন, যথা-আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিত্যাদি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যদি গুরুকে কেবল মাত্র ভগবৎপ্রিয় ভক্তরূপে বিধেয় করেন, তাহা হইলে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর পয়ার বাক্যের সহিত বিরোধই হইবে। কেননা পয়ারে গুরুকে ভগবৎ প্রকাশ বলিয়া জানিবার বিধান করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ শ্লোকেও সেই ভগবৎ প্রকাশ পর অর্থ আছে বলিয়াই তো শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। যদি শ্লোকের অর্থে 'মাং' পদের লক্ষণা করিয়া কেবল মাত্র মদীয় প্রেষ্ঠরূপে গুরুকে জানিবে এই অর্থ করা যায়, আর তাহার ধ্বনিতে যদি বলা যায় যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবমতে গুরুকে ভগবৎ স্বরূপ বা ভগবদাবির্ভাব বিশেষ বলা দোষ, তাহা হইলে শ্রীকবিরাজ পাদের পয়ারের বিরুদ্ধ হইবে না কি?

শিক্ষাগুরুকে তো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥

অন্তর্যামী এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তমহান্ত এই দ্বিবিধ রূপ শিক্ষাগুরুকেই
যখন কৃষ্ণেরই স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করিতেছেন, তখন মন্ত্রদাতা দীক্ষা গুরুকে যে

কৃষ্ণের স্বরূপ মনে করিতে হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এ স্থলে "জানি" ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া দেখাইলেন যে অন্তর্যামিরূপে যে শিক্ষা গুরু তিনি তো পরমাত্মাই, সুতরাং কৃষ্ণের স্বরূপ, ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধই, মহান্তস্বরূপ শিক্ষাগুরুকেও কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীকবিরাজ পাদ গুরুকে ভক্তরূপেই মাত্র জানিবে এইরূপ বিধেয় বাক্য কোথায়ও বলেন নাই। গুরু সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্বচরিতামৃতে আরও বলিয়াছেন, যথা ---

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে। মধ্য -- ২২ পঃ।

এস্থলেও গুরুকে কৃষ্ণের 'আপন' অর্থাৎ কৃষ্ণের নিজের রূপ বলিয়াই
বলিতেছেন। এই পয়ারের প্রমাণরূপে 'নৈবোপযন্ত্যপচিতিম্' ইত্যাদি যে একাদশ স্কন্ধীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও 'আচাৰ্য্যচৈত্যবপুষা' পদটির অর্থ আচার্য্যবপুষা, চৈত্যবপুষা ইহা সুস্পষ্টই আছে। আবার ---

শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।। মধ্য -- ২০ পঃ।

এই পয়ারেও বেদাদি শাস্ত্র যে প্রকার শ্রীভগবানের রূপ বিশেষ, আত্মা
অর্থাৎ পরমাত্মারূপ অন্তর্যামী যে প্রকার শ্রীভগবানের রূপ বিশেষ, গুরুও সেই প্রকার শ্রীভগবানের রূপ বিশেষ ইহাই বলিলেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ। মধ্য -- ১৯পঃ।

এই পয়ারেও গুরুরূপ কৃষ্ণ হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়, ইহাই বলিলেন।
গুরু রূপ যাহার এমন কৃষ্ণ, এই অর্থে গুরুরূপ কৃষ্ণই এস্থলে 'গুরুকৃষ্ণ' পদের অর্থ। গুরুরূপ কৃষ্ণ হইতেই ভগবন্মন্ত্র জীব লাভ করে ইহা চক্রবর্তিপাদের শ্রীভাগবতের টীকায় সুস্পষ্টই আছে।

শ্রী মদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের বাক্য, যথা:---

১। "কস্তং চরাচরগুরুং” -- ৮।২ চক্রবর্ত্তী টীকা, "গুরুহি বৈরবানপ্যশান্তদেহোহপি বহির্দ্দর্শ্যপি জগদনাদৃতোপি ন দ্বেষার্হঃ।

২। “সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ” -- ৪।২১ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ব্রাহ্মণানাং শাস্তৃত্বে তত্তদ্বেদাচাৰ্য্যমেব বৈষ্ণবানান্তু তত্তন্মন্ত্রগুরুমের শাস্তৃত্বে ব্যবস্থাপ্য।”

৩। "যদারতি ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমানাচার্য্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা” -- ৪।২২ চক্রবর্ত্তী টাকা -- “আচার্য্যবান্ গুরুভক্তিমান্।”

৪। "জিতংতে আত্মবিদ্বর্য্যস্বস্তয়ে” -- ৪।২৪ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ত্বমেব গুরুবৈষ্ণবাদিরূপঃ স্বভজনং কারয়সীতিভাব”।

৫। "প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাং" -- ৪।২৪ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ননু কথমীদৃশী মতিস্তবাজনীতি তত্র শ্রীগুরু প্রসাদাদিত্যাহ -- হে গুরো! মোজুষামজ্ঞানতিমিরান্ধচক্ষুষামম্মাকং মার্গগুরু ভক্তিমার্গোপদেষ্টা ত্বমেব গুরুরূপধারীত্যর্থ।”

৬। “সংসৃতি স্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ” -- ৪।২৯ চক্রবর্ত্তী টীকা -- “গুরৌ ভক্ত্যা গুরুন স স্যাদিত্যাদিনা হরিভক্ত্যুপদেশকস্যৈব গুরুত্ববিধানাদ গুরৌ হরৌ চ ভক্ত্যেত্যায়াতং ॥”

৭। “স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মন্বপি। ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুহরিঃ।” -- ৪। ২৯ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "য এবং গুরুঃ স এব হরিস্ত্বয়োপাসনীয় ইত্যর্থঃ।”

৮। "হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্ত্যা” -- ৫।৫ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "হংসে পরমহংসস্বরূপে ময়ি গুরৌ ভক্ত্যা……………।” ভক্তিঃ সেবা, অনুবৃত্তিঃ তৎপরতা।

৯। "গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রঃ" -- ৫।১১ চক্রবর্ত্তী টীকা -- “গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্তস্য মন্ত্ররূপস্য হয়েশ্চরণয়োরুপাসনা শ্রবণাদিনববিধভক্তিরেবাস্ত্রং যস্য সঃ। যদ্বা গুরুরেব হরিস্তস্য চরণোপাসনমেবাস্ত্রং যস্য সঃ।” (গুরুরেবহরিস্তস্য চরণোপাসনম্ -- স্বামী)

১০। "জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং" -- ৫।১২ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "যদা মর্ত্ত্যস্ত্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা গুরুপদেশকালে

ত্যক্তসমস্তবর্ণাশ্রমধৰ্ম্মকামনঃ ময়ি শ্রীগুরুরূপে নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদমতাস্পদে যেন সঃ।”

১১। "হরিগুরুচরণারবিন্দমধুকরানুপদবী মবরুন্ধে” -- ৫।১৪ চক্রবর্ত্তী টীকা -- “হরিরূপস্য গুরো শ্চরণারবিন্দে যে মধুকরা গুরুভজনাসক্তা ইত্যর্থঃ।.........তেন শ্রী গুরুচরণাশ্রয়ং বিনা সংসারাটব্যাং ভ্রমত্যেব।”

১২। “গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ” -- ৭।৪।৩২ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "গুরুষু ঈশ্বর ইতি ভাবনা যস্য, গুরুষ্বিতি বহুবচনং গৌরবেণৈব, শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদেশকে গুরাবিত্যর্থঃ।”

১৩। “সোহহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাং” ৭।৯।২৮ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "তস্য তব শ্রীমদ্ গুরোঃ সেবাং কথং বিসৃজামি ত্যজামি।”

১৪। "কোহন্বত্র তেহখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াসঃ।.....” -- ৭।৯।৪২ চক্রবর্ত্তী টীকা --' অখিলগুরো গুরুরূপধারিণা একেনাপি ত্বয়া পরঃ পরার্দ্ধেনাপি ভবিতুং সমর্থেন সর্ব্ব এব জনো নিস্তার্য্যতামিতি।”

১৫। "যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।......” -- ৭।১৫।২৬ চক্রবর্ত্তী টীকা -- “যস্যেতি সাক্ষাদ্ভগবতি ইতি ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যেতি ভাবঃ। যদ্বা উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণমননাদিকঞ্চ ব্যর্থম্।”

১৬। "এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ। যোগেশ্বরৈবিমৃগ্যাঙ্ঘির্লোকোহয়ং মন্যতে নরঃ ॥” -- ৭।১৫।২৭। চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ননু গুরোঃ পিতৃপুত্ত্রাদয়ঃ প্রতিবেশিনশ্চ তং নরমেব মন্যতে। কথমেক এবায়ং শিষ্যস্তং পরমেশ্বরং মন্যতামত আহ -- এষ ইতি ভগবান্ যদুনন্দনো রঘুনন্দনো বা বৈ নিশ্চিতমেব প্রধানপুরুষয়োরীশ্বরঃ যং লোকস্তদবতারকালোৎপন্নো জনো নরং মন্যতে, তেন কিং স নরো ভবতি অপিতু পরমেশ্বর এবেত্যেবং গুরুরপীতিভাবঃ।”

১৭। “বলিরেবং গৃহপতিঃ” -- ৮।২০।১ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ভগবদিচ্ছাপ্রাতিকূল্যে কুতো গুরো গুরুত্বমতোহস্যাজ্ঞালঙ্ঘনে ন দোষঃ।”

১৮। "যদৃচ্ছয়েহোপসৃতা।....." -- ৮।২৪ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "যদ্বা ত্বমবতীর্য্য কদাচিৎ গুরুঃ কেষাঞ্চিৎ পরমগুরুশ্চ ভবসীতি কশ্চিদবতার এব সূচিতঃ। প্রতিশ্লোকমেব গুরুপদ প্রয়োগাদবসীয়তে।”

১৯। “অচক্ষুরন্ধস্য......” -- ৮।২৪।৫০ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ত্বৎসেবানুপদেষ্টা গুরুরপি ন সেব্যঃ....... ভক্ত্যুপদেষ্টৈব বুধঃ স এব গুরুরন্যস্ত্বনর্থহেতুরিত্যর্থঃ।”

২০। "জনো জনস্য।.......” -- ৮।২৪।৫১ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "অতঃ প্রাকৃতো গুরুরনর্থহেতুর্দূরে পরিহরণীয় ইত্যর্থঃ, ত্বন্তু গুরুরূপাবতীর্ণঃ। অব্যয়ং জ্ঞানভক্ত্যুত্থং জ্ঞানমেব উপদিশসি।”

২১। "ত্বং সর্ব্বলোকস্য সুহৃৎ" ৮।২৪।৫২ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "গুরুর্দাস্যভাববিশেষবিষয়ঃ।”

২২। "এবং শপ্তন্তু গুরুণা।....." -- ৯।২।১০ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "তেন পরিত্যক্তোহপি গুরৌ ভত্তি মান্ নিষ্প্রতূ্্যহং নিস্তরতীতি প্রাকরণিকঃ সিদ্ধান্তো দ্যোতিতঃ।”

২৩। "সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরং। যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥” -- ১০।৪০।৯ চক্রবর্ত্তী টীকা -- “সর্ব্বদেবাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ অধিষ্ঠানপুজা অধিষ্ঠাতৰ্য্যেব পৰ্য্যবস্যতি ইতি ন্যায়াৎ।”

২৪। "যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ......." -- ১০।৮০।৩২ চক্রবর্ত্তী টাকা -- "জ্ঞানদো মত্তত্ত্বোপদেষ্টা স যথাহং মৎতুল্যত্বেনাতিপূজনীয় ইত্যর্থঃ।”

২৫। "যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্তী ...." -- ১০।৮০।৩৩ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ময়া মদ্রূপেণ মত্তত্ত্বোপদেষ্ট্রা গুরুণা, বাচা মন্ত্রোপদেশমাত্রেণৈব।”

২৬। “বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ” -- ১০।৮৭ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "ত্বদভক্তস্য গুরোশ্চরণং সমবহায়...।"

২৭। "মদর্থে ধৰ্ম্মকামার্থানাচরন্মদপাশ্রয়ঃ......" -- ১১।১১ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "মজ্জন্মযাত্রাদিদিবসে মৎস্বরূপশ্রীগুরুদেবারাধনদিবসে চ।”

২৮। "ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অবতীর্ণোহসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ” -- ১১।১১।২৮ চক্রবর্ত্তী টীকা -- "কিঞ্চ তদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তকঃ সাধুস্তৎস্বরূপভূত এবেত্যাহ -- ত্বমিতি। ব্যোমবদসঙ্গঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তদপি প্রাকৃতেহস্মিন্ লোকে কৃপয়া জীবোদ্ধারার্থমবতীর্ণোহসি। কীদৃশঃ স্বৈর্ভক্তৈরিচ্ছয়োপাত্তানি গৃহীতানি পৃথগ ভূতানি বপুংসি যতঃ স্বস্বরূপভূতানি বপুংস্যের ত্বং স্বভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থং ভক্তেভ্যো দদাসীত্যর্থঃ অতএব ত্বদ্ভত্তং গুরুং লোকাস্ত্বৎস্বরূপত্বেনৈব ধ্যায়ন্তীতি ভাবঃ।”

২৯। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্” – ইতি গুর্ব্বষ্টকম্।

প্রিয় পাঠকগণ! শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদের গুরুতে ভগবদভেদ দৃষ্টি করার বাক্যগুলি এবং ভক্তপর বাক্যগুলি এই উভয় বাক্য সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন।

শ্রী বলদেববিদাভূষ্ণণ পাদের বাক্য যথাঃ --

১। “যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ” -- ১০।৮০।৩২ বলদেবটীকা -- "জ্ঞানদো বেদান্তোপদেষ্টা অহমিব পূজ্যঃ।”

২। "যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্তি” -- ১০।৮০।৩৩ বলদেব টীকা -- "ময়া মদ্রূপেন মত্তত্ত্বোপদেষ্ট্রা গুরুণা বাচা মন্মন্ত্রোপদেশমাত্রেণ।”

বলদেব বিদ্যাভূষণের এই টীকাদ্বয়ের বাক্যার্থের তাৎপর্য্যালোচনা করিলে পাঠক অবশ্যই দেখিবেন যে ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুকে ভগবান্ "মদ্রূপই” বলিতেছেন। সুতরাং বলদেব টীকায় যে "অহমিব পূজ্যঃ” গুরু ভগবদ্রূপ হেতুই ভগবত্তুল্য পূজ্য, ইহা সহজ অর্থ।

দীপিকাদীপনকৃৎ -- শ্রীরাধারমণগোস্বামি পাদের বাক্য যথাঃ --

১। "বিজয়ন্তে পরানন্দকৃষ্ণপাদরজস্রজঃ” -- স্বামিকৃত শ্লোকের টীকা -- "পক্ষে পরানন্দ স্তন্নামা স্বগুরুরেব কৃষ্ণস্তস্য।” এ স্থলে "গুরুরেব কৃষ্ণঃ” এই "এব” শব্দের বলে গুরু কৃষ্ণের অভিন্ন তাই দেখাইলেন।

২। "জয়তি শ্রীপরানন্দঃ পরানন্দনৃকেশরী।” -- ১১।২১ স্বামিটীকার দীঃ দীঃ টাকা -- "শ্লেষেণ পরানন্দসংজ্ঞকগুরুণা মহেশ্বরস্যাভেদোহভিপ্রেতঃ।”

৩। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ” -- ১১।১৭ দীঃ দীঃ টীকা -- "আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে ইত্যুক্তেঃ সচ্চিদ্রূপত্বে তু মদ্রূপমেব।”

অনেকে দীপিকাদীপন টীকার "মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং” এইটুকুমাত্র গ্রহণ করিয়া তর্ক করেন। দুঃখের বিষয় উক্ত টাকার "সচ্চিদ্রূপত্বে তু মদ্রূপমেব” এই অংশটুকুর প্রতি লক্ষ্য করেন না। আমার বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা টীকার সমস্ত অংশটীর প্রতিই সমানভাবে লক্ষ্য করুন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্হেতু পরম করুণার প্রভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে যৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং শ্রীগোস্বামিপাদ তদনুগত শাস্ত্রপ্রমাণ যৎ কিঞ্চিৎ যাহা দেখিয়াছি তাহারই তাৎপর্য্যার্থের আশ্রয় করিয়া অযোগ্য হইয়াও "গুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি” এবং “গুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি” পুস্তক লিখিয়াছি। পাঠক মহোদয়গণ ভাষাজ্ঞানহীন আমার লিখার পদে পদেই ত্রুটি পাইবেন; আশা করি সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। গ্রন্থে কোন অপসিদ্ধান্তাদি দোষ থাকিলে দয়া করিয়া অনুকূলভাবে "ভাগবতী বিদ্যা” মাসিক পত্রিকায় জানাইলে যথাযোগ্য সংশোধনের চেষ্টা করিব। ওঁ শান্তিঃ। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। শ্রীবৈষ্ণবেভ্যো নমঃ ॥

____

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

সাধনকুসুমাঞ্জলি

প্রকাশক -- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম, এস্ সি।

মূল্য-২ দুই টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি

প্রকাশক -- শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী।

মূল্য-১/০ ছয় আনা।

উভয় গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান:-

১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,
লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠ, রামসীতাপাড়া।
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

২। শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী,
৩ই, কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সাধনকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ মহেশ লাইব্রেরীতেও (১৯৫/২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা) পাওয়া যায়।

কৃপাকুসুমাঞ্জলি

প্রকাশক -- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম্, এস্ সি।

মূল্য-২, দুই টাকা।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। বর্তমান যুদ্ধের অবসানে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।